পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 297 Monday, 28 September 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৯৭ সংখ্যা ✱ ১০ আশ্বিন ১৪৩৩, সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

## ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স’, মোদির বার্তা

**নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ** সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা ফের তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার এক অনুষ্ঠানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় গত এক দশকে ভারতের অবস্থান আরও স্পষ্ট হয়েছে। ২৮-২৯ সেপ্টেম্বরের সেই সামরিক অভিযানের ১০ বছর পূর্তির প্রাক্কালে মোদির বক্তব্যে উঠে এল উরি হামলা-পরবর্তী পরিস্থিতি থেকে শুরু করে দেশের সন্ত্রাসবিরোধী নীতির পরিবর্তনের কথাও। প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০১৬ সালের ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনা নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাকিস্তানের দিকে থাকা জঙ্গি ঘাঁটিতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ওই অভিযান বিশ্বের সামনে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী নীতির একটি নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল। সন্ত্রাসী হামলার কারণে দীর্ঘদিন ধরে ভারত যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, সার্জিক্যাল স্ট্রাইককে তার ‘ জবাব’ হিসেবেও বর্ণনা করেন তিনি। মোদির কথায়, আজ ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। গত এক দশকে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানের উদাহরণ হিসেবে তিনি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পাশাপাশি বালাকোট এয়ারস্ট্রাইক এবং অপারেশন সিঁদুরের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান যে কঠোর, বিভিন্ন সময়ে নেওয়া পদক্ষেপের মাধ্যমে সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। অতীতের একাধিক সন্ত্রাসী হামলার কথাও স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। ২০০৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পাশাপাশি ওই বছরের নভেম্বরের মুম্বই হামলার উল্লেখ করেন তিনি। মোদির বক্তব্য অনুযায়ী, একটা সময় দেশে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ও জঙ্গি হামলার ঘটনা প্রায় নিয়মিত হয়ে উঠেছিল। সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি উঠলেও অতীতে সেই দাবিগুলির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সেই অতীতের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী নীতিতে ‘জিরো টলারেন্স’ অবস্থান নেওয়া হয়েছে এবং তার ফলও দেখা যাচ্ছে। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল, সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলায় শুধু প্রতিক্রিয়া নয়, প্রয়োজন হলে সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার নীতি গত এক দশকে ভারতের নিরাপত্তা-ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে ২০০১ সালের আমেরিকার ৯১১ হামলার প্রসঙ্গও উঠে আসে। চলতি সেপ্টেম্বরেই ওই হামলার ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী ৯১১ হামলার নিহতদের স্মরণ করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, সন্ত্রাসবাদের হুমকি সময়ের সঙ্গে বদলালেও তার বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে। ২০১৬ সালের উরি হামলার পর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ভারতের নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে সেই অভিযানের দশম

এরপর ৬-র পাতায়

## বিজেপির কোনও শ্রমিক সংগঠন নেই’, দলের পতাকা নিয়ে তোলাবাজি করলে গ্রেপ্তারের হুঁশিয়ারি শমীকের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ**দলের নাম ব্যবহার করে কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদা বা তোলা আদায়ের অভিযোগ উঠলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বিজেপির কোনও শ্রমিক সংগঠন নেই এবং দলের পতাকা হাতে নিয়ে কেউ কারখানার গেটে গিয়ে তোলাবাজি করলে পুলিশকে গ্রেপ্তার করতে হবে। ডানকুনির একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শমীক বলেন, বিজেপির নামে কারখানা থেকে চাঁদা তোলার কোনও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেই। তাঁর অভিযোগ, কিছু ব্যক্তি নিজেদের বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে দলের পতাকা হাতে এবং আবির মেখে শিল্পাঞ্চলে গিয়ে তোলাবাজির চেষ্টা করছেন। এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান তিনি। শমীকের কথায়, ‘বিজেপি দলের কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নেই। বিজেপিতে এভাবে কারখানা থেকে চাঁদা তোলার কোনও সিস্টেম নেই। একদম সরাসরি গ্রেপ্তার করবেন।’’ ডানকুনি ও আশপাশের শিল্পাঞ্চলে কয়েকজনের বিরুদ্ধে ‘ অভিযোগ তুলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দাবি করেন, তাঁদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর অভিযোগ, কেউ কেউ ‘ বিজেপি’ পরিচয় ব্যবহার করে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ভান করছেন এবং সেই পরিচয় কাজে লাগিয়ে কারখানার গেটে পৌঁছে তোলাবাজির চেষ্টা করছেন। এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশের

কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান শমীক। একইসঙ্গে দলের সঙ্গে কোনও ব্যক্তির সরাসরি যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গেলে বিজেপির পক্ষ থেকেও সাংগঠনিক পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান তিনি। শমীকের বক্তব্যে উঠে আসে দলের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথাও। তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তোলাবাজি, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এবং হিংসার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই এই ধরনের অভিযোগে একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দলের নাম ব্যবহার করে বেআইনি কাজের অভিযোগ নিয়ে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের সতর্কবার্তা অবশ্য নতুন নয়। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে এমন কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে আসছে রাজ্য বিজেপি। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ ও বিভিন্ন অভিযোগে একাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক পদক্ষেপের কথাও প্রকাশ্যে এসেছে।

এদিন ডানকুনির সভা থেকে শমীকের বার্তায় সেই অবস্থানই আরও একবার স্পষ্ট হল। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়, দলের পতাকা বা বিজেপির নাম ব্যবহার করলেই কেউ দলের কর্মী হয়ে যান না। রাজনৈতিক পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে শিল্পাঞ্চল বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তোলাবাজির অভিযোগ উঠলে প্রশাসনকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। শমীকের এই বক্তব্যের ফলে ডানকুনি-সহ শিল্পাঞ্চলে বিজেপির নাম ব্যবহার করে তোলা আদায়ের অভিযোগ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতির বার্তা, বিজেপির পরিচয় ব্যবহার করে কোনও বেআইনি কাজ হলে দল এবং প্রশাসন-দুই স্তরেই পদক্ষেপ করা হতে পারে।

### নেতাজি ইন্ডোরে গীতাপাঠে শুভেন্দুর বার্তা

## ‘জমানা বদলেছে, সাধু-সন্তদের আর ভয় দেখানো যাবে না’

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ** ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রবিবার ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১১ হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সাধু-সন্তদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। একইসঙ্গে সাধু-সন্তদের অপমান বা ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠলে আইনি পদক্ষেপের কথাও জানান তিনি। অনুষ্ঠানের শেষে নিজেও গীতার একটি অধ্যায় পাঠ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, সময় বদলেছে, রাজনৈতিক পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এখন থেকে সাধু-সন্তরা আরও স্বাধীনভাবে গীতাপাঠ, গীতা বিতরণ, হনুমান চালিশা পাঠ-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মকাণ্ড করতে পারবেন। তিনি শাখ, মৃদঙ্গ ও খঞ্জনি বাজানো এবং ‘ নামসংকীর্তনের কথাও উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে সাধু-সন্তদের নিরাপত্তা ও তাঁদের নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গও। তিনি দাবি করেন, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের অপমান বা তাঁদের ভয় দেখানোর ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না এবং এ ধরনের ঘটনায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাগেশ্বর বাবা ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রসঙ্গও ফের টেনে আনেন তিনি। ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীকে নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে তাঁর ছবি পোড়ানো এবং তাঁকে অপমান করার অভিযোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শুভেন্দু বলেন, প্রশাসন ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করেছে। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে অপমানের অভিযোগে আইন নিজের পথে চলবে বলেও বার্তা দেন তিনি। এর পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠান থেকে রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান নিয়েও বক্তব্য রাখেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, বাংলায় এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে মানুষ নিজেদের ধর্মীয় আচার পালনে ভয় পাবেন না। তিনি ধর্মীয় প্রতীক ও আচার পালনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, গীতাপাঠ, হনুমান চালিশা পাঠ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকা উচিত নয়। স্লোগান দিয়েছিলেন। তারই পালটা প্রতিক্রিয়ায় শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন, এই ধরনের বক্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য কী। তিনি মমতার সঙ্গে বামেদের রাজনৈতিক সমীকরণের প্রসঙ্গও টেনে কটাক্ষ করেন। যোগ দিয়ে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার চর্চার উপর জোর দিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেই অনুষ্ঠানে তিনি গীতাপাঠ, হনুমান চালিশা পাঠ এবং অন্যান্য ধর্মীয় পরম্পরার চর্চার

শুভেন্দু আরও জানান, আগামী ২৯ ডিসেম্বর কলকাতায় আরও বড় আকারে গীতাপাঠের আয়োজন করা হবে। তাঁর দাবি অনুযায়ী, সেই অনুষ্ঠানে ১০ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর সম্ভাবনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এদিনের বক্তব্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সরাসরি রাজনৈতিক প্রসঙ্গেও আক্রমণাত্মক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্রীরামপুরে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে ‘আজাদি’ শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গ টেনে তাঁকে নিশানা করেন শুভেন্দু। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রীরামপুরের সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘আজাদি’ শুভেন্দুর বক্তব্যের এই অংশ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর বক্তব্যে মমতার রাজনৈতিক অবস্থানকে আক্রমণ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রবাদী ভোটারদের উদ্দেশে বার্তাও ছিল। তবে এই মন্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে বিরোধীদের তরফে পালটা প্রতিক্রিয়া আসতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। নেতাজি ইন্ডোরের মঞ্চে শুভেন্দুর বক্তব্যের অন্যতম বড় অংশ জুড়ে ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সনাতন ধর্মীয় আচার পালনের প্রসঙ্গ। তবে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির যোগও স্পষ্ট ছিল। ফলে গীতাপাঠের অনুষ্ঠান কার্যত ধর্মীয় কর্মসূচির পাশাপাশি রাজনৈতিক বার্তার মঞ্চেও পরিণত হয়। এর আগে চলতি মাসেই নেতাজি ইন্ডোরে একটি ‘রাম কথা’ অনুষ্ঠানে কথা বলেছিলেন। রবিবারের অনুষ্ঠানে সেই বক্তব্যেরই আরও বিস্তৃত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপ দেখা গেল। একদিকে ধর্মীয় আচার পালনে ভয় না পাওয়ার বার্তা, অন্যদিকে সাধু-সন্তদের অপমানের অভিযোগে কঠোর আইনি ব্যবস্থার কথা-এই দুই বার্তাই সামনে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। সব মিলিয়ে, নেতাজি ইন্ডোরের ১১ হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠান থেকে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যে ধর্মীয় পরম্পরা, সাধু-সন্তদের নিরাপত্তা এবং রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিতর্ক-তিনটি বিষয়ই একসঙ্গে উঠে এল। আর তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ২৯ ডিসেম্বর কলকাতায় আরও বড় পরিসরে গীতাপাঠের কর্মসূচি হলে এই ইস্যুতে রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনা আরও তীব্র হতে পারে।

## ইথানল চালিত গাড়ি নিয়ে গড়করির ঘোষণা

**নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ** পেট্রলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশে ইথানলভিত্তিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়ানোর পক্ষে ফের জোরালো সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়কমন্ত্রী নীতীন গড়করি। তাঁর দাবি, আগামী দিনে ভারতে এমন গাড়ি চলবে, যেগুলির জন্য পেট্রলের প্রয়োজন হবে না। সম্পূর্ণ ইথানলে চলতে সক্ষম গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন তিনি। গড়করির বক্তব্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই বিশ্বের একাধিক দেশে সম্পূর্ণ ইথানলভিত্তিক জ্বালানিতে যানবাহন চলছে। তাঁর দাবি, ভারত-সহ মোট ২০টি দেশে ইথানলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এখনও পর্যন্ত এই ব্যবস্থার কারণে বড় কোনও সমস্যার কথা সামনে আসেনি। দেশে বর্তমানে ইথানলের সঙ্গে পেট্রল মিশিয়ে তৈরি ই-২০ জ্বালানিও ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, খুব শীঘ্রই ভারতীয় বাজারে ১০০ শতাংশ ইথানলে চলতে সক্ষম গাড়ি আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে টয়োটার একটি গাড়ির কথা উল্লেখ করেন তিনি। গড়করি জানান, আগামী মাসে টয়োটার একটি ফ্লেক্স-ফুয়েল গাড়ির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ফ্লেক্স-ফুয়েল প্রযুক্তির গাড়িতে নির্দিষ্ট অনুপাতে পেট্রল ও ইথানল-দুই ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করা যায়। গড়করির বক্তব্য, ভবিষ্যতে গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি এমন ইঞ্জিন তৈরি করবে, যা ২০ শতাংশ থেকে শুরু করে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত ইথানল ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। ইথানল ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বিদেশি জ্বালানির উপর ভারতের নির্ভরতা কমানোর বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর দাবি, সম্পূর্ণ বা বেশি মাত্রায় ইথানল ব্যবহার করা সম্ভব হলে অপরিশোধিত তেল আমদানির উপর চাপ কমবে এবং দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হতে পারে। গড়করি আরও দাবি করেছেন, ভবিষ্যতে ইথানল তুলনামূলক কম দামে পাওয়া যেতে পারে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতি লিটার ইথানলের দাম প্রায় ২৫ টাকা হতে পারে। তবে এই দাম সর্বত্র বা খুচরো বাজারে একই থাকবে কি না, তা নিয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য তিনি দেননি। ইথানল মূলত আখ, ভুট্টা এবং অন্যান্য কৃষিজ উৎস থেকে তৈরি একটি জৈব জ্বালানি। বর্তমানে ভারতে মূলত পেট্রলের সঙ্গে নির্দিষ্ট মাত্রায় ইথানল মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। সরকারের যুক্তি, এর ফলে একদিকে অপরিশোধিত তেল আমদানির নির্ভরতা কমানো সম্ভব, অন্যদিকে কৃষিপণ্যের বিকল্প বাজার তৈরি হয়। তবে দেশে ইথানল মিশ্রিত

এরপর ৬-র পাতায়

## রাস্তা পরিদর্শনে যুবককে চড়, বিতর্কে দিল্লির মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর দিল্লির তিলক নগরে রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে এক যুবককে চড় মারার অভিযোগ উঠল দিল্লির মন্ত্রী প্রবেশ সাহিব সিং বর্মার বিরুদ্ধে। ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ভিডিওতে বর্মাকে এক যুবকের মোবাইল সরিয়ে দিয়ে তাঁর মুখে হাত তুলতে দেখা যাচ্ছে বলে একাধিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগ, রাস্তার নির্মাণকাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে ওই যুবক ঘটনাস্থলে ভিডিও করছিলেন। তাঁর দাবি, রাস্তার উপরিভাগের সমস্যা মন্ত্রীকে দেখানোর সময়ই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁকে চড় মারা হয়। পরে তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন বলেও জানিয়েছেন। ঘটনাটি নিয়ে সরব হয়েছে আম আদমি পার্টি। দলের স্থানীয় বিধায়ক জারনেল সিং অভিযোগ করেন, রাস্তার গুণমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পরই মন্ত্রী মেজাজ হারান। অন্যদিকে, প্রবেশ বর্মা পালটা দাবি করেছেন, ঘটনাটির পিছনে অন্য প্রেক্ষাপট রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সেখানে তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছিল এবং সেই পরিস্থিতিতে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। পাশাপাশি সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি।

## ফের কুণালের গাড়িতে হামলার অভিযোগ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ** পরপর দু’দিন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। শনিবার উত্তরপাড়ার পর রবিবার সকালে ফের নিজের বিধানসভা এলাকা বেলেঘাটায় কুণালের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিনের ঘটনায় আরও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন কুণাল। তাঁর দাবি, কয়েকজন ব্যক্তি রিভলভার নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করছিলেন এবং তাঁকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনার পর নারকেলডাঙা থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান তিনি। কুণালের অভিযোগ অনুযায়ী, রবিবার সকালে বেলেঘাটায় নিজের বিধানসভা এলাকায় যাওয়ার সময় তাঁর গাড়িকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। গাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি তাঁকে অনুসরণ করার অভিযোগও করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, হামলাকারীদের কয়েকজনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। ঘটনাটিকে তিনি পরিকল্পিত হামলা এবং প্রাণনাশের চেষ্টা হিসেবে দেখছেন। ঘটনার পর দ্রুত নারকেলডাঙা থানায় পৌঁছন তৃণমূল বিধায়ক। পুলিশের কাছে গোটা বিষয়টি জানানোর পাশাপাশি হামলার সঙ্গে কারা জড়িত, তা খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে কি না এবং হামলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে কি না, তা নিয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি। এর ঠিক এক দিন আগেই একই ধরনের অভিযোগ তুলেছিলেন কুণাল। শনিবার হুগলির উত্তরপাড়ায় তাঁর গাড়ি আটকে হামলা চালানো হয় বলে দাবি করেন তিনি। সেদিন তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার পাশাপাশি পাথর ও রড দিয়ে গাড়ির কাচ ভাঙার অভিযোগ ওঠে।

### এসআরএফটিআই-তে ছাত্রবিক্ষোভ ও উত্তেজনা

## পড়ুয়া-আয়োজকদের বচসা থেকে হাতাহাতি,ক্যাম্পাসে বিশাল পুলিশবাহিনী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ** অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত সমিতির একটি অনুষ্ঠানকে কেঃদ্র করে রবিবার তুমুল উত্তেজনা ছড়াল কলকাতার সত্যজি রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট চত্বরে। অনুষ্ঠান আয়োজনকে ঘিরে পড়ুয়াদের একাংশের সঙ্গে আয়োজকদের বচসা এবং পরবর্তী সময়ে হাতাহাতির অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ক্যাম্পাসে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। দীর্ঘ সময় ধরে গেট বন্ধ রেখে অবস্থান বিক্ষোভে বসে থাকেন পড়ুয়াদের একাংশ। ঘটনার জেরে রবিবার কার্যত অশান্ত হয়ে ওঠে গোটা ক্যাম্পাস। পড়ুয়া, অনুষ্ঠান আয়োজক এবং নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বেশ কিছু পুলিশকর্মী হেলমেট ও লাঠি নিয়ে ক্যাম্পাসে পৌঁছন। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে অনুষ্ঠানস্থল থেকে আয়োজকদের বাস বের করে দেওয়া হয়। ঘটনার সূত্রপাত রবিবার দুপুরে। অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত সমিতির তরফে SRFTI-এর অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরে বাইরের একটি সংগঠন কীভাবে অনুষ্ঠান করতে পারে, তা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। সেই প্রতিবাদ থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় বলে দাবি পড়ুয়াদের। পড়ুয়াদের অভিযোগ, প্রতিবাদ করার সময় তাঁদের কয়েকজনকে ‘বাংলাদেশি’ ‘সিপিএম’ এবং ‘নকশাল’ বলে কটাক্ষ করা হয়। এই মন্তব্যকে কেঃদ্র করে প্রথমে তর্কাতর্কি এবং পরে ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে তাঁদের দাবি। যদিও

অনুষ্ঠান আয়োজক সংগঠনের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত সমিতির পালটা বক্তব্য, নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়ে অনুষ্ঠান চলাকালীন কয়েকজন পড়ুয়া সেখানে বাধা দেন। তাঁদের অভিযোগ, অনুষ্ঠানের ব্যানার ও পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয় এবং পরে পরিস্থিতি হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছয় বলে আয়োজকদের দাবি। আয়োজকদের আরও অভিযোগ, ইনস্টিটিউটের নিরাপত্তারক্ষীদের একাংশও উত্তেজিত পড়ুয়াদের পক্ষ নিয়েছিলেন। সংগঠনের তরফে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলে তীব্র মন্তব্য করা হয়। তাঁদের দাবি, এই ধরনের পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের সন্তানদের শিক্ষার পরিবেশ নিয়েও ভাবতে হবে। তবে এই অভিযোগগুলির স্বাধীন সত্যতা তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করা যায়নি। অন্যদিকে, পড়ুয়াদের অভিযোগ, তাঁদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে জোর করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ক্যাম্পাসের গেট বন্ধ করে অবস্থানে বসে পড়েন পড়ুয়াদের একাংশ। তাঁদের দাবি, ক্যাম্পাসের ভিতরে বহিরাগতদের প্রবেশ এবং অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্পষ্ট জবাব চাইছেন তাঁরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এরপর বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী ক্যাম্পাসে পৌঁছন। ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পুলিশের উপস্থিতিতে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজকদের বাস ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে বাস ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত হয়নি বলে অভিযোগ। পড়ুয়াদের একাংশের দাবি, বাস বেরিয়ে যাওয়ার পর গেটের বাইরে থেকে তাঁদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোড়া হয়। নিজেদের সুরক্ষার জন্য কয়েকজন পড়ুয়াকে টিনের শেডের আড়ালে আশ্রয় নিতে দেখা যায় বলে অভিযোগ। এই অভিযোগেরও স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

## শুভেন্দুকে নিশানা হুমায়ুনের, ইন্দিরা-রাজীবের প্রসঙ্গ টেনে বিতর্ক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ** রাজনৈতিক বিরোধিতা ঘিরে ফের বিতর্কের কেন্দ্রে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। এক সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুনকে মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত ‘পৃথিবী থেকে বিদায়’ কামনা করতে শোনা যায়। বক্তব্যে তিনি ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, মাধবরাও সিন্ধিয়া এবং অজিত পাওয়ারের প্রসঙ্গও টানেন। হুমায়ুন কবীরের বক্তব্যের একটি অংশকে ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ‘অহংকারের পতন’ হবে এবং তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন যাতে মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান-পতনের প্রসঙ্গও উঠে আসে। নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় হুমায়ুন অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর শুভেন্দু অধিকারীর আচরণে পরিবর্তন এসেছে এবং তাঁর আমলে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চলছে বলে তিনি দাবি করেন। যদিও এই অভিযোগের পক্ষে তিনি সাংবাদিক বৈঠকে কী নির্দিষ্ট তথ্য বা প্রমাণ তুলে ধরেছেন, তা প্রতিবেদনে স্পষ্ট নয়। শুভেন্দু অধিকারী এবং হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক সংঘাত অবশ্য নতুন নয়। রেজিনগর ও নওদা কেন্দ্রকে ঘিরে তাঁদের মধ্যে একাধিকবার প্রকাশ্য বাকযুদ্ধ হয়েছে। চলতি বছরের জুলাইয়ে রেজিনগরে এক রাজনৈতিক সভায় শুভেন্দু হুমায়ুনের ‘করা মন্তব্যের সমালোচনা করেছিলেন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে সংযত হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন। এদিকে রেজিনগর উপনির্বাচনকে ঘিরেও রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর থেকে জয়ী হওয়ার পর হুমায়ুন কবীর আসনটি ছেড়ে দেন এবং নওদা কেন্দ্র ধরে রাখেন। রেজিনগরে তাঁর দলের প্রার্থী হয়েছেন তাঁর ছেলে গোলাম নবি আজাদ। সাম্প্রতিক সময়ে হুমায়ুন

এরপর ৬-র পাতায়

# অশোক সিংঘলের জন্মশতবর্ষে মন কি বাতে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

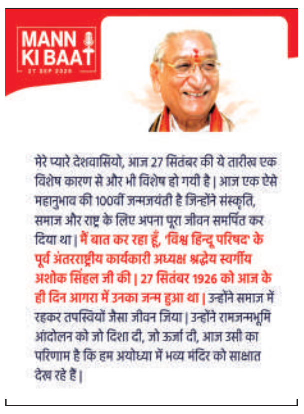


নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিলেন। এটি ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাতের ১৩৮-তম পর্ব।এ দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আজ ২৭ সেপ্টেম্বরের এই তারিখ এক বিশেষ কারণে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আজ এমন একজন মহানুভব ব্যক্তির জন্মশতবর্ষ, যিনি নিজের সমগ্র জীবন সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সমর্পণ করেছিলেন। আমি বলছি বিশ্ব হিংদু পরিষদের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক কার্যকারী অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় অশোক সিংহলজির কথা। ১৯২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, আজকের দিনেই আগ্রায় ওঁর জন্ম হয়েছিল। উনি সংসারে থেকেও তপস্বীদের মতো জীবন কাটিয়েছিলেন। উনি রামজন্মভূমি আন্দোলনকে যে দিশা দেখিয়েছিলেন, যে উদ্দীপনা যুগিয়েছিলেন, তার ফলস্বরূপ আজ আমরা অযোধ্যায় সুরম্য মন্দির চাক্ষুষ করছি। আমি তো অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, তাঁর এই জীবন আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি তাই শুধু নয়, তাঁর সঙ্গে এই মিশনে যুক্ত হওয়ার সুযোগও পেয়েছি। যখন আমি রামমন্দির প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছিলাম, তখন বারবার অশোকজীর কথা মনে পড়া খুব স্বাভাবিক ছিল। বন্ধুরা, অশোকজীর বিষয়ে এমন অনেক কথা আছে, যা সেভাবে চর্চা হয়না। রামমন্দির আন্দোলনের পাশাপাশি উনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও মহ সংগ্রাম করেছিলেন। এক অতীব সমৃদ্ধ পরিবারে তাঁর জন্ম। ওঁর পিতা একজন সিভিল সার্ভিস অফিসার ছিলেন। ওঁর ভাই বোনেদের মধ্যেও অধিকাংশই উঁচু পদে আসীন ছিলেন। উনি নিজেও আইআইটি বিএইচইউ থেকে স্নাতক। কিন্তু এসব সত্ত্বেও উনি সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য নিজের জীবন সমর্পণ করেন। এটাই মহান ব্যক্তিদের অভিজ্ঞান। আজ আমি তাঁর জন্মশতবর্ষে কোটি কোটি গুনমুগ্ধদের তরফ থেকে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছি। আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

# সেবা যাত্রার অভিজ্ঞতা জীবনের পরম মূলধন, বই থেকে নয়, গ্রামে ঘুরে ভারতকে জানুনঃমোদী

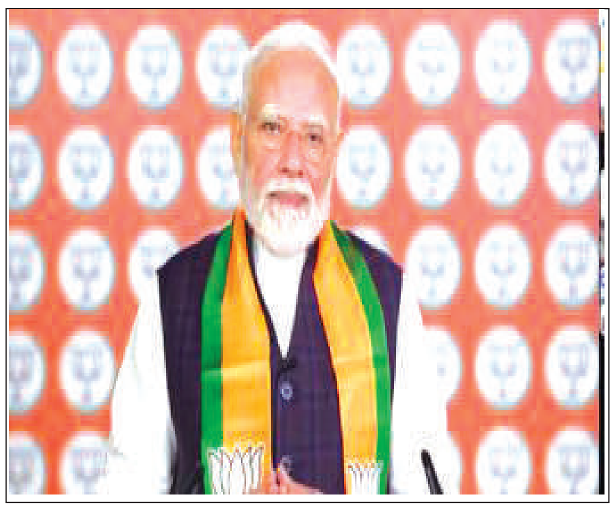

নয়াদিল্লি, ২৭সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ' সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অংশ নেওয়া সেবা যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, যাত্রাকালে বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামগুলিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও সেবামূলক কাজের অভিজ্ঞতা তাঁদের জীবনের এক মূল্যবান সম্পদ বা মূলধন হয়ে উঠবে। তিনি তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভারতের বৈচিত্র্য, গ্রামের সমাজসংস্কৃতি এবং সমাজের সেবা করার মনোভাবকে কেবল বই প।ে পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব নয় এর জন্য গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অবস্থান করা অত্যন্ত জরুরি। প্রধানমন্ত্রী যাত্রীদের এই যাত্রাপথের নানাবিধ অভিজ্ঞতা লিখে রাখতে এবং লিপিবদ্ধ করারও বিশেষ অনুরোধ জানান।' সেবা সংকল্প অভিযান'-এর আওতায় ভাদনগর থেকে বারাণসীগামী দলের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১০-১২ বছরে দেশের গ্রামগুলির পরিকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধায় এক বিশাল বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এর ফলে শহর ও গ্রামের মধ্যবর্তী ব্যবধান অনেকাংশে কমে এসেছে। অনুষ্ঠানে ' ড্রোন দিদি' এবং ' দিদি'-র মতো জনকল্যাণমুখী উদ্যোগগুলির উল্লেখ করে তিনি সেবা যাত্রীদের কাছে জানতে চান- তাঁরা গ্রামে এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছেন কি না এবং গ্রামবাসীরাও এই ইতিবাচক রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করছেন কি না। তিনি বলেন, এই যাত্রা যুবসমাজকে স্বচক্ষে পরিবর্তনগুলি দেখার এবং প্রান্তিক মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।কথোপকথন চলাকালীন সেবা যাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। যাত্রীদের মাথায় পরা গেরুয়া রঙের সাফা (পাগড়ি)-র কথা উল্লেখ করে হালকা রসে রসিকতা করে মোদী বলেন, বাইক চালানোর সময় আপনারা নিশ্চয়ই এই সাফা পরে গাড়ি চালান না? হেলমেট পরেন তো? সাফাকে যেন ভুল করে হেলমেট ভেবে বসবেন না। এর পাশাপাশি যাত্রীদের সর্বদা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে, যেসব এলাকার ওপর দিয়ে তাঁরা যাবেন সেখানকার সাধারণ মানুষের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করার পরামর্শ দেন।পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জয়ন্তীতে তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী জানান, সমাজ জীবনে তাঁর নির্দেশিত সাতটি সূত্র- সেবা ভাব, ভারসাম্য (সন্তুলন), সংযম, সমন্বয়, ইতিবাচকতা, সংবেদনশীলতা এবং সংবাদ (কথোপকথন)- এই সেবা সংকল্প যাত্রার মূল আত্মা। গ্রামে শিশুদের শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা, বৃক্ষরোপণ, প্রবীণ নাগরিকদের সেবা করা, নারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং তরুণদের স্বপ্নকে অনুধাবন করা- এগুলো বাহ্যিকভাবে আলাদা কাজ বলে মনে হলেও, এদের মূল উদ্দেশ্য একই, যা হলো মানবতাকে কেন্দ্রে রেখে সমাজ সেবা করা।মহাত্মা গান্ধীর উদাহরণ টেনে মোদী বলেন, গান্ধীজি স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক সংস্কারে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং কুসংস্কার ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সবসময় মুখর ছিলেন। সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রতিনিয়ত প্রয়াস চালানো উচিত। কেবল নিজের ভোটব্যাংকের কথা চিন্তা করে সবকিছু চলুক- এই মনোভাব রাখা একেবারেই অনুচিত। পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অবদানের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে যুক্ত কর্মীদের যথাযথ সম্মান জানানো উচিত। প্রয়াগরাজে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের পা ধুইয়ে সম্মান জানানোর নিজস্ব স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, তাঁদের নিঃস্বার্থ কাজ ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'একাত্ম মানব দর্শন'-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ব্যক্তির একক বিকাশ সমাজ ও রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। প্রকৃতির ক্ষতিসাধন করে সমাজের অগ্রগতি কাম্য নয় এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের সুফল যেন সমাজের একদম শেষ ব্যক্তিটির কাছেও পৌঁছায়। এই সেবা ভাবই 'অন্ত্যোদয়'-এর মূল ভাবনার দিকে নিয়ে যায়।মোদী বলেন, সাফল্যের পথ ছোট ছোট প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তৈরি হয়এবং সেই ছোট সিদ্ধি থেকেই বৃহৎ লক্ষ্য অর্জিত হয়। সেবা যাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি পুনর্বার বলেন, যাত্রার অভিজ্ঞতা অবশ্যই লিখে রাখা উচিত, যা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কাজে আসবে। বর্তমানে প্রতিটি দলে প্রায় ২০ জন সদস্য থাকলেও, ভাদনগর ও কাশীতে পৌঁছানোর পর উভয় দিকে প্রায় ৫০০ জন করে মানুষ একত্র হবেন। তিনি সবাইকে দুই-তিন ঘণ্টা একসঙ্গে বসে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শ দেন।উল্লেখযোগ্য যে, এই সেবা সংকল্প যাত্রা উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লি এবং গুজরাট- এই ১০টি রাজ্যের ১৯৩টি জেলা, ৭৭৩টি তহশিল এবং ১০,১৫৯টি গ্রামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করছে। যাত্রাকালে বৃক্ষরোপণ, স্বচ্ছতা অভিযান, ফল বিতরণ, চিকিসা সহায়তা, ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন এবং অঙ্গদানের সংকল্প সহ প্রায় ২৫ ধরনের সেবামূলক কাজ করা হচ্ছে। ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

# ট্রাম্পের স্টেট ডিনারে ২৫০ বছরের মার্কিন-চিন সহযোগিতার কথা স্মরণ শি জিনপিংয়ের

ওয়াশিংটন, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আমেরিকায় তাঁর রাষ্ট্রীয় সফরের সময় গত বৃহস্পতিবার গত ২৫০ বছরের মার্কিন ইতিহাসে আমেরিকা ও চিনের মধ্যে আদান-প্রদান ও সহযোগিতার বিভিন্ন পর্বের কথা স্মরণ করেন। ওয়াশিংটন ও নিক্সনের প্রসঙ্গ তুলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের বিরুদ্ধে চিন ও আমেরিকার সেনাবাহিনীর সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন শি। তিনি একে 'রক্ত ও আগুনে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব' বলে অভিহিত করেন।জানা গেছে , হোয়াইট হাউসে আয়োজিত স্টেট ডিনারে চিনা নেতা শি জিনপিং প্রথমেই জর্জ ওয়াশিংটনের চিনা পোর্সেলিন বা চিনামাটির বাসন সংগ্রহের আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের বিরুদ্ধে চিনা ও মার্কিন সেনাদের সহযোগিতার কথা বলেন। তিনি এই সম্পর্ককে ' রক্ত ও আগুনে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব' বলে বর্ণনা করেন।এরপর শি ১৯৭২ সালে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের ঐতিহাসিক চিন সফরের কথা স্মরণ করেন। নিক্সন এবং চিনের প্রথম নেতা মাও সে তুংয়ের করমর্দনের ঘটনা মার্কিন-চিন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সূচনা করেছিল। ভবিষ্যতে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে শি বলেন, যে নদী কখনও বয়ে চলা থামায় না, ইতিহাসও কখনও থেমে থাকে না।তিনি বলেন, আসুন, আমরা সবাই মিলে চিন-আমেরিকা বন্ধুত্বের সুন্দর ফুলগুলির পরিচর্যা করি। আসুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় লিখি। ভাষণের শেষে শি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ' আমেরিকা গ্রেট এগেন' কর্মসূচির সঙ্গে চিনের ' জাতীয় পুনরুত্থান'-এর লক্ষ্য পাশাপাশি এগোতে পারে।তিনি বলেন, চিন ও আমেরিকার দায়িত্বশীল প্রধান দেশ হিসেবে কাজ করা উচিত। নিজেদের জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করা উচিত। সময়ের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা উচিত এবং প্রধান দেশগুলির পারস্পরিক সহাবস্থানের একটি নতুন পথ খুঁজে বের করা উচিত।শি জিনপিং মে মাসে প্রেসিডেন্টট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হওয়া আগের শীর্ষ বৈঠকে ব্যবহৃত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দও ফের ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে তাঁর বার্তা এবং বেজিংয়ের দীর্ঘদিনের উদ্বেগের মধ্যে ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শি ট্রাম্পকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে চিন ও আমেরিকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। তিনি ফের বলেন, সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্বেগের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব।হোয়াইট হাউসে আয়োজিত স্টেট ডিনারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চিনা নেতা শি জিনপিং একে অপরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে শির এটাই প্রথম ওয়াশিংটন সফর। শুক্রবার হোয়াইট হাউসে চা পান এবং ন্যাশনাল আর্কাইভস পরিদর্শনের মাধ্যমে সফর শেষ করবেন শি।এই অনুষ্ঠানে ট্রাম্প আমেরিকা ও চিনের মধ্যে বাণিজ্য এবং পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তি-র প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট শি এবং আমি দুজনেই বুঝি যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করি। কিন্তু আমাদের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রয়েছে।স্টেট ডিনারে মূল টেবিলে ট্রাম্প ও শির সঙ্গে আমেরিকার চারটি বড় প্রযুক্তি সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদেরও দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এনভিডিয়ার জেনসেন হুয়াং, এএমডির সিইও লিসা সু, টেসলার এলন মাস্ক এবং অ্যাপলের প্রাক্তন সিইও টিম কুক। স্টেট ডিনারে ট্রাম্প শি-কে ' বাল্ড ঈগল'-এর একটি মূর্তি উপহার দেন। ট্রাম্প বলেন, বাল্ড ঈগল আমেরিকার জাতীয় প্রতীক এবং এটি আমেরিকার স্বাধীন ও উচ্চ উড়ান নেওয়া মানসিকতার প্রতীক।

# শিক্ষা ব্যবস্থার নীরব শত্রুঃতাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত হচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন,২৭সেপ্টেম্বরঃ পৃথিবীতে জলবায়ু. পরিবর্তন শুধু প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ পাল্টাচ্ছে না, বরং নীরবে, গভীরভাবে প্রভাব ফেলছে আমাদের সমাজের ভিতরেও। এর সরাসরি শিকার হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের প্রজন্ম-স্কুল পড়ুয়া শিশুরা। বিশেষত তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভ এখন এক এমন চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে, যা শিশুদের শেখার পরিবেশ, মানসিক স্থিতি এবং স্বাস্থ্য- তিনটিকেই অস্থির করে তুলছে। অথচ এই বাস্তবতাকে আমরা এখনও প্রশাসনিক পরিকল্পনা বা নীতির কেন্দ্রে আনতে পারিনি।তাপপ্রবাহ মূলত একধরনের চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে অসহনীয় তাপমাত্রা বিরাজ করে। বিগত কয়েক বছর ধরেই দক্ষিণ এশিয়ার মতো ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এ ধরনের পরিস্থিতি বেড়েই চলেছে। একদিকে গ্রীষ্মের তীব্রতা বেড়েছে, অন্যদিকে বর্ষার আগমন হয়েছে অনিয়মিত, যার ফলে মে-জুন মাস জুড়ে বিপজ্জনক গরমে হাঁসফাঁস করছে স্কুলপড়ুয়া শিশুরা। খোলা ক্লাসরুম, বিদ্যুবিহীন ঘর, পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব কিংবা হিউমিডিটির অত্যাচারে স্কুলজীবন হয়ে উঠেছে একপ্রকার দুঃস্বপ্ন।শিশুদের দেহতন্ত্র স্বাভাবিক ভাবেই সংবেদনশীল। তারা দ্রুত পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়, অতিরিক্ত ঘামে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনোযোগে ঘাটতি ঘটে। তাপপ্রবাহের দিনে দেখা যায় অনেক শিশু স্কুলে গেলেও ক্লাসে মন বসাতে পারছে না, ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এমনকি মাথা ঘোরা, বমি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অহরহ ঘটে চলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে, ফলে একদিকে যেমন শিক্ষাগত ফলাফল কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে স্কুলছুটের প্রবণতা।আরও দুঃখজনক বিষয় হলো, এই সমস্যার অভিঘাত সমাজের প্রতিটি স্তরে সমানভাবে পড়ে না। শহরের কিছু বেসরকারি স্কুলে হয়তো এয়ার কন্ডিশনড ক্লাসরুম, ঠান্ডা পানি বা বিশ্রামের সুব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ বা নিম্নআয়ের সরকারি বিদ্যালয় গুলিতে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানকার শিক্ষার্থীরা খোলা টিনের চালের নিচে বসে, গায়ে রোদের তাপ সহ্য করে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক সময় শিক্ষকরা তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ক্লাস নিতে অস্বীকার করেন, বা পড়ুয়ারা নিজেরাই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বার্তায় বারবার উঠে এসেছে, চরম আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা শিশুদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম। ফলে স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত না করতে পারা, মানসিক চাপ এবং ক্লান্তির কারণে তারা শুধু শিক্ষা থেকেই পিছিয়ে পড়ছে না, বরং ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের ' সংকট'- যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব জাতির মানবসম্পদ গঠনে পড়বে। যে দেশ শিক্ষা ও দক্ষতা নির্ভর উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে, তার পক্ষে এই সংকট নিছক অবহেলার বিষয় নয়।তাপপ্রবাহের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে তৈরি হওয়া এই সংকট রোধে নীতিগত হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, স্কুল পরিকাঠামোকে জলবায়ু-সহনশীল করে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। ছায়াযুক্ত ভবন, ভাল বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং হালকা পোষাকের অনুমতি দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নিতে হবে অবিলম্বে। দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মের ছুটির সময়সূচি অঞ্চলভেদে পুনর্বিবেচনা করা জরুরি-যেখানে তাপপ্রবাহ প্রবণতা বেশি, সেখানে মে-জুন মাসের পরিবর্তে ছুটির তারিখ বদলানো যেতে পারে।তৃতীয়ত, স্কুলপড়ুয়া শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহায়তায় জল খাওয়ার গুরুত্ব, সূর্যের আলো থেকে বাঁচার কৌশল এবং হিটস্ট্রোকের লক্ষণ চেনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকেও প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে সতর্কতা জারি করতে হবে-যাতে স্কুলে সময়সীমা পরিবর্তন, সকালবেলায় ক্লাস নেওয়া, কিংবা প্রয়োজনে ক্লাস স্থগিত করার মতো নমনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।বড় শহরগুলোতে, বিশেষত যেখানে ঘনবসতি ও কংক্রিটের জঙ্গল বেশি, সেখানে ' হিট আইল্যান্ড' প্রভাব আরও জটিল সমস্যা তৈরি করছে। স্কুল যদি এমন এলাকায় অবস্থিত হয়, তাহলে এই সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই নগরপরিকল্পনার মধ্যেই শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্কুলের আশেপাশে গাছপালা, খেলার মাঠ বা ছায়াযুক্ত জায়গা রাখা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তাপপ্রবাহ শুধু একটি আবহাওয়া-সংক্রান্ত ইস্যু নয়- এটি এখন একটি সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং ভবিষ্য জীবনে। এটি জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে এক নীরব সঙ্কেত।শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, আর এই শিক্ষার ভিত যদি ক্লান্ত, রোগাক্রান্ত ও অনুসাহী শিশুদের কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সেই মেরুদণ্ড দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আমাদের এখনই এই সংকটকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। তাপপ্রবাহের হাত থেকে পড়ুয়াদের সুরক্ষিত রাখা শুধু এক প্রকার প্রশাসনিক কর্তব্য নয়, এটি এক প্রকার নৈতিক দায়িত্বও-যা আমাদের মানবিকতাকে আজ এবং আগামীতে পরীক্ষার মুখে দাঁড় করাবে।এই তাপপ্রবাহে পুড়ে পুড়ে বড় হওয়া প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আমরা কি কেবলমাত্র তাপমাত্রার পরিসংখ্যান জোগাড় করব? না কি তারা যেন নিজেদের শ্রেণিকক্ষে নিরাপদে ও শান্তভাবে শিখতে পারে, সেই ব্যবস্থাও এখন থেকেই শুরু করব?তবে দেরি করলে তার মাশুল দিতে হবে ভবিষ্যকে। আর ভবিষ্য মানে-এই ছোট্ট, ঘেমে ওঠা, ক্লান্ত কিন্তু জানার আগ্রহে ভরপুর মুখগুলো। যারা আজ স্কুলে বসে তপ্ত বাতাসে পড়ছে ' সোনার বাংলা', তাদের সুরক্ষাই আমাদের জাতীয় অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি।

# পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনে আগামীর রূপরেখা একগুচ্ছ পরিকল্পনার বিষয়ে জানালেন মন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ব-অনুমোদিত পর্যটন প্রকল্প এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরলেন রাজ্যের পর্যটন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ। শুক্রবার কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি।পর্যটন দফতরের আগামীর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ এদিন সাংবাদিকদের জানান, রাজস্ব আদায় থেকে কর্মসংস্থান, রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে.কাজ করবে পর্যটন দফতর। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে রবিবার তাজ হোটেলে আয়োজিত হতে চলেছে বিনিয়োগকারীদের বিশেষ সম্মেলন। সম্মেলনের বিষয় - পর্যটকদের ভ্রমণ পরিকল্পনা এবং গন্তব্য নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব।পয়লা বৈশাখ এবং দুর্গাপূজার পাশাপাশি প্রতিটি জেলার নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশেষত্বকে তুলে ধরতে বিশেষ উসব এবং মেলা আয়োজনের কথাও মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ঘোষণা করেন এদিন। তিনি আরও বলেন, মিরিক

## ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# নিউইয়র্কে একাধিক দেশের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের

নিউইয়র্ক ও নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর শনিবার (স্থানীয় সময়) ৮১-তম রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) অধিবেশন চলাকালীন কানাডা, মেক্সিকো ও ভেনিজুয়েলার বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক করেছেন। জয়শঙ্কর এক্স-এ পোস্ট করে ছবি-সহ এই তথ্য শেয়ার করেন।ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর জানান, তিনি কানাডার বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দের সঙ্গে সাক্ষা করেন এবং তাঁদের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। দুই পক্ষই নিজেদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত। জয়শঙ্কর মেক্সিকোর বিদেশমন্ত্রী রবার্তো ভেলাস্কো আলভারেজের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের বিষয়েও জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে ভেনিজুয়েলার বিদেশমন্ত্রী ফেলিক্স প্লাসেনসিয়া গঞ্জালেসের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ভালো একটি বৈঠক হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে জ্বালানি ক্ষেত্রে সম্পর্ক দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। জয়শঙ্কর বলেন, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অন্যান্য ক্ষেত্রের পাশাপাশি আমাদের জ্বালানি ক্ষেত্রের সম্পর্কও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আমরা বর্তমান আঞ্চলিক নানা বিষয়েও আলোচনা করেছি।উল্লেখ্য, এর আগে জয়শঙ্কর ৮১-তম রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ভারত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে (এআই) গ্লোবাল সাউথের সঙ্গে তাদের অংশীদারিত্বের কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে। মানব ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে এআই এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে। তিনি প্রযুক্তির গণতন্ত্রকরণ এবং সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

# স্বেচ্ছাবসর বিহার পুলিশের ডিজিপি-র, নিযুক্ত হলেন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে

পাটনা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিহারের পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিজিপি) বিনয় কুমার ডিসেম্বরে নির্ধারিত অবসর গ্রহণের আগেই স্বেচ্ছাবসর (ভিআরএস) নিয়েছেন। এর পরপরই তাঁকে রাজ্যের নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে বিহারের স্বরাষ্ট্র দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ১৯৯১ ব্যাচের আইপিএস আধিকারিক বিনয় কুমার সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছুটি নেওয়ার পর ২৫ সেপ্টেম্বর স্বেচ্ছাবসরের আবেদন জানান। সরকার তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, তাঁকে তিন মাসের নোটিশ সংক্রান্ত নিয়মে ছাড় দিয়ে স্বেচ্ছাবসর প্রদান করা হয়েছে। অন্য একটি প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিনয় কুমার দাযিত্ব গ্রহণের তারিখ থেকেই মুখ্য তথ্য কমিশনার (সিআইসি) পদে নিযুক্ত হয়েছেন। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গেই রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার পদে বিনয় কুমারের নিযোগে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়েছে।উল্লেখ্য, মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে বিনয় কুমার এবার বিহারের রাজ্য তথ্য কমিশনের দাযিত্ব সামলাবেন। তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইন সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি এবং কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমে মুখ্য তথ্য কমিশনারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর এখন থেকে তিনি কমিশন পর্যায়ে অমীমাংসিত মামলা ও তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোর নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া তদারকি করবেন।

# ধানখেত থেকে তিনটি হাতির মৃতদেহ উদ্ধার, বিদ্যুস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা

মেদিনীপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিড়াকাটা রেঞ্জের রঞ্জা বিটের অন্তর্গত হাড়তাড়া গ্রামে রবিবার সকালে ধানখেত থেকে তিনটি হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত হাতিগুলির মধ্যে দুটি শাবকও রয়েছে। হাতিগুলির মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে গ্রামবাসীদের আশঙ্কা, বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে তাদের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। ঘটনাস্থলের কাছেই একটি বিদ্যুতের তার ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।রবিবার সকালে প্রথমে গ্রামবাসীরাই ধানখেতে তিনটি হাতিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁরা বিষয়টি বন দফতরকে জানান। খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পিড়াকাটা রেঞ্জের ফরেস্ট অফিসার শুভাশিস চৌধুরী জানান, হাতিগুলির মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে চাষের কাজে পাম্প চালানোর জন্য ধানখেতের উপর দিয়ে বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুস্পৃষ্ট হওয়ার কারণেই ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে বলে অনেকে অনুমান করছেন। গ্রামবাসীরাও একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবে ময়নাতদন্তের পরই হাতিগুলির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।এদিকে, মৃত হাতিগুলিকে দেখতে সকাল থেকেই ধানখেতের কাছে গ্রামবাসীদের ভিড় জমে যায়। তাঁদের কয়েকজন জানান, শনিবার রাত ১১টা নাগাদ তাঁরা হাতিদের ডাক শুনতে পান। তাঁদের অনুমান, সেই সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। বন দফতর তিনটি হাতির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাবে।

# এশিয়ান গেমস ২০২৬ঃব্যাডমিন্টন কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধু ও উন্নতি হেরে গেলেন

নাগোয়া (জাপান), ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসের ব্যাডমিন্টনে ভারতের ব্যক্তিগত পদক জয়ের আশা শেষ হয়ে গেল। কারণ পিভি সিন্ধু ও উন্নতি হুডা দুজনেই কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছেন।এদিকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্রোঞ্জ পদকজয়ী. তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ এবং মিশ্র দ্বৈত জুটি ধ্রুব কপিলা ও তানিশা ক্র্যাস্টোও একই পর্যায়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন।দুইবারের এশিয়ান গেমস পদকজয়ী সিন্ধু এক ঘণ্টা ১৫ মিনিটের লড়াইয়ে চিনের ইউ ফেইয়ের কাছে ২১-১১, ১৮-২১, ১০-২১ গেমে হেরে যান।আর উন্নতি হুডা আকানে হয়ামাগুচির বিপক্ষে ৬৬ মিনিটের এক কষ্টসাধ্য লড়াইয়ে প্রায় আরেকটি পদক জিতেই ফেলেছিলেন। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এই জাপানি খেলোয়াড় শেষ পর্যন্ত নিজের স্থিরতা বজায় রেখে ২১-১৬, ১৪-২১, ২১-১৭ পয়েন্টে ম্যাচটি জিতে নেন।চিনের বিশ্বসেরা জুটি ফেং ইয়ান ঝে ও হুয়াং দংপিংয়ের কাছে লড়াই করে ১৪-২১, ২১-১৮, ১৮-২১ গেমে ধ্রুব-তানিশা জুটি হেরে যান।মালয়েশিয়ার বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ৫

## রাশিফল

**মেষঃ**আজ আপনার জীবনে নতুন উদ্যম ও উৎসাহ আসবে। নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রেখে আপনি নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন। নতুন কোনও প্রকল্প শুরু করার জন্য এটাই সঠিক সময়। শুভদিন

**বৃষঃ** আজকে আপনি উসাহ ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকবেন। আপনার মজা করতে আর নিজের সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের মনোরঞ্জন করারও ইচ্ছে হবে। সংসারে শান্তি

**মিথুনঃ** আপনি সম্ভবত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবেন, সম্ভবত কোনও বেসরকারি উদ্যোগ থেকে। আজকের দিনটি কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই লাভজনক হবে। সাফল্য।

**কর্কটঃ**আজকে আপনি কিসে স্বস্তি পান, তা খুঁজে বার করতে চাইবেন এবং সেভাবেই দিন কাটাতে সময় যাবে। সম্ভবত আপনি আপনার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাবেন। শুভদিন হবে

**সিংহ ঃ** গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

**কন্যাঃ**আজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে

**তুলাঃ**এক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিয়ে. আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

**বৃশ্চিকঃ** তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

**ধনুঃ** জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।

**মকরঃ** আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা কিছু নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে। সংসারে শান্তি হবে।

**কুম্ভঃ** বেশিরভাগ সময়েই আপনি যে পথে চলবেন ঠিক করেন তাতেই চলেন, বিশেষত যখন আপনি লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছেন। আজকে আপনি কাঙ্খিত বস্তু পাওয়ার জন্য নিজের সীমা পার করে যাবেন। ।

**মীনঃ** আজকের দিনটি আপনার জন্য সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতার। আপনি নিজের অনুভূতিগুলি বুঝতে পারবেন এবং অন্যদের অনুভূতির সঙ্গেও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন। বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজ।

## আবহাওয়া

আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের জেরে এই সময়ে মূলত উপকূলের কাছাকাছি জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া তৈরি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উপকূলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়বে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উপকূলবর্তী এলাকায় ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এছাড়া কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যেই গভীর সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদেরও দ্রুত নিরাপদে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।।। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ শতকরা এবং ৫২ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

## জোয়ার-ভাটা

**জোয়ার**-সকাল ০৬টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪০মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ২৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৫মিনিটে হতে পারে।

## জাহাননগর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাস ও স্কুল গাড়ির উদ্বোধন

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচিত করাতে নতুন উদ্যোগ নিল পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জাহাননগর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে উদ্বোধন করা হল স্মার্ট ক্লাস। পাশাপাশি পড়ুয়াদের যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখে চালু করা হল স্কুল গাড়ি। একই অনুষ্ঠানে একাধিক নতুন উদ্যোগের সূচনায় বিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়। বিদ্যালয়ে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী ১ ব্লকের বিডিও অনন্যা বিশ্বাস, স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণকান্ত কীর্তনীয়া, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমরেশ দেবনাথ-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী অমরেশ্বরানন্দও। স্মার্ট ক্লাস চালু হওয়ায় এবার থেকে পড়াশোনায় প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়বে বলে বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ছবি, ভিডিও এবং বিভিন্ন ডিজিটাল উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান করলে পড়ুয়াদের বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে আগ্রহ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রাথমিক স্তর থেকেই প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচিত করানোর ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, অনেক পড়ুয়াকে দূরবর্তী এলাকা থেকে বিদ্যালয়ে আসতে হয়। তাদের যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই স্কুল গাড়ি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে বলে আশা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। একইসঙ্গে একটি বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাস ও স্কুল গাড়ির মতো পরিকাঠামোগত সুবিধা চালু হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেও উৎসাহ তৈরি হয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, আগামী দিনে পড়ুয়াদের পড়াশোনার মানোন্নয়নে পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো আরও উন্নত করার দিকে নজর দেওয়া হবে।

## আই.পি.এল এর আদলে এবার হাসনাবাদে ক্রিকেট লীগ

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ আই.পি.এল এর আদলে এবার টেনিস বল ক্রিকেটের মেগা আসর বসতে চলেছে হাসনাবাদে। হাসনাবাদ রাইস মিলের মাঠে আগামী ডিসেম্বরেই বসবে হাসনাবাদ প্রিমিয়ার লীগ (এইচ.পি.এল) এর জমজমাট আসর। তার আগে আই.পি.এল এর ধাঁচেই ক্রিকেটারদের নিয়ে ফ্রানচাইজি ভিত্তিক নিলাম অনুষ্ঠিত হলো। নথিভুক্ত ক্রিকেটারদের মধ্যদিয়ে, রবিবার হাসনাবাদ নেতাজী সুভাষ মুক্ত মঞ্চে আটটি দলের প্রতিনিধিরা তাদের দল নির্বাচন করলো। এইচ.পি.এল-এর কর্মকর্তা রুপ দে, পিনাকী দাশ-রা বলেন, যুব সমাজকে মোবাইল আসক্তি থেকে সরিয়ে মাঠে ফেরানোই এই লীগের মুল লক্ষ্য। তারা জানান টাকী, হাসনাবাদ বা সন্নিহিত এলাকা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের ক্রিকেটারেরা এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন। প্রাথমিক ভাবে নিলামের মাধ্যমে এক একটি দলে ষোলো জন ক্রিকেটারকে নিশ্চিত করা হচ্ছে, তার মধ্যে স্থানীয় নয় জন, বাকি সাত জন ভিন্ন এলাকার। ক্রিকেটের এই মেগা ইভেন্ট নিয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রিকেটাররাও।

## মাইসোর প্যালেসের আদলে হাসনাবাদে তৈরি হচ্ছে পুজা মন্ডপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাসনাবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ হাসনাবাদ টাকী হাসনাবাদের দুর্গাপুজোয় এবার আকর্ষনের কেন্দ্র বিন্দুতে হাসনাবাদের রাইস মিল মাঠের দুর্গাপুজো। টাকী পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ড দুর্গাপুজো কমিটির পরিচালনায় হাসনাবাদ স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশানের ব্যবস্থাপনায় মাইসোর প্যালেসের আদলে তৈরি হচ্ছে পুজা মন্ডপ। প্রায় একশত চল্লিশ ফুট দীর্ঘ ও প্রায় সত্তর ফুট উচ্চতা সম্পন্ন মাইসোর প্যালেস নির্মানে দিবারাত্র কাজ করে চলেছেন শিল্পীরা। এবছরের এই পুজোর বাজেট আনুমানিক ৮ লক্ষ টাকা। মহালায়ায় দেবী পক্ষের সূচনার আগেই মন্ডপে প্রবেশ করবেন দেবী প্রতিমা। চতুর্থীতে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাধারনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে মাইসোর প্যালেস। রাজ্য সভার সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের হাত ধরেই এবছরের এই পুজোর উদ্বোধন হবে বলেই প্রাথমিক ভাবে জানান পুজো উদ্যোক্তারা। মন্ডপ ও প্রতিমার পাশাপাশি অভিনব আলোক সজ্জা ও পুজোর কয়েকদিন প্রতি সন্ধ্যায় জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে। হাসনাবাদ বনবিবি সেতু ও হাসনাবাদ রেল স্টেশান সংলগ্ন হওয়ায় দুর দুরান্ত থেকেও দর্শনার্থী সমাগম হবে বলেই মনে করছেন উদ্যোক্তারা। ইতিমধ্যে দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা ভেবে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও আয়োজন শুরু করেছেন উদ্যোক্তারা। এই পুজোর উদ্যোক্তারা জানান এবছর এই পুজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, টাকী পৌরসভার বিরোধী দলনেত্রী ১৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উমা মন্ডল, তার সঙ্গে এলাকার স্থানীয় মহিলা থেকে শুরু করে আট থেকে আশি সকলেই এই পুজো কে সুন্দরতম করে তুলতে দিন রাত কেউ মেধা দিয়ে কেউ শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করছেন।সব মিলিয়ে এবছর দুর্গাপুজোয় হাসনাবাদের এই পুজো যে দর্শনার্থদের নজর কাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

## সেই মহিমায় সংঘশ্রীর পুজো বর্তমানে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ঐতিহ্য ও সাবেকিয়ানার মেলবন্ধনে স্থাপিত পুরোনো দক্ষিণ কলকাতার দুর্গোৎসবের জনপ্রিয়তার প্রাণকেন্দ্র, কালীঘাটের 'সঙ্ঘশ্রী' ক্লাবের দুর্গাপুজো এবার ৮১ তম বর্ষে পদার্পণ করলো। আমরা তারই অনুরণন সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছি এখানে (এই প্রেস ক্লাবে), আপনাদের সকলের ঐকান্তিক উপস্থিতি আরো সমৃদ্ধ করেছে সঙ্ঘশ্রীর অস্মিতা। চিরাচরিত প্রথা এবং প্রজন্মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সঙ্ঘশ্রী এবারের ভাবনায় ছড়িয়ে রয়েছে আপামর বাঙালির ট্র্যাডিশনের সাথে বিচ্ছিন্নতার বাতাবরণ। সঙ্ঘশ্রীর এবারের ভাবনা ঃ উদযাপন ঃ আনন্দে অর্ঘ্য, ঐতিহ্যে পুজো। 'উদযাপন' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ধাতু 'যপ' থেকে, যার অর্থ পূজা, আরাধনা বা অনুষ্ঠান সম্পাদন। 'উদ' উপসর্গ যুক্ত হয়ে এর অর্থ দাঁড়ায়—গৌরবের সঙ্গে, সামাজিকভাবে বা ধর্মীয়ভাবে কোনো অনুষ্ঠানকে পালন করা। তাই 'উদযাপন' মানে শুধু পালন নয়, বরং সম্মান, আনন্দ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে উৎসব সম্পাদনা। বাঙালির চিরন্তন ঐতিহ্য, ভক্তি, আনন্দ ও সামাজিক মিলনের প্রতীক; 'উদযাপন' তারই প্রেক্ষাপটে, ভক্তি ও আনন্দের অর্ঘ্য নিবেদন, ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং আন্তরিকতার আত্মীকরণ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তারাসুন্দর বোস, অনিল মালাওয়াত, শিল্পী মহুয়া ওঝা, নিবেদিতা বোস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

# বিকাশ ভবনে GRS– VLE ও STP কর্মীদের গণডেপুটেশন, দাবি স্থায়ীকরণের

দুরন্তবার্তা, সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ দীর্ঘ প্রায় দুই দশক ধরে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে চুক্তিভিত্তিকভাবে কাজ করা GRS, VLE ও STP কর্মীদের স্থায়ীকরণের দাবিতে বিকাশ ভবনে গণডেপুটেশন দিল রাজ্যের পঞ্চায়েতের GRS, VLE ও STP কর্মীসাথী যৌথমঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কমিশনারের কাছে তাঁদের এই ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে কর্মীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, MGNREGA-এর সময়কাল থেকে বর্তমান VB-G RAM G ব্যবস্থায় তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে দায়িত্ব পালন করছেন। সরকারি প্রকল্পের আওতায় তাদের পদগুলি অনুমোদিত এবং প্রায় দুই দশকের কর্মঅভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এখনও তাদের কর্মসংস্থান চুক্তিভিত্তিক ও অনিশ্চিত। কর্মীদের দাবি, তাঁদের কাজ শুধুমাত্র VB-G RAM G বা MGNREGA-তে সীমাবদ্ধ নয়। অন্নপূর্ণা যোজনা, লদীর ভাণ্ডার, আয়ুষ্মান ভারত, স্বাস্থ্যসাথী, বাংলা আবাস যোজনা, PMAY(G), দুয়ারে সরকার, কর্মশ্রী, বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, অর্থ কমিশনের কাজ, GPMS, e-Gram Swaraj, জনগণনা, নির্বাচন, টেন্ডার সংক্রান্ত কাজ, APAS, PM Vishwakarma, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার মাঠপর্যায়ের কাজে তারা যুক্ত থাকেন। ডেপুটেশনে আরও অভিযোগ করা হয়, দীর্ঘ কর্মঅভিজ্ঞতা ও দায়িত্বের তুলনায় তাদের পারিশ্রমিক অত্যন্ত কম। কর্মীদের একাংশের মাসিক পারিশ্রমিক প্রায় ১০ হাজার, ১২ হাজার বা ১৬ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। পাশাপাশি বিভিন্ন জরিপ, পরিদর্শন, যাচাই, জিও-ট্যাগিং ও প্রকল্পের নজরদারির কাজে নিজেদের যানবাহন ব্যবহার করে যাতায়াতের খরচ বহন করতে হলেও পর্যাপ্ত যাতায়াত ভাতা বা TA/DA-এর সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নেই বলেও দাবি করা হয়েছে। কর্মীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের কর্মপরিষেবা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের নিয়মিতকরণ করা হলে নতুন করে বিপুল সংখ্যক কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন কমবে, প্রশাসনিক কাজে ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং প্রশিক্ষণ ও নতুন কর্মীদের দক্ষ করে তুলতে অতিরিক্ত সময় ও সম্পদের প্রয়োজনও কমবে। ডেপুটেশনে মূল দাবি হিসেবে আগামী পঞ্চায়েত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত যোগ্য GRS, VLE ও STP কর্মীদের স্থায়ীকরণ বা নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। কর্মীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ অক্টোবরের মধ্যে স্থায়ীকরণ নিয়ে কোনও সদর্থক সিদ্ধান্ত বা সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা না পাওয়া গেলে পরবর্তী গণতান্ত্রিক কর্মসূচি হিসেবে 'Pen Down' কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়টি তারা বিবেচনা করবেন। তবে তারা আশাবাদী, সংশ্লিষ্ট দপ্তর তাদের দীর্ঘদিনের কর্মপরিষেবা ও সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ করবে। তাদের বক্তব্য, 'আমাদের দাবি একটাই;স্থায়ীকরণ। আগামী পঞ্চায়েত নিয়োগের আগেই আমাদের স্থায়ীকরণ সম্পন্ন করতে হবে।'

# কামারডাঙার দুর্গাপুজোয় বসতে দেওয়া হবে না বামেদের বুক স্টল, ব্যানারে লেখা হল 'বাম বধ'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কলকাতা 'শারদোৎসব' না লিখলে সিপিএম-কে কোনও স্টল করতে দেওয়া হবে না। নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই পথেই একপ্রকার হাঁটল 'কামারডাঙা দুর্গোৎসব কমিটি'। এবার পুজোয় 'বামবধের' ডাক। এই সমিতি বুকস্টল করতে দেবে না বামেদের। ব্যানারও ছাপা হয়েছে এই মর্মে। এবার কামারডাঙা দুর্গোৎস্ত্র সব সমিতির থিম-'সনাতন হিন্দু রাষ্ট্র'। ১০৭ বছর পড়বে তাদের পুজোয়। তোড়জোড় চলছে। পাশাপাশি বামেদের বুকস্টলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একটি ব্যানারও ছাপা হয়েছে। যেখানে বামবধের ডাক দিয়েছে তারা। সংশ্লিষ্ট ব্যানারে লেখা রয়েছে- CPIM/ DYFI/SUCI সহ সকল বামপন্থী সংগঠন দ্বারা নির্মিত স্টল বসতে দেওয়া হবে না।' পুজো উদ্যোক্তা সুরজ কুমার সিং বলেন, 'বামপন্থীদের কোনও স্টল পুজোতে লাগাতে দেব না। ওরা ধর্ম বিশ্বাস রাখে না। আর আমরা ওদের উপর বিশ্বাস রাখি না, মানুষও ওদের উপর কোনও বিশ্বাস রাখে না। যেখানে ধর্ম সেখানে বামপন্থীরা থাকতে পারে না। আমরা তো ধর্মীয় অনুষ্ঠান করছি। দুর্গাপুজো ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রীও বলে দিয়েছেন, এটা শারোদৎসব নয় দুর্গাপুজো। তাই আমাদের পুজোতে হিন্দুদের আহ্বান জানাচ্ছি।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী পুরো বিষয়টি শুনে প্রথমেই বলেন, 'আমি কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। কেউ একটা প্রচার পাওয়ার জন্য এই ধরনের কথা বলছেন। ওখানে দুর্গোৎসব কমিটি কী হয়, কে করে কেউ জানে কি না জানি না। তবে আমি অন্তত জানি না। ওখানে পুজোয় স্টল হয় কি না আমি সেইটাও জানি না। শুধুমাত্র প্রচারের জন্য এই সব করছে। যাতে সরকারের কাছ থেকে বেশি টাকা পাওয়া যায়।'

# বর্ষায় ট্রেন চলাচলে বাড়তি সুরক্ষা, শিয়ালদহ ইয়ার্ডে চালু 'ডুয়াল ডিটেকশন' ব্যবস্থা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ বর্ষাকালে রেললাইনে জল জমে সিগন্যাল ব্যবস্থায় সমস্যা এবং ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন রুখতে শিয়ালদহ ইয়ার্ডে চালু হল উন্নত 'ডুয়াল ডিটেকশন' সুরক্ষা ব্যবস্থা। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের সিগন্যাল ও টেলি কমিউনিকেশন (S&T) বিভাগ ২৫ সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ ইয়ার্ডের দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ SDAH/EI-South অংশে এই ব্যবস্থা চালু করেছে। পূর্ব রেলের দাবি, এর ফলে প্রবল বৃষ্টির সময় জল জমলেও ট্রেনের উপস্থিতি নির্ভরযোগ্যভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং সিগন্যাল ব্যবস্থায় বিভ্রাটের সম্ভাবনা কমবে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনায় এই আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। শিয়ালদহ ইয়ার্ডের জল জমার প্রবণ ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাক সার্কিটে বিদ্যমান 'ডিসি ট্র্যাক সার্কিট'-এর পাশাপাশি বসানো হয়েছে এক্সেল কাউন্টার ভিত্তিক 'মাল্টি সেকশন ডিজিটাল এক্সেল কাউন্টার' বা MSDAC। একই ট্র্যাকে ট্রেনের উপস্থিতি শনাক্ত করতে এবার দু'টি স্বাধীন প্রযুক্তি কাজ করবে। ফলে ভারী বৃষ্টির কারণে ট্র্যাক সার্কিটে সমস্যা দেখা দিলেও বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে MSDAC ট্রেনের চাকার অক্ষ গণনা করে ট্রেনের অবস্থান শনাক্ত করতে পারবে। শিয়ালদহ ডিভিশনের DRM রাজীব সাক্সেনা জানান, ট্র্যাক সার্কিট সিগন্যাল ও পয়েন্ট নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ভারী বৃষ্টি বা জল জমলে প্রচলিত বৈদ্যুতিক ট্র্যাক সার্কিটে বিভ্রাটের সম্ভাবনা থাকে। সেই সমস্যা মোকাবিলাতেই সমান্তরালভাবে MSDAC বসানো হয়েছে। পূর্ব রেলের দাবি, এই 'ডুয়াল ডিটেকশন' ব্যবস্থায় ট্রেন শনাক্তকরণের নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে এবং বর্ষাকালে সিগন্যালজনিত কারণে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকার সময় কমানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপের প্রয়োজনও কমবে। এর ফলে শিয়ালদহের ব্যস্ত ইয়ার্ডে শহরতলি ও দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ ও নির্ভরযোগ্য হবে বলে রেলের আশা। পূর্ব রেলের CPRO শিবরাম মাঝি বলেন, যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্ষার মতো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পরিষেবা আরও নিরাপদ, সুবিধাজনক ও ঝামেলাহীন করতে এই নতুন ব্যবস্থা।

# ধানখেতে তিন হাতির দেহ, বেআইনি বিদ্যুতের তারে মৃত্যুর অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, মেদিনীপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ফসল রক্ষার জন্য জমি ঘিরে টাঙানো হয়েছিল বিদ্যুতের তার। সেই তারের সংস্পর্শে এসে একই সঙ্গে তিনটি হাতির মৃত্যু! রবিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির রঞ্জার আড়তলা এলাকায় ধানখেত থেকে তিনটি হাতির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এমনই ছবি সামনে এসেছে। বন দফতরের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বেআইনি ভাবে টাঙানো বিদ্যুতের তারের স্পর্শেই হাতিগুলির মৃত্যু হয়েছে। মৃত তিন হাতির মধ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক এবং দু'টি কমবয়সি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মেদিনীপুরের ডিএফও এস জনস জাস্টিন বলেন, 'বিদ্যুতের তারের স্পর্শে ওই তিনটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বেআইনি ভাবে ওই বিদ্যুতের তার টাঙানো হয়েছিল।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক দিন ধরেই রঞ্জার আড়তলা এলাকায় হাতির দল ঘোরাফেরা করছিল। রবিবার সকালে ধানখেতে তিনটি হাতির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বন দফতরের দল। হাতিগুলির শুঁড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে বলে বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। ডিএফও বলেন, 'তিনটি হাতির মধ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি রয়েছে। ময়নাতদন্ত করা হবে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।' বিদ্যুতের তার কী ভাবে টাঙানো হয়েছিল এবং এর সঙ্গে কারা যুক্ত, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জঙ্গলমহলে হাতির দল ঢুকে ধান-সহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি করে। সেই ক্ষতি ঠেকাতে চাষিদের একাংশ জমির চারপাশে বিদ্যুতের তার দিয়ে বেড়া দেন বলে অভিযোগ। বন্যপ্রাণী আটকাতে এ ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার বেআইনি। তা সত্ত্বেও ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে এমন ঘটনা বার বার সামনে এসেছে। চলতি বছরের মে মাসে ঝাড়গ্রামের গড় শালবনিতে একটি ফলের বাগানে পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল হাতির মৃত্যু হয়েছিল। ময়নাতদন্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর কথা জানা যায়। বাগান রক্ষায় বেআইনি ভাবে বিদ্যুতের তার বিছিয়ে রাখার অভিযোগে হোমস্টের মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ঝাড়গ্রামের জোয়ালভাঙায় বরবটির জমি থেকে একটি স্ত্রী হাতির দেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর কথা উঠে আসে। জমিতে বিদ্যুতের তার দিয়ে বেড়া দেওয়ার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২০২১ সালের অক্টোবরে ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রামের আম্বিশোলে জমিতে দেওয়া বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে মৃত্যু হয়েছিল সন্তোষ ভক্তের। হাতির হাত থেকে ফসল বাঁচাতেই ওই বেড়া দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির নোনাসোলেও ২০২০ সালে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। জমিতে বেআইনি ভাবে বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে তারের বেড়া দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই তারে একটি গরুর মৃত্যু হয়। গরুটিকে সরাতে গিয়ে তার মালিকও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। রবিবারের ঘটনায় একসঙ্গে তিন হাতির মৃত্যুর পরে ফের প্রশ্ন উঠেছে, ফসল রক্ষার নামে বেআইনি ভাবে বিদ্যুতের তার টাঙানোর প্রবণতা কবে বন্ধ হবে। বন দফতর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে।

## অপহরণের অভিযোগে একই পরিবারের চার জন-সহ ধৃত পাঁচ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ব্যবসায়িক লেনদেনের পুরনো পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে অপহরণের অভিযোগ উঠল একই পরিবারের চার জনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বাড়ি থেকে তাঁকে জোর করে মারুতি ওমনি গাড়িতে তুলে ঝাড়খণ্ডের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁর পরিবারের কাছে ৪০ হাজার টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করার পাশাপাশি পাঁচ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নয়াগ্রাম থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বালিগেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা গুরুপ্রসাদ মাহাতোর বাড়িতে কয়েক জন এসে পুরনো ব্যবসায়িক পাওনা টাকা দাবি করেন। অভিযোগ, সেখান থেকেই গুরুপ্রসাদকে জোর করে একটি মারুতি ওমনি গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁর মোবাইল ফোন থেকে তাঁর পরিবারের কাছে ফোন করে ৪০ হাজার টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয় বলে অভিযোগ। অনলাইনে ওই টাকা নেওয়া হয়েছিল বলেও পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নামে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। বিভিন্ন এলাকায় নাকা তল্লাশি শুরু করা হয়। তল্লাশির সময় বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার ফেঁকো মোড়ে সন্দেহজনক একটি মারুতি ওমনি আটক করে পুলিশ। গাড়ির ভিতর থেকে অক্ষত অবস্থায় গুরুপ্রসাদকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকেই গাড়ির চালক-সহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতেরা হলেন গীতা সেনাপতি, সুধীর সেনাপতি, শিবশঙ্কর সেনাপতি, সোমনাথ সেনাপতি এবং মনোজ দেহুরি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গীতা ও সুধীর স্বামী-স্ত্রী। তাঁদের দুই ছেলে শিবশঙ্কর ও সোমনাথ। পাঁচ জনের মধ্যে চার জন একই পরিবারের সদস্য। তাঁদের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার বড়শোল থানার বহলিয়া গ্রামের চিত্রেশ্বর এলাকায় বলে পুলিশ জানিয়েছে। গুরুপ্রসাদ বিভিন্ন ধরনের গাড়ির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ব্যবসায়িক পাওনাগণ্ডার বিষয়টি এই ঘটনার পিছনে কতটা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা-ও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। রবিবার ধৃত পাঁচ জনকে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

## অনুদান নিলে জোর করে চাঁদা নয়? পুলিশের ফোন নম্বর ঘিরে প্রশ্ন পুজো কমিটিতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ সরকারি অনুদান না নেওয়ার জন্য সচ্ছল পুজো কমিটিগুলিকে প্রশাসনের তরফে অনুরোধ করা হয়েছিল। তার পরেই পুজোর নামে জোর করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ জানাতে একটি ফোন নম্বর চালু করল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। পুলিশের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, জোর করে চাঁদা তোলার অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুজোর মুখে পুলিশের এই পদক্ষেপ ঘিরে অবশ্য প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন পুজো কমিটির মধ্যে। জেলা পুলিশের তরফে প্রচার করা হয়েছে, জোর করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ জানাতে ৯১৪৭৮ ৮৮৭৩৬ নম্বরে ফোন করা যাবে। পুলিশের এই উদ্যোগের পরেই কয়েকটি পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের একাংশের বক্তব্য, চাঁদার নামে জোরজুলুম তাঁরা নিজেরাও সমর্থন করেন না। তবে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে যাতে পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের হয়রানির মুখে পড়তে না হয়, সেই প্রশ্নও উঠছে। ঝাড়গ্রাম গ্রামীণের একটি পুজো কমিটির কর্মকর্তা বলেন, 'আমাদের তো মনে হচ্ছে, পুলিশের কথা না শোনার জন্য উল্টে চাপ দেওয়ার জন্যই এসব করা হচ্ছে। ছোট পুজো, তাই সরকারি অনুদানটা খুব জরুরি। তবে আমরা চাঁদার জন্য কাউকে জবরদস্তি করি না।' ঝাড়গ্রাম শহরের একটি পুজো কমিটির সম্পাদকের কথায়, 'এখন তো কেউ মিথ্যা অভিযোগ করলেও পুলিশ হয়রান করবে। সরকারি অনুদান নিলে চাঁদা তোলা যাবে না, এমন কোনও নিয়ম তো কোথাও ছিল না।' জেলায় এ বার মোট ২৭০টি দুর্গাপুজো হচ্ছে। তার মধ্যে ২৬৯টি পুজো কমিটি সরকারি অনুদানের জন্য আবেদন করেছে। মাত্র একটি কমিটি অনুদানের জন্য আবেদন করেনি। শুক্রবার পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে প্রশাসনের বৈঠকে সচ্ছল পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান না নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর তরফেও সচ্ছল পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি অনুদান না নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, 'জোর করে চাঁদা তোলা যাবে না। এ নিয়ে সরকারি নির্দেশ রয়েছে। আমরা একটি ফোন নম্বর চালু করেছি। জোর করে চাঁদা তোলার বিষয়ে কারও অভিযোগ থাকলে ওই নম্বরে ফোন করতে পারেন। অভিযোগ পেলেই আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেব।' পুলিশ সুপার জানান, পুজো যাতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য পুলিশ বেশ কিছু পদক্ষেপ করছে।

## গুণীজনদের 'কলকাতা রত্ন" সম্মান প্রদান গীতাঞ্জলি সংস্থার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা শহরকে গৌরবান্বিত করেছেন যাঁরা তাঁদেরকে একই মঞ্চে 'কলকাতা রত্ন' সম্মানে সম্মানিত করলেন হাওড়ার সমাজ সেবী সংস্থা গীতাঞ্জলি। বাইপাস সংলগ্ন স্প্রিং ক্লাবে আয়োজিত কলকাতা রত্ন সম্মান' প্রদান অনুষ্ঠানে সম্মানিত হলেন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ, অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী, অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার, সংগীত শিল্পী রুপঙ্কর বাগচী, সুরকার দেবজ্যোতি বোস, বিশিষ্ট চিকিৎসক অমিতাভ চন্দ, ফুটবলার ভাস্কর গাঙ্গুলী, ক্রিকেটার উৎপ্ল পল চ্যাটার্জী, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব, সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত, চারুকলা শিল্পী সুবিমল দাস।উদ্যোক্তা সুব্রত সিনহা জানালেন এছাড়াও উদ্যোগপতি সৌম্য সেন,হিলিং ইনফ্লুয়েন্সর অভিজিৎ ভান্ডারী, শিক্ষা বিদ রেশমী রোজারিও জ্যোতিষবিদ অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য কে এই সম্মান দিতে পেরে আমরা গর্বিত। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় সঙ্গীত শিল্পী ঝুমকি সেন ও অনেশ্বা ব্যানার্জির সুরেলা কণ্ঠে সঙ্গীত সম্মান মঞ্চে আলোকিত হয়। সম্মান প্রাপকদের 'কলকাতা রত্ন' ট্রফি তুলে দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ এবং শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, সমাজসেবী অশোক বণিক সহ বিশিষ্টজনেরা।

## অগ্নি ও নিরাপত্তা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা জ্ঞাপন

দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী, ব্যান্ডেল, হুগলি, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার এন্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা আয়োজিত সফল ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী নিযুক্তিকরণকৃতিত্ব সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানটি উদযাপন হল জি টি রোড এ ই এস আই হাসপাতালের বিপরীতে সুভাষ নগর ব্যান্ডেল এর ইনস্টিটিউট কক্ষে। এই অনুষ্ঠান সকাল ১০ টা থেকে শুরু হয় , দুপুরে পানীয় জল ও ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। প্রারম্ভিক পর্বে সম্মানীয় অতিথিগণ কে উত্তরীয় পরিয়ে পুষ্প স্তবকের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। এরপর তারা বক্তব্য রাখেন এই ইনস্টিটিউট এর সফলতার উদ্দেশ্যে এবং আগামী প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে। মুখ্য উদ্দেশ্য হল আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতে রক্ষা করা। এই ইনস্টিটিউট এর সফল ছাত্রত্তছাত্রীদের সম্মান করার জন্য সংগঠিত যারা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে স্থানচ্যুতি আছে তাদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলো এই অনুষ্ঠানে এবং তুলে ধরে ছাত্রত্তছাত্রীদের সফলতার পিছনে হুগলি ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার এন্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট বিশেষ প্রদর্শকের কথা। এখানে যারা প্রশিক্ষণ নিত তারা সকলে সরকারি চাকরি পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে , তাদের কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের সকল কে পুষ্পস্তবক, মেমেন্টো, উত্তরীয় পরিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। উপযুক্ত গাইডেন্সের সমর্থন, নির্দেশিকা, এবং উৎসাহ প্রেরন করা হয়েছে যা তাদের সাফল্যের ভিত্তি। সকলের উপস্থিতিতে কর্ম সফলতার আসন পাওয়ার জন্য যোগ্য পথপ্রদর্শক ইনস্টিটিউট হিসাবে ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার এন্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং আজ গর্বিত এবং মাইলফলক অনুষ্ঠান উদযাপন এ সফলতার নাম স্বাক্ষর করে। হুগলি ইনস্টিটিউট অফ দা ফায়ার ও নিরাপত্তা প্রকৌশল বিপরীত ইএসআই হাসপাতাল ব্যান্ডেল হুগলিএর অভিনন্দন বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সফলভাবে সম্মান জ্ঞাপন ও অর্জিত সাফল্যস্থাপন করা ছাত্র ছাত্রীগণ এবং উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউশনের প্রধান রাজকুমার চৌধুরী মহাশয় ও অতিথি বর্গ যথাক্রমে আমোদ সিং সেফটি হেড অফিসার জুপিটার ওয়াগান লিমিটেড, উপস্থিত হুগলি ফায়ার স্টেশনের বড়বাবু এবং মেজো বাবু যারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে সফলতার দিক তুলে ধরে উ এছাড়া পরিবেশিত গল্প ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান এর মধ্য দিয়ে সাফল্য মন্ডিত ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই গর্বিত অনুষ্ঠান উদযাপন করার জন্য উন্মুখ ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের পরিবারবর্গ কে ও উপস্থিত সকলকে হুগলি ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার এন্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট উষ্ণ শুভেচ্ছা জানায়।

## জেল থেকে বেরিয়ে হয়েছিলেন পুলিশকর্মী, সেই মোহন্তর হাত ধরেই কনস্টেবল হলেন ২১ জন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ নিজের জীবনে অভাব ছিল। ছিল না নামী কোচিং সেন্টারের মোটা ফি দেওয়ার সামর্থ্য। তার উপর ২০১৬ সালে বিনা অপরাধে জেলও খাটতে হয়েছিল। সেই জায়গা থেকে লড়াই করে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদে চাকরি পেয়েছিলেন তিনি। আর চাকরি পাওয়ার পর নিজের সেই লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাকেই হাতিয়ার করে পাড়ার বেকার ছেলেমেয়েদের পাশে দাঁড়ালেন। থানার ডিউটি সামলে অবসর সময়ে বিনামূল্যে পড়ালেন পুলিশ হওয়ার পাঠ। ফল মিলল হাতেনাতে। তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া ২৩ জনের মধ্যে ২১ জনই এবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল পদে চাকরি পেলেন। তিনি কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার কনস্টেবল মোহন্ত হালদার। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য নিজের উদ্যোগে ওই ২৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেন তিনি। লিখিত পরীক্ষা থেকে শুরু করে নিয়োগের পরবর্তী ধাপ;প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রার্থীদের পাশে ছিলেন মোহন্ত। বিনিময়ে নেননি কোনও টাকা। কখনও সোনারপুর তেমাথায় নিজের বাড়িতে, কখনও কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার অফিসঘরে চলেছে পড়াশোনা। শুধু পড়াশোনা নয়, কী ভাবে পরীক্ষায় সময় ভাগ করে উত্তর দিতে হবে, কী ভাবে মক টেস্ট দিতে হবে, কোথায় ভুল হচ্ছে; নজর ছিল সবেতেই। ১৫ নম্বরের মক টেস্টের প্রস্তুতিও করানো হয়। পাশে দাঁড়ান থানার বড়বাবু এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরাও। কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার ওসি দীপঙ্কর বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে থানাতেই আয়োজন করা হয় মক টেস্টের। মোহন্তের এই মহানুভবতায় খুশি সকলে।

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে আজ তাজ বেঙ্গল হোটেলে বিদেশি ডেলিগেটসদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা হয় এবং পরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন পর্যটন মন্ত্রী ডক্টর শংকর ঘোষ অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। ছবি সুবল সাহা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৯৮ সংখ্যা, সোমবার , ১০ আশ্বিন, ১৪৩৩

## পটলডাঙ্গার বনেদি পুজো

কলকাতার বৈচিত্রময় থীমের পুজোর ভীড়ে কলকাতার বনেদী বাড়ীর পুজোগুলো তাদের ঐতিহ্য, আভিজাত্য, সাবেকিয়ানার ধারা আজও অব্যাহত রেখেছে, তাদের আপন স্বকীয়তাকে বজায় রেখে। সেজন্য পুজোর সময় থীমের প্যান্ডেলের পাশাপাশি বনেদী বাড়ীর পুজো দেখতেও বহু মানুষ ভীড় করেন। তবে বনেদী বাড়ীর ঠাকুর দেখার জন্য বারংবার দড়ির বাঁধনের মুখে পড়তে হয়না, ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় না, বেশী সময় নষ্ট করতে হয় না, ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কির মুখেও পড়তে হয় না। নির্বিঘ্নে, নিরাপদে, শান্তিতে ও স্বস্তিতে বনেদী বাড়ীর পুজো দেখা যায়। লোকেশন যদি ঠিকঠাক জানা থাকে, আর প্লানিং যদি ঠিক থাকে তাহলে খুব অল্প সময়ে অনেকগুলো বনেদী বাড়ী কভার করা যায়। শুধুমাত্র কলেজ স্কোয়ারের পেছন দিকে গেলেই একসাথে পাঁচটা বনেদী বাড়ীর ঠাকুর দেখা সম্ভব। প্রতিটি পুজোই খুব প্রাচীন, ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং ইতিহাসমুখর। বসু মল্লিক বাড়ীর পুজো হয় দুটি, কাছাকাছি বাড়ীতে। যেটা পটলডাঙার বসু মল্লিক বাড়ীর পুজো নামে পরিচিত। সেই গলি দিয়ে বেড়িয়েই উল্টোদিকেই ঘোষাল বাড়ীর পুজো। এই বাড়ীর কাছেই পটুয়াটোলা লেনে সামান্য দূরত্বে দুটো বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীর পুজো। এর আগে দুটো বসু মল্লিক বাড়ীর পুজোর কথা বলেছি, আজ বলবো পটুয়াটোলা লেনে দুটি বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীর পুজোর কথা। পটুয়াটোলা লেনের ভেতর দিকে সামান্য দূরত্বে রয়েছে দুটি বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ী। একটি প্রাচীন, আরেকটি ততটা প্রাচীন নয়। এই বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীর পূর্বপুরুষ রামহরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার হলো রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাদের আদি বাড়ী ছিলো চব্বিশ পরগণার নবগ্রামে। সেখান থেকে কলকাতায় চলে এসে আজকের ৫৪ নং পটুয়াটোলা লেনে বসত বাড়ী নির্মান করে খড়ের চালার গ্রামীণ স্টাইলের চণ্ডীমণ্ডপ তৈরী করেন। সালটা ছিল ১৭৮৫ সাল। ব্রিটিশরা পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করে সারা বাংলায় জাঁকিয়ে বসেছে। রামহরি বন্দ্যোপাধ্যায় এই খড়ের মণ্ডপে পুজো শুরু করেন ১৭৯১ সালে। পরে এই পুজো স্থানান্তরিত হয় ৯ নং পটুয়াটোলা লেনের বাড়ীতে। স্থানান্তরিত করেন বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯ নং বাড়ী দুর্গাবাড়ী বলে খ্যাত। বাড়ীর প্রবেশ পথের ওপরেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি মার্বেল ফলকে তার উল্লেখ আছে। এই বাড়ীর ঠাকুর দালান তিন খিলান বিশিষ্ট। পরবর্তীকালে এই বাড়ীর এক পূর্বপুরুষ বেনীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৯ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে ব্রিটিশ সাহেবদের সাথে টক্কর দিয়ে এ্যাটর্নীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেসময় সুপ্রীম কোর্ট ছিল কলকাতায়। তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় এ্যাটর্নী। তিনি সেই সময় রানী রাসমণি, রামদুলাল দে'র মতন প্রখ্যাত জমিদার, ব্যবসায়ীদের আইনি পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি আইন ব্যবসায় প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির অধিকারী হন তার পুত্র বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৮৯০ সালে পুরনো ৯ নং পটুয়াটোলা লেনের বাড়ী ছেড়ে ৮ নং পটুয়াটোলা লেনে নতুন বাড়ী তৈরী করেন। বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন বাড়ীর একতলায় আধুনিক ঠাকুরদালান তৈরী করে দুর্গাপুজো শুরু করেন। এই বাড়ীর প্রতিমা একচালার। দশপ্রহরণধারিনী, মহিষাসুর মর্দিনী, সিংহবাহিনী মা দুর্গা। দুই বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীর প্রতিমা একই রকম। আগে বাড়ীতেই ঠাকুর তৈরী হতো। এখন অবশ্য আর তা হয় না। পুজো শুরু হয় প্রতিপদ থেকে। পুজো হয় কালিকাপুরাণ মতে। সেজন্য আগে এই বাড়ীতে বলির প্রচলন ছিল। কয়েক বছর আগে বলি বন্ধ হয়ে গেছে।

## সাংবাদিকদের সামনে পতৌদি

১৯৬৬র ২৪ নভেম্বর। মুম্বাইয়ের বিপক্ষে ইরাণী ট্রফির ওয়ান অফ ম্যাচ খেলতে অবশিষ্ট ভারতীয় টিম নিয়ে কলকাতায় এসেছেন টিমের অধিনায়ক মনসুর আলি খান পতৌদি। মনসুর আলি খান পতৌদির সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ফারুক ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে একটা চিরকুট লিখিয়ে নিয়ে সেই হোটেলের ২০ নম্বর ঘরের বাইরে এসে ঘাবড়ে গিয়ে কলিং বেল না টিপে দরজায় নক করলেন এক সাংবাদিক। পতৌদি দরজা খুলে দেওয়ার পরে সাংবাদিক ভিতরে ঢুকে চিরকুটটি দিলেন তাঁকে এবং বললেন তিনি এসেছেন সংবাদপত্রের তরফ থেকে। পতৌদি বসতে বলার পরে সাংবাদিক দেখলেন সে ঘরে পতৌদি ছাড়াও একটি চেয়ারে বসা এক ভদ্রমহিলা আছেন, অন্যদিকে ফিরে। পতৌদি বললেন, এনাকে চিনতে পারছ তো? চেয়ারে বসা শর্মিলা ঠাকুর। তিনি বললেন এখন কোন সিনেমা দেখেছ এনার? বাংলা জুড়ে তখন শর্মিলা ঠাকুরের বিরাট ফ্যান। ইরাণী ট্রফি নিয়ে (পতৌদি বলেছিলেন মুম্বাই ভালো টিম কিন্তু জিতবে অবশিষ্ট ভারত), অবশিষ্ট ভারতের দুই বাঙালী খেলোয়াড় সুব্রত গুহ ও অম্বর রায়কে নিয়ে (পতৌদি বলেছিলেন ভারতীয় দলে ঢুকতে গেলে তাদের দু'জনকেই অনেক পরিশ্রম করতে হবে)। পতৌদি ও শর্মিলা ঠাকুরের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে অবহিত ছিলেন না, তাই পতৌদি ও শর্মিলা ঠাকুরের যুগ্ম ছবি তোলার কথা তাদের কেউই ভেবে উঠতে পারেন নি। সেই সময় পতৌদি বললেন তোমরা তো আসল ছবিটাই তুললে না। অতঃপর পতৌদি ও শর্মিলা ঠাকুরের অনেক যুগ্ম ও এক্সক্লুসিভ ছবি উঠল। চলে আসার সময় শর্মিলা ঠাকুর আমাদের দু'জনের ছবিগুলি এখন তোমার কাছে থাকবে, আমরা বললে এগুলো ছাপা হবে আর তখন এই ছবিগুলোর লাখ টাকা দাম হবে। এর ২৫ মাস পরে ১৯৬৮ র ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পতৌদি ও শর্মিলা ঠাকুরের বিয়ে হয়েছিল। পতৌদির পঞ্চদশ মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে জানাই আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

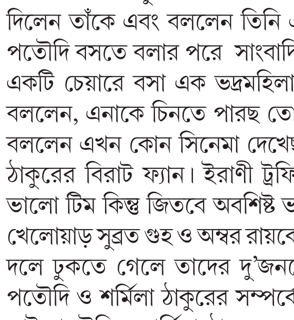

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না।

তার দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়সে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে। মা'ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সবাইকে। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন। মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁর শক্তি যারা গরহণ করেছেন সেই সব ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হতে দেন না। সবার আগে ভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। তারপরে শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তি এবং শক্তি দিয়ে লড়াই করতে হবে।

## ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,ঈশ্বর বলে আমরা যাকে মানি বা পুজো করি তিনি সব ঠিক করে দেন। কাকে দিয়ে কাজ হবে সেটাও সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করে থাকেন। সবাই তো পুজো করে। কিন্তু পুজো করলে সবাই ভালো থাকতে পারে না। কারণ মনের মধ্যে যে নোংরা রয়েছে তাকে দূর করে তবেই পুজোর আসনে বসতে হয়। সেটা যারা করে না তারা হাজার পুজো করলেও তাদের মন কিন্তু নোংরা থেকে যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যা বলতেন তাই শুনে শুনে লিখে রাখতেন শ্রীম। তিনি হচ্ছেন মহেন্দ্রলাল গুপ্ত। তিনি লিখে রাখতে বলেই আজকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়তে পারছি। না হলে কবেই ঠাকুরের কথাগুলো একেবারে মুছে যেত। কেউই তার সন্ধান করতে পারতো না। মানব ধর্মের একটি স্বচ্ছ অবস্থান রয়েছে। এটা যিনি গ্রহণ করতে পারেন তিনি মহান হতে পারেন। তাঁর নাম পরলোকের পরও মানুষ স্মরণে রাখে। আর সেটা যারা করতে পারেন না তারা কিন্তু পরলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভুলে যেতে থাকে। এটাই নিয়ম।

# 'রামায়ন' 'মহাভারত' চর্চায় রাজা রামমোহন

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৭২ সালে ২২ মে রাধানগরে। পরলোকগমন করেন ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ সালে ব্রিস্টলে। রাজা রামমোহন রায়ের পিতার নাম ছিল রামকান্ত রায়। রামকান্তের তিনটি বিবাহ। মধ্যমা পত্নীর সন্তান ছিলেন রামমোহন। পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন বৈষ্ণব এবং মা ছিলেন শাক্ত। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। গৃহ ত্যাগ করে তিনি বেনারস এবং পাটনা ঘুরতে থাকেন। বেনারসে থাকার সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষাকে রপ্ত করেন। পাটনা থেকে আরবি এবং ফারসি ভাষা শেখেন। তিনি বেদান্ত দর্শন পড়তে শুরু করেন। সেখানে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে সতীদাহ প্রথা একেবারে হিন্দু ধর্ম বিরোধী প্রথা। এ ব্যাপারে তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেন। সেই পুস্তিকার নাম হয় 'প্রবর্তক এবং নিবর্তকের সম্বাদ'। সতীদাহ প্রথা নিবারণ করা নিয়ে বাংলা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হল। ইংরেজ শাসকেরা কিন্তু হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হল না। তারা কিন্তু ধর্মীয় সংঘাতকে এড়িয়ে চলতে থাকলো। তাতে রক্ষণশীল হিন্দুরা আরও বেশি করে উৎসাহিত হতে থাকলো। রাজা রামমোহন রায় বুঝতে পারলেন যে ভারতে থেকে এই প্রথা বিরুদ্ধে আন্দোলন করে রোখা একেবারে অসম্ভব। আইন করে এই প্রথাকে রুখতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন রয়েছে ইংরেজ শাসকদের মতামত। ইংরেজ শাসকদের বোঝাতে তিনি ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে সতীহাহ প্রথা একেবারে শাস্ত্র বিরোধী প্রথা। মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করতে শুরু করে দিয়েছে সতীদাহ প্রথা। মানুষের বাঁচার অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই ধরনীতে বাঁচার অধিকার সবার। সবাই বাঁচতে চায়। কিন্তু একটি মহিলাকে যখন জোর করে মেরে ধরে তাঁকে জ্বলন্ত চিতায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে তখন চরম মানবতাবাদের অপমান করা হচ্ছে। মানব সমাজকে রক্ষা করার রাষ্ট্রের কর্তব্য। তিনি দেখিয়েছেন গ্রীস সভ্যতায় মানুষকে রক্ষা করতে রাষ্ট্র এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। সেখানে বাংলা তথা ভারতে প্রকাশ্যে নারীদের দেহ ধরে চিতা শুইয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সতী হতে বাধ্য করা হচ্ছে। এটা একেবারে অমানবিক। এই আইনকে দূর করতে হবে। প্রয়োজন হলে ইংরেজ শাসকদের আইন করে কঠোর হাতে এর মোকাবিলা করতে হবে।

মোঘল সম্রাট তখনও দিল্লির সিংহাসনে বসে রয়েছেন। কিন্তু তিনি দিল্লিতে নবাব হয়ে থাকলে কী হবে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী তো ইংরেজ শাসকেরা। তাদের হাতেই তখন ক্ষমতা এবং আইন। তারা তখন ভারতকে পরিচালিত করছে। শুধু নামকায়স্তে নবাবকে দিল্লিতে বসিয়ে রেখে ইংরেজ শাসকেরা। সেই নবাব রাজা রামমোহন রায়কে বিলাতে পাঠান তিনিই 'রাজা' উপাধি দিয়ে।

রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত বিচার করে দেখতে পেয়েছিলেন যে ঈশ্বরের কোনও আকার নেই। বৈদিক যুগে ঈশ্বর নিরাকার হয়ে উপস্থিত ছিল। তখন বরুণ,সূর্যকে দেবতা হিসাবে পুজা করতো ভারতবাসীরা। তখন যজ্ঞও করতো প্রকৃতির। বলা যেতে পারে বৈদিক যুগটা ছিল প্রকৃতি উপাসনার যুগ। কিন্তু তারপর থেকে শুরু হল এক

শ্রেণির সুবিধাবাদীদের ষডযন্ত্র। তারাই হিন্দু ধর্মে দেবদেবীর প্রবেশ ঘটিয়ে পুজা অর্চনার আয়োজন করতে শুরু করে দিল। মন্ত্র আগেও ছিল কিন্তু সেই মন্ত্র ছিল উপাসনার মন্ত্র। উপাসনার মন্ত্র পরবর্তীকালে দেবদেবী পুজার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। শুরু হল ভারতের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রই গোটা ভারতকে একেবারে কব্জা করে নিল। তারাই বিভিন্ন ধর্মীয় উপদেশ থেকে শুরু করে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে থাকলো। মন্ত্র তখন উপসনার মন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। সেটা তখন দেবদেবীর পুজার মন্ত্রে পরিণত হল। আজও আমরা যদি হিন্দু মন্ত্রের বিচার বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে সেখানে প্রকৃতিকে উৎসর্গ করে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। হিন্দুরা আগে দেবদেবীর পুজো করতো না। এটা ছিল অনার্য সংস্কৃতি। রামায়ণে আমরা দেখতে পেলাম রামচন্দ্র দুর্গা পুজো করছেন। অকাল বোধন হচ্ছে। সীতাকে উদ্ধার করতে তিনি বাধ্য হয়ে দেবীর পুজোর আয়োজন করছেন রামচন্দ্র। সেই সময়ে সীতাকে উদ্ধার করতে বাধ্য হয়ে অনার্যদের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল রামকে। তাই পরবর্তীকালে ভারতের বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে। সীতার পাতাল প্রবেশ হচ্ছে অনার্য সংস্কৃতি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার সীতার অগ্নি পরীক্ষা হচ্ছে আর্যদের সংস্কৃতি। তখন শুদ্ধাচারকে প্রকাশ করতে আর্য সমাজ অগ্নি স্পর্শ করতো। সতীহাহ প্রথাটা একেবারে অনার্য প্রথা বলে বিশ্বাস করেন পণ্ডিত মহল। আর্যরা কোনও সময়ে সতীদাহ প্রথাকে ভারতে নিয়ে আসেনি। তারা কিন্তু এসেছিল মানব সভ্যতার বিকাশের মন্ত্র নিয়ে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সব সময়ে লড়াই না করে

বৈদিক যুগে আর্যরা অনার্যদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে শুরু করে। তার ফলে আর্য এবং অনার্য সংমিশ্রণ ঘটে। রামায়ণ মহাভারতে আমরা দেখলে পাই আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির মিলন।

রামচন্দ্র আর্য সভ্যতার প্রতিনিধি ছিলেন। আর রাবণ ছিলেন অনার্য সভ্যতার প্রতিনিধি। আর্যরা সবে তখন ভারতে এসে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু অনার্যরা আর্যদের বসবাস করতে দিতে একেবারে নারাজ। সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। আর্যদের গায়ের রং ছিল ফর্সা। এবং লম্বা। আর অনার্যরা ছিল কালো। তাদের চেহারা একেবারে ভূতের মতো ছিল। সেই কারণে রামায়ণে আমার দেখতে পাই রাবণকে রাক্ষস তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। অনার্যরা খুবই শক্তিশালী ছিল। তারা রামকে গ্রহণ করতে পারেনি। তবে সেই সময়ে আর্য রমনীদের ওপরে অনার্যদের একটা আকর্ষন ছিল। কারণ আর্য রমনীরা খুবই ফর্সা এবং সুন্দরী ছিল। সীতাকে রূপে মুগ্ধ হয়ে রাবণ তাকে হরণ করেছিলেন। কিন্তু তখন আর্যরা কোনওভাবেই অনার্যদের সঙ্গে আর্য রমনীদের মেশা এবং বিবাহ দেওয়াটা একেবারে পচ্ছন্দ করতো না। তার ফলেই রাম রাবণের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। রামমোহন রায় সেই রামায়ণের কাহিনীর বিচার বিশ্লেষণ করে ছিলেন। তিনি দেখিয়ে ছিলেন যে সতীদাহ প্রথা একেবারে ধর্মীয় বহির্ভূত প্রথা। এই প্রথা কোনও সময়ে ভারতে ছিল না। রামায়ণের দশরথ যখন মারা গেলেন তখন কিন্তু তাঁর স্ত্রীরা সতী হননি। দশরথের স্ত্রীরা ছিলেন আর্য। আর অনার্যরা স্ত্রীরা তাদের স্বামী মারা গেলে অন্য কাউতে বিবাহ করতে পারতো। তবে জোর করে কোনও মহিলাকে বিবাহ কেউই করতো পারতো না। মহিলার সম্মতি নিয়ে বিবাহ করতে পারতো। সয়ম্ভর সভার আয়োজন দেখা গিয়েছে। সেখানে মহিলারা তাদের পচ্ছন্দের পুরুষের গলায় মাল্য দান করে তাঁকে পতী হিসাবে গ্রহণ করতো। মহাভারতে দেখতে পেয়েছিলাম ভীষ্ম রাজত্বকে সুরক্ষিত রাখতে গান্ধারিকে সয়ম্ভর সভা অর্থাৎ রাজ বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে তুলে নিয়ে এসে বিবাহ দিয়েছিলেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রে সঙ্গে। এটা একেবারে বেআইন বিরুদ্ধ। সেই কারণে গান্ধারি মনে প্রাণে এই বিবাহকে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। তবুও তিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন বটে। তা তিনি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভারতের মহাকাব্যের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে ধর্মীয় অনুশাসনের। সেখান যে ধর্মীয় প্রথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে নিরাকারই ছিল পরম আচার্য।

বদান্ত-উপনিষদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার সময়ই তিনি সতীদাহ অশাস্ত্রীয় এবং নীতিবিগর্হিত প্রমাণ করে পুস্তিকা লিখলেন 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'। প্রতিবাদে পুস্তিকা বের হল 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'। তার প্রতিবাদে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তিকা বের হয়। এই বছরেই ডিসেম্বর মাসে আইন করে সহমরণ-রীতি নিষিদ্ধ করা হয়। তবুও গোঁড়ারা চেষ্টা করতে লাগল যাতে পার্লামেন্টে বিষয়টি পুণর্বিবেচিত হয়। এই চেষ্টায় বাধা দেবার জন্য রামমোহন বিলেত যেতে প্রস্তুত হলেন। বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ একেশ্বর উপাসনার পথ দেখান আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করে। এই আত্মীয় সভাকেই পরে তিনি ব্রাহ্মসমাজ নামে নতুন রূপ দেন। ব্রাহ্ম ধর্ম হল আধুনিক হিন্দু ধর্ম যেখানে দেবদেবীর অস্তিত্ব নেই।

## জগৎজ্যোতি গ্রন্থাগারে চলছে প্রদর্শনী ঃ পুরানো দ্রব্য সামগ্রীর

**চিত্তজিৎ দত্ত**

এক ফোঁটা বিষ;কখনও রাজ দরবারের ষড়যন্ত্র, কখনও পারিবারিক প্রতিহিংসার অস্ত্র, কখনও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এক দুর্ভেদ্য রহস্য। আর কখনও সেই বিষের শিশিটিই হয়ে ওঠে ইতিহাসের সাক্ষী। সাহিত্যের পাতায়, পুরনো সংবাদপত্রের খবরের মধ্যে কিংবা ব্যোমকেশের রহস্যকাহিনিতে বিষের যে অদৃশ্য উপস্থিতি আমরা এতদিন চিনেছি, এ বার সেই ইতিহাস যেন উঠে আসছে বাস্তবের তাক থেকে।

২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, তিন দিনের জন্য মধু গুপ্ত লেনের জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগারে আয়োজিত হচ্ছে এক বিরল প্রদর্শনী। আয়োজক 'সেকালের বইঘর'। প্রদর্শনীটির মূল আকর্ষণ সংগ্রাহক সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ; পুরোনো কলকাতায় ব্যবহৃত নানা ধরনের বিষের দুর্লভ শিশি। এই ছোট ছোট কাচের শিশিগুলির দিকে তাকালে হয়তো প্রথমে মনে হবে, এগুলি নিছক পুরনো অ্যান্টিক সামগ্রী। কিন্তু প্রত্যেকটির ভিতরে যেন লুকিয়ে আছে এক একটি সময়ের গল্প।

সৌভিক মুখোপাধ্যায় বহু পুরনো গুদামঘর এবং বিভিন্ন মেলা ঘুরে ঘুরে এই সংগ্রহ তৈরি করেছেন। তাঁর কথায়, শিশির ভিতরে কী ধরনের বিষ ছিল, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে শিশিটি নিজেই। কারণ সেই সময় বিষ ব্যবহারের পর অনেক ক্ষেত্রেই শিশি ভেঙে ফেলে দেওয়ার রীতি ছিল;অনেকটা আজকের ডিসপোজেবল সিরিঞ্জের মতো। ফলে এই ধরনের অক্ষত শিশি আজ অত্যন্ত দুর্লভ। অনেকগুলিই এখন অ্যান্টিক। তবে এই প্রদর্শনী শুধু 'মৃত্যুর শিশি'র গল্প নয়। সংগ্রহে রয়েছে এমন কিছু রাসায়নিক উপাদানও, যেগুলিকে এক সময় 'ভালো বিষ' বলে মনে করা হত। নির্দিষ্ট মাত্রায় এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনে তাদের কিছু চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হতো। অর্থাৎ একই পদার্থ কখনও ওষুধ, কখনও বিষ; ব্যবহার ও মাত্রাই যার চরিত্র নির্ধারণ করত। আর এখানেই প্রদর্শনীটি পুরোনো কলকাতার ইতিহাসের আরও বিস্তৃত দরজা খুলে দেয়।

বিষের শিশির পাশেই দেখা যাবে ১৯১৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত কলকাতার বাজারে চালু থাকা বিভিন্ন সিগারেটের প্যাকেট এবং মদের বোতলের লেবেলের সংগ্রহ। তালিকায় রয়েছে তৎকালীন জনপ্রিয় 'কাঁচি' সিগারেট বা Scissors– আর তারানাথ তান্ত্রিকের পছন্দের বলে পরিচিত 'Passing Show'।

আজকের পরিচিত কয়েকটি ব্র্যান্ডের বিবর্তনের নজিরও দেখা

যাবে সেখানে। ফলে প্রদর্শনীটি একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে ধূমপানের ইতিহাস, বাজার-সংস্কৃতি এবং কলকাতার নাগরিক জীবনের এক আশ্চর্য দলিল।

এক সময় সিগারেট ছিল শুধু ধূমপানের সামগ্রী নয়। তা ছিল আধুনিকতার প্রতীক, সামাজিক পরিচয়ের অংশ, বিজ্ঞাপনের আকর্ষণীয় পণ্য। সিগারেটের প্যাকেট, টিনের কৌটো, ধাতব সিগারেট কেস;এসবের গায়ে জমে আছে একসময়ের শহুরে জীবনযাপনের গল্প। সিগারেটের টিন একসময় বিপ্লবীদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এই কৌটতে বারুদ স্প্লিন্টার ভরে হাত বোমা তৈরি করতো। তাই এক বলা হত কৌটো বোমা। একদিকে বাবুদের মৌজের প্রতিক হয়ে উঠেছিল, সেভাবেই অন্য দিকের এক অন্য বিপ্লবে কথা বলে এই সিগারেট কৌটো। এমনকি সিগারেটের প্যাকেটের ভিতরে রাখা ছোট ছোট কার্ডও এক সময় সংগ্রহের নেশা তৈরি করত। মূলতঃ লাস্যময়ী ইউরোয়িয়ান অভিনেত্রী দের ছবি ছাপা থাকতো সেই কার্ডে সৈনাদের মনোরঞ্জনের জন্য

# জন্ম দ্বিশতবর্ষের আলোকে পণ্ডিত রাজনারায়ণ বসু

**অসিত বরণ গিরি**

বিদ্যাসাগর ও রাজনারায়ণ। উনিশ শতকে ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতা শহরে জন্ম নিয়েছিল একটি অতি উজ্জ্বল মহাবলয় 'চাঁদের হাট' বললেও কম বলা হবে

সেই বলয়কে। সবার আগে বলতেই হবে রাজা রামমোহন রায়ের নাম। তারপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঋষি রাজনারায়ণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, প্যারীচাঁদ মিত্র, কেশব চন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সে এক বিরাট তালিকা। প্রত্যেকেই ছিলেন জীবৎকালে কিংবদন্তি। 'দাগ' রেখে গেছেন প্রত্যেকেই দেশ ও জাতির বৌদ্ধিক বিকাশ ও সার্বিক সামাজিক কল্যাণে। প্রত্যেকেই সেই সময়ের হয়েও সময়োত্তীর্ণঙ্ক । সেকালের হয়েও তাঁরা প্রত্যেকেই একালের। কালজয়ী ভাবনার আলোকে আজঙ্কও প্রত্যেকেই প্রাসঙ্গিক।

নীচের প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আলোয় ঋষি রাজনারায়ণ । প্রথম জনের জন্মের দ্বিশতবর্ষ হয়ে গেছে ২০২০ সালে । ইতিহাসের নিয়মে ২০২৬শে দ্বিতীয় জনের জন্মের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি। এঁদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধাবোধ এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কবে এই দুই মনীষীর দেখা হয়েছিল তার সঠিক দিনক্ষণ পাওয়া যায় না। তবে একথা নিশ্চিত, রাজনারায়ণ ইংরেজি ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। সেই সময় তিনি যে শুধু সেই কলেজের ছেলেদের ইংরেজি শেখাতেন তা নয়। তিনি নিজেই লিখেছেন ঙ্কঅনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আমার নিকট অল্পবিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।সুতরাং উভয়েই একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হন তাঁদের শিক্ষক জীবনের প্রায় প্রত্যুষ লগ্নে। এই যুগান্তকারী ঘটনার আগে এঁদের দুজনের দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। অনুমান করা যায় উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় আসা যাওয়ার মাধ্যমে। তখন উভয়ের বয়স যথাক্রমে কমবেশি ২৯ এবং ২৩। রাজনারায়ণ তখন সদ্য কলেজ ছেড়েছেন। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন চাকরি করছেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেরেস্তাদার হিসেবে।১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৬ সালের ৩ এপ্রিল পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেরেস্তাদারের কাজ করেছেন বিদ্যাসাগর। তখন কলকাতা শহরের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি এবং ভারতীয় দর্শনের প্রাণকেন্দ্র ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। অপরদিকে আধুনিক যুক্তিবাদী ও তথ্যনিষ্ঠ শিক্ষা এবং সমাজ সংস্কারের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠছিল বাদুড় বাগানের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়ি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই প্রতিষ্ঠা করেন 'তত্ত্বরঞ্জিণী সভা' যেটা 'তত্ত্ব বোধিনী সভা' নামে নামাঙ্কিত হয় ১৮৩৯, ৬ অক্টোবর। তার ৪ বছরের মধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'(১৮৪৩,১৬ আগষ্ট)। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হন অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০- ১৮৮৬) ।অক্ষয়ের বয়স তখন সবে মাত্র ২৩। তাঁরঙ্ক সুদক্ষ সম্পাদনায় এবং মহর্ষির পরিচালনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' কলকাতা শহরের বাংলা প্রত্রিকা গুলোর মধ্যে হয়ে ওঠে অগ্রগণ্য। সম্পাদনার দক্ষতায় এবং প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর মৌলিকতার গুণে এই পত্রিকা সে সময় এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিল যে তার সদস্য সংখ্যা মাত্র ২ বছরের মধ্যে ৫০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই পত্রিকায় কলকাতার তৎকালীন বুধমণ্ডলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা লিখতেন যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর, রাজনারায়ণ বসু এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুকাল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর। আরও উল্লেখ্য , বিদ্যাসাগর ছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র শেষ সম্পাদক। শুধু তাই নয়, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পেপার-কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও ছিলেন বিদ্যাসাগর।

এবার মূল আলোচনা। রাজনারায়ণ ছিলেন সেই সময়ের হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্রদের অন্যতম। মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র লাল মিত্র , জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাঁর সহপাঠী। বঙ্কিমচন্দ্র এবং কেশবচন্দ্র হিন্দু কলেজে আইন বিভাগে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। এই বন্ধুদের মধ্যে যিনি প্রথম বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনিই পুরোনো ধর্মবিশ্বাস ও চিরাচরিত হিন্দু সংস্কারের আগল ভেঙে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। অপরপক্ষে ভূদেব ছিলেন ধর্মভীরু ও ধর্মবিশ্বাসী। এদিকে ইংরেজি ভাষায় দিকপাল রাজনারায়ণ কলেজ জীবন থেকে সংশয়বাদী। তিনিই ধরা পড়লেন সে সময়ের তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্মে। প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণ প্রথমে ছিলেন মধ্যপন্থী, কিন্তু তার পর থেকে তিনি হয়ে ওঠেন সংশয়হীন নিখাদ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মবাদী। এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের তৎ কালীন প্রধান ঋত্বিক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পবিত্র সান্নিধ্যে আসেন।

একথা নিশ্চিত , এই ঠাকুরবাড়িতেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে উভয়ের সঙ্গে পরিচয়ের অন্তরঙ্গতা ও আন্তরিকতা গভীরতর হয়। হয় প্রীতির সম্পর্ক যা আজীবন পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সৌহার্দ্যের রূপ নেয়। এই ঠাকুরবাড়িতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের সার্বিক সম্মতিক্রমে রাজনারায়ণ ৬০ টাকা বেতনে (৬) অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হন ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন সেই উপদেষ্টাদের মধ্যে অন্যতম। তারপর মহর্ষির প্রেরণায় রাজনারায়ণ একে একে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কঠ ঈশ কেন মণ্ডুক ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ। এবং সেগুলো একে একে প্রকাশিত হতে থাকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। এখানে থাকতে থাকতেই তিনি মহর্ষির প্রেরণায় বক্তৃতা দেওয়াও শুরু করেন। তারপর হঠাৎ একটি বিপর্যয় ঘটে যায় তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রধান ঋত্বিক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে। তাঁর পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মারা যান ইংল্যান্ডে। স্বাভাবিক কারণে দেবেন্দ্রবাবুর আয় হ্রাস হয় এবং রাজনারায়ণকে তত্ত্ববোধিনী সভায় কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে হয়।

এই ঘটনার দেড় বছর পর (১৮৪৯ সালের মে মাসে) তিনি সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের তত্বাবধানে। রাজনারায়ণের বয়স তখন সবে ২৩ বছর। এর এক বছর আট মাসের মাথায় তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে বদলি হয়ে যান মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে। উল্লেখ্য, তাঁর এই বদলির খবর সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় ৪ঠা মার্চ (১৮৫১) তারিখের একটি চিঠিতে শিক্ষা কমিশনকে জানিয়ে দেন। চিঠিটির অংশবিশেষ নীচে দেওয়া হলো। "I have the honour to report for the information of the Council of Education that Babu Rajnarain Bose has resigned his post of the Second Master of the English Department in the Sanskrit College on the 22nd ultimo having been appointed Head Master of the Midnapore School." ( **লেখক ঃ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, মিত্র ইন্সটিটিউশন**)

## শিল্পী

**শঙ্করলাল কর্মকার**

কাজ করে যাই, শিল্পের সঙ্গে লেগে আছি ; এটাই আমার পুরস্কার।' ; চিত্রশিল্পী গোপাল ঘোষ। তাঁর আত্মজীবনীমূলক আখ্যান 'আত্ম কথা'-তে গোপাল ঘোষ প্রাকৃতিক জগতের প্রতি তাঁর অনুভূতি সম্পর্কে লিখেছেন,'খুব অল্প বয়সেই তুলি আমাকে আপন করে নিয়েছিল। এই তুলি দিয়েই প্রথম বয়সে ফুলের কুঁড়ি আঁকতে শিখি। এ শিক্ষার পেছনে ছিল আমার বাবার প্রেরণা। তিনিই আমায় ঠেলে দিয়েছেন বাল্যবয়সে ছবি আঁকার ঝোঁক লক্ষ্য করে, ঠেলে দিয়েছেন এই শ্রেষ্ঠ আদর্শের পথে। অবশ্য এ পথের পুরস্কার কী, কোনও পুরস্কার আছে কিনা, আজও আমার বোধের বাইরে। কাজ করে যাই, শিল্পের সঙ্গে লেগে আছি; এটাই আমার পুরস্কার। আমি এর সহজ নাম দিয়েছি 'আনন্দ'।

শিল্প মানে আনন্দ কিংবা আনন্দ মানে শিল্প। তবে এ আজব দেশের অচল সমাজে আর্ট হেজে গেছে। আর্টের না আছে আদর না আছে আর্টকে কাছে টেনে নেওয়ার স্বভাব। দেখতে পাই গাল ভরা বাণী আর ছোটাছুটি, চিৎকার, চারপাইয়ে বসে কাজ করার স্বভাব নেই। এখানেই মস্ত বড়ো প্রশ্ন ওঠে; আছাড় খাবে আর চিৎকারে চারদিক চিবিয়ে খাবে। বলবে, বাপু আর্ট তো করো, আনন্দ তো পাও, কথা হচ্ছে অর্থাগম কেমন করে হয়? অর্থই হল আদি অনাদিকালের স্বয়ং দেবতা। এ দেবতার দেখা কী করে পাও? এ দেবতাকে দেখতে চাইনি, দেবদারু গাছ দেখতে বেরিয়ে পড়েছি। আমার মুখ বুজে যায়, উত্তর আসে না। কেননা আর্টের অর্থ; যার বাজারে চলতি নাম টাকা; এ কেমন করে আনব তা নিয়ে আঁকার গোড়ায় মাতামাতি করিনি। আর্ট নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছি; আর্টেই নিজেকে শেষ করব; এই একব্রহ্ম প্রতিজ্ঞা বা ব্রত নিয়ে আছি। এতেই আমাকে রাখনেওয়ালা রেখেছেন। রাসকেল হতে দেননি।

# হিন্দমোটরে আবার জ্বলবে আলো! মিলল বড় ইঙ্গিত, আশায় বুক বাঁধছে উত্তরপাড়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তরপাড়া, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** বছর কয়েক আগেও এলাকার চেহারা ছিল একেবারে অন্যরকম। শুধু কি কারখানা! রমরম করে চলত স্কুল, নিয়মিত পুজো হত মন্দিরে। আলোয় ঝলমল করত গোটা এলাকা। এখন শুধু 'হিন্দমোটর' নামটাই রয়ে গিয়েছে। বিঘের পর বিঘে পড়ে আছে অন্ধকারে। যে রাস্তায় গাড়ি তৈরি করে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হত, সেই রাস্তা এখন খানাখন্দে ভরা, জ্বলে না কোনও আলো। বিড়লাদের লিজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর জমি এখন রাজ্যের হাতে। এবার সেই হিন্দমোটরকে ঘিকে আশায় বুক বাঁধছেন এলাকার মানুষ।

সূত্রের খবর, হিন্দুস্তান মোটরসের পরিত্যক্ত জমিতে ইলেকট্রিক ভেহিকেল কারখানা তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে হিন্দুস্তান মোটরস। রাজ্য বিজেপির ফেসবুক পেজে বিষয়টি জানানো হয়েছে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে পোস্ট করেছেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ও। উত্তরপাড়ায় প্রায় ৭০০ একর জমির উপরে দেশের প্রথম গাড়ি কারখানা তৈরি হয়েছিল। কয়েক হাজার শ্রমিক এই কারখানায় কাজ করতেন। উত্তরপাড়া আর কোন্নগরের মাঝে এই কারখানার জন্যই তৈরি হয়েছিল হিন্দমোটর রেল স্টেশন। হিন্দুস্তান মোটরস কারখানায় তৈরি হওয়া অ্যাম্বাস্যাডর গাড়ি দেশে-বিদেশে সমাদৃত ছিল। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকতে পারেনি গাড়িটি। অ্যাম্বাসার গাড়ির আধুনিকীকরণ করা হয়নি। ফলে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে অ্যাম্বাসাডর। ধুঁকতে ধুঁকতে ২০১৪ সালে হিন্দুস্তান মোটরস কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। যে কারখানাকে কেন্দ্র করে এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা বদলে গিয়েছিল, সেই কারখানা বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকদের কাজ হারানোর পাশাপাশি এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যেও প্রভাব পড়ে। কালো অন্ধকার নেমে আসে গোটা এলাকায়। হিন্দুস্তান মোটরসের জমির ৩০০ একর জমি আগেই আবাসন প্রকল্পের জন্য একটি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া টীটাগড় ওয়াগনের কারখানাকে দেওয়া হয়েছে আরও ৪০ একর। সেখানে তৈরি হয় মেট্রোর রেক। সূত্রের খবর, বাকি পড়ে থাকা জমিতে ইলেকট্রিক ভেহিকেল বা বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে হিন্দুস্তান মোটরস। এই খবর সামনে আসতেই খুশি এলাকাক বাসিন্দারা। যাঁরা হিন্দমোটরে কাজ করতেন, তাঁরা বলছেন, ''কারখানা শুরু হলে খুব খুশি হব। আবার নতুন ছেলেরা কাজ পাবে। এলাকার উন্নয়ন হবে।'' বিজেপি নেতা পঙ্কজ রায় বলেন, ''রাজ্য সরকার হিন্দমোটরের কাছে ডিপিআর চেয়েছে। প্রজেক্ট রিপোর্ট জমা করত বলা হয়েছে। আমাদের সরকার আসার ৪-৫ মাসের মধ্যে বিড়লারা ফিরে আসছে।'' বিজেপির মুখপাত্র প্রণয় রায় বলেন, ''বর্তমানে রাজ্যের হাতে হিন্দমোটরের জমি আছে। মেট্রোর কোচ তৈরির কারখানাও আরও বড় করা হতে পারে। যত দ্রুত সম্ভব শিল্প হবে। এতটা অব্যবহৃত জায়গা পড়ে আছে।''

# 'উপরওয়ালা যেন তাড়াতাড়ি ওঁর টিকিট কাটিয়ে দেয়'

## মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর মৃত্যু কামনা করলেন হুমায়ুন!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** রাজনীতির শিষ্টাচার ও শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মৃত্যু কামনা করে বিতর্কে জড়ালেন 'আমজনতা উন্নয়ন পার্টি'-র প্রতিষ্ঠাতা তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য করে বসেন তিনি। হুমায়ুন বলেন, শুভেন্দু যাতে দ্রুত এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, তার জন্য তিনি উপরওয়ালার কাছে দোয়া প্রার্থনা করবেন। এই ঘটনায় বহরমপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের হয়েছে। প্রশাসনিক প্রধান কিংবা শাসকদলকে নিশানা করা হুমায়ুনের জন্য নতুন নয়। এর আগেও নিজের এলাকা অর্থাৎ রেজিনগর বা নওদাতে মুখ্যমন্ত্রী পা রাখলে তাঁকে 'উচিত শিক্ষা' দেওয়ার হুমকি এবং পুলিশকে তোয়াক্কা না করার হুঙ্কার দিয়ে বহু বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। কিন্তু রবিবারের সাংবাদিক বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে সমস্ত সৌজন্যের মাত্রা ছাড়ান তিনি। সঙ্গে এও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর থেকেই শুভেন্দু 'হাতির পাঁচ পা' দেখছেন এবং এই জমানায় সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার চালানো হচ্ছে। এর পরেই শুভেন্দুর অকালমৃত্যু কামনা করে হুমায়ুন বলেন, ''ক্ষমতা পেয়ে অহংকারী হয়ে উঠেছেন। আল্লার কাছে দোয়া চাইব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁর যেন উপরে যাওয়ার টিকিট কেটে দেওয়া হয়। অহংকারের পতন হবেই, এই পৃথিবী ছেড়ে যেতেই হবে।'' রাজনৈতিক শিষ্টাচার জলাঞ্জলি দিয়ে ইতিহাসের একাধিক বিয়োগান্তক অধ্যায় টেনে আনতেও পিছপা হননি হুমায়ুন। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, মাধবরাও সিন্ধিয়া কিংবা অজিত পওয়ারের মর্মান্তিক পরিণতির কথা উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, অতীতে যাঁদের আস্ফালন ছিল, তাঁদের মতোই পরিণতি হতে চলেছে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর। একই সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ তুলে তিনি সংযোজন করেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন আমাকে নিজের দল থেকে বহিষ্কার করেছিলেন, সেদিনও দোয়া চেয়েছিলাম তিনি যেন ক্ষমতাচ্যুত হন, বর্তমান থেকে প্রাক্তন হন। আল্লা সে কথা শুনেছিলেন।'' রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন হুমায়ুনের ছেলে যদিও পুত্রকে জেতানোর প্রচার থেকে সম্প্রতি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন বিধায়ক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে হুমায়ুনের এমন রাজনৈতিক অমানবিকতা ও অভিশাপ বর্ষণের ক৷৷ সমালোচনা শুরু হয়েছে সর্বস্তরে। রেজিনগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার এই বেনজির মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে একে রাজনৈতিক শালীনতার চরম পতন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

# আচমকা এসে বিজেপি কর্মীদের ফেলে পেটালেন বিজেপি কর্মীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কোন্নগর, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** রাজ্যে পালা বদলের আগে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেত তৃণমূলের অন্দরে গোষ্ঠী কোন্দল। একে অপরকে মারধর অনেক সময় খুনের অভিযোগ পর্যন্ত উঠে আসত। আর এবার ক্ষমতার বদলাতে দেখা গেল প্রায় একই ছবি। কোন্নগরে বিজেপির হাতে আক্রান্ত বিজেপি। অভিযোগ, বিধায়ক ঘনিষ্ঠ মণ্ডল সভাপতি আকাশ রায়ের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ অপর বিজেপি কর্মীকে। জানা যাচ্ছে, শনিবার কোন্নগরে একটি দুধের দোকানের সামনে বসেছিলেন এলাকারই কয়েকজন বিজেপি কর্মী। অভিযোগ, বিজেপি মণ্ডল সভাপতি আকাশ রায়ের সঙ্গে বেশ কিছু লোকজন এসে কোন্ননগর মণ্ডল সম্পাদক শম্পা সিনহা ও তাঁর লোকজনের উপর চড়াও হয়। ফেলে পেটানো হয় তাঁদের। চারজন আহত হয়েছেন বলে এখনও অবধি জানা যাচ্ছে। আহত শম্পা সিনহার অভিযোগ, মণ্ডল সভাপতি এসে তাঁদের গালিগালাজ করে বলতে থাকে। মুখে বলতে থাকে যে তাঁরা নাকি বিধায়কের নামে উল্টোপাল্টা কথা বলেছে। তারপরই মার শুরু করে। বয়স্ক মানুষকেও রেহাই দেয়নি। আহতরা প্রথমে কোন্নগর পুরসভা হাসপাতাল পরে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা করান। ঘটনায় উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ জানানো হবে বলেও জানান আক্রান্তরা। যদিও এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। বস্তুত, এই আকাশ সম্প্রতি পার্ক স্ট্রিটের একটি হোটেলে পুলিশের সঙ্গে অভব্য আচরণের জন্য গ্রেফতার হয়েছিলেন। অভিযোগ বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলে দল তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আগেই বলেছেন কোনও গোষ্ঠী কোন্দল বরদাস্ত করা হবে না। ফলে গতকাল রাতের ঘটনায় বিজেপি কী ব্যবস্থা নেয় সেইটাই দেখার। বিজেপি মুখপাত্র প্রণয় রায় বলেন, ''দুটো দিক আছে। একটা আইনগত যেটা প্রশাসন দেখবে।আর অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে দল ব্যবস্থা নেবে।'' এসএফআই হুগলী জেলা সম্পাদক অর্ণব দাস বলেন ''তৃণমূলের যে সংস্কৃতি ছিল সেই সংস্কৃতিকেই বিজেপির বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'' বিধায়ক বলছেন মুন্না মাস্তানদের শায়েস্তা করব কিন্তু তার ঘনিষ্ঠরায় মাস্তানি করছে।।

# খোলামুখ খনি থেকে হঠাৎ ধোঁয়া, আতঙ্ক নিউ কেন্দায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** দু'দিন আগে ধস নেমে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল ইসিএল-এর নিউ কেন্দা কোলিয়ারি এলাকায়। এ বার ওই কোলিয়ারিরই ওসিপি (খোলামুখ খনি) কুঁয়ারি-২ এলাকা থেকে ব্যাপক ধোঁয়া বেরোতে থাকায় ফের আতঙ্ক ছড়াল স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। সূত্রপাত শুক্রবার। ওই দিন ভারী বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ গোটা ওসিপি থেকে বিপুল ধোঁয়া বেরোতে থাকে। শনিবার বিকেল পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। তার পরে ধোঁয়া বেরোনোর পরিমাণ কিছুটা কমে। খনিতে কাজও বন্ধ রাখা হয়। ঘটনায় ওসিপি সংলগ্ন সালডাঙা, মণ্ডলপাড়া ও বাউড়িপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, ইসিএল-এর কেউ আসেননি। তবে সংস্থার দাবি, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গত ফেব্রুয়ারিতে একই ভাবে ওসিপি থেকে ধোঁয়া বেরিয়েছিল। অসুস্থ দুই শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সেই সময়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষের কাছে ওসিপি সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল। তাতে কর্ণপাত

করা হয়নি। গত জুনে ভারী বৃষ্টির পরে ব্যাপক ভাবে ধোঁয়া বার হওয়ায় শ্বাসকষ্টের শিকার হয়েছিলেন তাঁরা। বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, বার বার ধোঁয়া বার হওয়ায় তাঁদের জীবন বিপন্ন। এই ধোঁয়া বার হওয়ার ঘটনাকে খুব বিপজ্জনক বলতে মানতে চাননি ইসিএল-এর কেন্দা এরিয়ার সর্বোচ্চ আধিকারিক অক্ষয়চন্দ্র দে। এ দিন তিনি বলেন, ''বৃষ্টি হলে ওসিপি থেকে ধোঁয়া বার হওয়া নতুন কোনও ঘটনা নয়। মাটির নিচে আগুন থাকার কারণে বৃষ্টির সময়ে পুরোনো মুখগুলি খুলে গেলে সেখান দিয়ে ধোঁয়া বার হয়। ওই মুখগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই।'' এ দিকে, শুক্রবার রাতে হঠাৎ ধস নামে সালানপুর থানা এলাকার এথোড়া সেতুর সংলগ্ন অংশে। ১৯ নম্বর জাতীয় স৷কের কলকাতাগামী রাস্তায় রয়েছে ওই সেতু। ধসের ফলে রাস্তায় দেড় ফুট গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। দুর্গাপুরেও শনিবার টানা বৃষ্টিতে অন্ডালে সিঁদুলি এলাকায় মাহতপাড়ায় একটি কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়ে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন পরিবারের সদস্যরা। আসবাবপত্র-সহ রান্নার বাসনপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। পেশায় দিনমজুর বাবলু সর্দার বলেন, ''সরকারি ভাবে যদি একটা ঘর পাওয়া যায়, তা হলে পরিবার নিয়ে ভালোভাবে থাকব।''

# পাতা ছিল মৃত্যু ফাঁদ! জঙ্গলমহলে ধানজমি থেকে উদ্ধার ৩ হাতির দেহ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** রাতের অন্ধকারে কি বিদ্যুতের খোলা তারই কাল হল? পশ্চিম মেদিনীপুরের পিড়াকাটা রেঞ্জের রঞ্জা বিটের হাড়তড়া গ্রামে ধানজমি থেকে রবিবার সকালে উদ্ধার হল তিনটি হাতির দেহ। মৃতদের মধ্যে রয়েছে দু'টি শাবক এবং একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি। কীভাবে তাদের মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি দেখে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। সকালে মাঠে কাজ করতে গিয়ে প্রথম মৃত হাতিগুলিকে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। পরে বন দফতরের কর্মীরা সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। যে জমিতে হাতিগুলির দেহ পড়েছিল, তার উপর দিয়ে কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঘটনাস্থলের কাছেই তার ঝুলে থাকতে দেখা গিয়েছে। স্থানীয় কয়েকজনের দাবি, শনিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ ওই এলাকা থেকে হাতির চিৎকার শোনা গিয়েছিল। তাঁদের অনুমান, সেই সময়েই কোনওভাবে বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসে হাতিগুলি। তবে এখনও কিছুই নিশ্চিত করা হয়নি। পিড়াকাটা রেঞ্জের ফরেস্ট অফিসার শুভাশিস চৌধুরী জানিয়েছেন, মৃত্যুর কারণ এখনই বলা সম্ভব নয়। ধানের জমিতে পাম্প চালানোর জন্য বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই তারে হাতিগুলি তড়িদাহত হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ঘটনার পর বিদ্যুৎ সংযোগের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠছে। হাতির চলাচলের এলাকায় ধানজমির উপর দিয়ে বিদ্যুতের তার কী ভাবে নেওয়া হয়েছিল, তার উচ্চতা কত ছিল, সেটি নিরাপদ ছিল কি না-এই সব বিষয় খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। সংযোগটি নিয়ম মেনে নেওয়া হয়েছিল কি না, তারও তদন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। হাতির বিচরণ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগের কারণে দুর্ঘটনা নতুন নয়। ফলে বন দফতর এবং বিদ্যুৎ দফতরের নজরদারি ও সমন্বয় নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়দের একাংশ। হাতির মৃত্যুতে সকলেই ভীষণ শোকাহত। তাঁদের একজন বললেন, ''ওরা তো কিছু বোঝে না, এভাবে ওদের জন্য মৃত্যুর ফাঁদ ঠিক নয়।' আরেকজনের দাবি, ''মৃত্যুর পর এখন তপরতা শুরু হবে। আগে পদক্ষেপ করলে তিনটি অসহায় প্রাণ এভাবে যেত না।''

## বিজ্ঞপ্তি

আমি আমার মক্কেল শ্রী বনমালী রাজোয়াড়, পিতা খাঁন্দু রাজোয়াড় ও শ্রীমতী রীনা রাজোয়াড়, স্বামী বনমালী রাজোয়াড়, উভয়ের সাকিম স্বরুপড়ি, পোষ্ট-মেট্যালা, থানা- মানবাজার, জেলা- পুরুলিয়া। এর হইয়া এই মর্মে জ্ঞাত করিতেছি যে, তিনি গত ৩০.১০.২০২১ তারিখের I-5334/2021 নম্বর বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে শ্রী কিরিটা বাউরী পিতা স্বর্গীয় রতন বাউরী ও অন্যান্য ছয় জনের দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী মঙ্গল বাউরী পিতা স্বর্গীয় রতন বাউরী এর নিকট হইতে পুরুলিয়া মৌজাস্থিত ৪০৬১ ও ৪০৬৩ নং হাল খতিয়ান ভুক্ত হাল প্লট নম্বর ৪৫৯২ মধ্যে এর মধ্যে ৯১৪.৫৫ বর্গফুট ও হাল প্লট নং- ৪৫৯৩ এর মধ্যে ৫২৫.৯৫ বর্গফুট সারা মাপ ১৪৪০.৫০ বর্গফুট বা দুই (২) কাঠা। জমি খরিদ করিয়াছেন এবং দখলে আছেন। উক্ত মঙ্গল বাউরী এর আমমোক্তারনামা দলিল নম্বর হইল I-4203 তারিখ ১৫.০৯.২০২১। আমার উপরোক্ত মক্কেলদ্বয় তাহার নামে জমি মিউটেশন করার জন্য অফিসে আবেদন করিয়াছেন। তাই যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বি. এল. এন্ড, এল, আর, ও পুরুলিয়া ১ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য গৃহীত হইবে।

**কৃষ্ণ পদ মাহাতো**
(অ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, পুরুলিয়া

## TENDER NOTICE

**Memo: 36/ADV/ICA/PURU, Date: 27/09/2026**
**NIeT No.: 04/BDO/PUN/2026-27,**
**Date: 26.09.2026**

E-Tender for 06nos (Six) schemes is hereby invited by the undersigned from the eligible contractors.Tender Documents download, Bid submission and other details will be available at **http://tenders.wb.gov.in** portal from **26.09.2026, 06.00pm.**

Sd/- **Block Development Officer**
**Puncha Development Block**

## OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
## PANCHLA DEVELOPMENT BLOCK
**BIKI HAKOLA, PANCHLA, HOWRAH**

**NOTICE INVITING e-TENDER**

**NIT NO.: 03/SSM/BDO/PANCHLA/2026-2027**

For and on behalf of the Block Development Officer, Panchla Development Block invites sealed percentage rate tenders for 14 (fourteen) nos. different works. Published date: **28.09.2026 at 16:00Hrs.** Bid Submission Start Date from **28/09/2026 18:00Hrs.** Last date of Submission of Bid **06/10/2026 17:00Hrs.** Date of Opening of Bid (Technical) **08/10/2026 15:00 Hrs.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Block Development Officer**
**Panchla Development Block**
**Panchla, Howrah**

## টি. স্পিরিচ্যুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৩০৪০ডব্লুবি১৯৮৬পিএলসি০৪০৭৯৬
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
টেলিফোনঃ +৯১-৩৩-২২৩১৫৭১৭
ইমেল আইডিঃ complianceofficer@tspiritualworld.com,
ওয়েবসাইটঃ www.tspiritualworld.com

**ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ-এর হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি**

৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নং HO/38/13/11 (2)/2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুযায়ী, ১ এপ্রিল ২০১৯-এর আগে কেনা বা বিক্রি করা ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন সহজতর করার লক্ষ্যে **৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭** পর্যন্ত এক বছরের একটি বিশেষ সময়সীমা বা উইন্ডো চালু করা হয়েছে। এর আওতায় সেইসব পুরোনো হস্তান্তরের অনুরোধও অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা নথিপত্র বা প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটির কারণে আগে প্রত্যাখ্যান বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল অথবা অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছিল। এই বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে হস্তান্তরিত সিকিউরিটিজ গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে শুধুমাত্র ডিম্যাট রূপে জমা করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য তা লক-ইন অবস্থায় থাকবে এই সময়ের মধ্যে এগুলি পুনরায় হস্তান্তর, লিয়েন-মার্ক বা বন্ধক রাখা যাবে না। যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট-বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর (অফিস নং এস৬-২, সপ্তম তল, পিনাকল বিজনেস পার্ক, আহুরা সেন্টারের পাশে, মহাকালী কেভস রোড, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই ৪০০ ০৯৩ ফোনঃ ০২২-৬২৬৩৮২০০ ইমেলঃ investor@bigshareonline.com ওয়েবসাইটঃ www.bigshareonline.com সাথে যোগাযোগ করেন এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

টি. স্পিরিচ্যুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- নেত্র বাহাদুর রানাভত
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও)
ডিআইএনঃ ০৬৭১৬৬৬৬

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৬.০৯.২০২৬

## অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

ACRE MAKING ASSETS WORK

ইউনিট নং. ৫০২, সি উইং, ওয়ান বিকেসি, রেডিয়াস ডেভেলপারস, প্লট নং. সি ৬৬, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, মুম্বইঃ ৪০০০৫১

**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে**

এসিআরই-এআরসি অ্যাসাইনার-এর কাছ থেকে SARFAESI আইন, ২০০২-এর ৫ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার সমস্ত আর্থিক সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট জামানত বা সিকিউরিটিজ অধিগ্রহণ করেছে। ঋণ অধিগ্রহণের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং আর্থিক নথিপত্র ও জামানত সংক্রান্ত শর্তানুসারে আর্থিক সম্পদ হস্তান্তর-এর ভিত্তিতে ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করার সময়, এসিআরই-এআরসি ঋণগ্রহীতার বকেয়া ঋণের ক্ষেত্রে সমস্ত অধিকার, মালিকানা ও স্বার্থ অর্জন করেছে। এর ফলে, ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে এসিআরই-এআরসি এখন অ্যাসাইনার-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং তারা ঋণ সুবিধা বাবদ বকেয়া অর্থ আদায় ও সংশ্লিষ্ট জামানত বা সিকিউরিটি সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী।

| ক্রম নং. | লোন অ্যাকাউন্ট নং. | এসিআরই ট্রাস্ট | পোর্টফোলিও | বরাতের তারিখ | ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম | ধারা ১৩(২)-এর অধীন দাবিনামার তারিখ ও দাবিনামার অর্থ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | PR01291899 | এসিআরই ট্রাস্ট ১৯১ | এসবিএফসি | ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | অনিল কুমার তিওয়ারি, সরীতা রাধেশ্যাম তিওয়ারি, রাসমুনি, বিনোদ | ২৮শে জুলাই, ২০২৬, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৮৪৯,৫৬৯/- টাকা |
| **বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ** মৌজা- পণ্ডিত সাতঘরা, জে.এল. নং ১৭-এর অন্তর্গত এবং রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও হুগলি জেলার আওতাধীন প্রায় ১ কাঠা ৮ ছটাক কম-বেশি, পরিমাণের জমিখণ্ডটি যা আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭৪৫ ও ৭৪৬ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ২৫ ক্রি, ১৭৭ ক্রি, ৩২১ ক্রি, ৩৮৮ ক্রি ও ৪০১ ক্রি-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপঃ উত্তরে- দাগ নং ৭৪৩ দক্ষিণে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ পূর্বে- প্লট নং ৭৪৫ পশ্চিমে- সি.এস. প্লট নং ৭৪৫। | | | | | | |
| ২. | PR0104413 | এসিআরই ট্রাস্ট ১৯১ | এসবিএফসি | ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | অনিতা রেডিমেড, অনিতা মুখার্জী, সজল মুখার্জী, নমিতা বিশ্বাস | ২৮শে জুলাই, ২০২৬, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৭০২,৮৮০/- টাকা |
| **বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার টিটাগড় থানার অন্তর্গত মৌজা গণেশপুর, জে.এল. নং ১২-এর আর.এস. খতিয়ান নং ৫১৬-এর দাগ নং ১২২-এ অবস্থিত, দলিল অনুযায়ী প্রায় ০২ ডেসিমেল কম-বেশি, আয়তনের বাস্তু জমি (যাকে এরপর 'উক্ত সম্পত্তি' হিসেবে উল্লেখ করা হলো), যা দলিলের শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে শ্রীমতী অনিতা মুখার্জির অনুকূলে হস্তান্তরিত হয়েছে। উক্ত দলিলটি উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত হয়েছিল। সম্পত্তির সীমানাঃ উত্তর দিকে-৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ দক্ষিণ দিকে-অমিত সাহা পূর্ব দিকে-সুমন মণ্ডল পশ্চিম দিকে-৫ ফুট চওড়া কাঁচা সাধারণ চলাচলের পথ। | | | | | | |
| ৩. | PR01093769 | এসিআরই ট্রাস্ট ১৯১ | এসবিএফসি | ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | অঞ্জনা কোকোনাট সাপ্লায়ার্স, অঞ্জনা দাস, সৌমা | ২৮শে জুলাই, ২০২৬, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৫৭৩,১৮৮/- টাকা |
| **বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ** পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৭৭-এর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত মৌজা কীর্তনখোলা-য় অবস্থিত-এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২, জে.এল. নং ৪৭, আর.এস. নং ৬২, তৌজি নং ৯৮ এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৮১-এর অংশবিশেষ হিসেবে চিহ্নিত-প্রায় ১৮০০ বর্গফুট কম-বেশি, ৪ ৩/২৫ শতাংশের সমতুল্য আয়তনের সমগ্র জমিটি সম্পত্তিটির সীমানা হলোঃ উত্তরে-সাধারণ চলাচলের পথ (কমন প্যাসেজ), দক্ষিণে-ক্রেতার নিজস্ব সম্পত্তি, পূর্বে-গ্রামের রাস্তা, পশ্চিমে-বিক্রেতার জমি (প্লট নং ৬১)। | | | | | | |

নোটিশ জারির বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা তাঁদের জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত নোটিশটি ধারা ১৩(১৩)-এর আওতাভুক্ত যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা, জামিনদার ও বন্ধকদাতাদের অবহিত করা হচ্ছে যে, বন্ধক রাখা সম্পত্তিটি যেন কোনোভাবেই বিক্রি, ইজারা বা হস্তান্তর করা না হয়।

তারিখঃ ২৮.০৯.২০২৬, স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ — স্বা- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাসেটস কেয়ার অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/153 (1st Call)**
Name of the Work : **Repairing of damaged Road in different places of Madurdaha Main Road in Ward No. 108 under Br.- XII;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,98,119.36 (Excl. Contingency Amount)**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **30 days.**

**(2) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/297 (1st Call)**
Name of the Work : **Repairing of damaged Road portions at Santoshpur Avenue and Kalikapur Road under Br.-XII;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,97,990.86 (Excl. Contingency Amount)**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **60 days.**

**(3) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/298 (1st Call)**
Name of the Work : **Repairing of damaged Road portions at Rajdanga Main Road and P. Majumder Road under Br.- XII;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,98,794.19 (Excl. Contingency Amount)**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **60 days.**

**(4) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/381 (1st Call)**
Name of the Work : **Repairing Road at 484 Purbalok, Nitai Nagar by laying interlocking concrete block in Ward No. 109 under Br.- XII;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,96,368.36 (Excl. Contingency Amount)**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **30 days.**

**(5) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/383 (1st Call)**
Name of the Work : **Washing and painting of Kerb and Railing at Patuli from I-161 to P-12 Green View, I-161 to K-231 and C-1/1 to B-236 B. P. Township under Br.- XII;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,98,789.62 (Excl. Contingency Amount)**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **60 days.**

**(6) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/384 (1st Call)**
Name of the Work : **Washing and painting of Kerb and Railing at R. B. Connector from Rubi More to Nilachal Abason under Br.- XII;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,97,985.94 (Excl. Contingency Amount)**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **60 days.**

**(7) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/385 (1st Call)**
Name of the Work : **Washing and painting of Kerb and Railing at R. B. Connector from Bijon Setu to 107 Bosepukur under Br.- XII;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,98,633.97 (Excl. Contingency Amount)**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **60 days.**

**(8) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/386 (1st Call)**
Name of the Work : **Washing and painting of Kerb and Railing at P. A. S. Connector from E M Byepass to Behari Mondal Road under Br.- XII;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,96,986.19 (Excl. Contingency Amount)**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **60 days.** The bid forms and other details are available on and from **28.09.2026 (12 noon) [For Sl. No. 1 to 8].**

**(9) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/338 (1st Call)**
Name of the Work : **Repairing of Roads at 120A and 121/13 Manicktala Main Road, 58 Canal Circular Road and surrounding area under Br.-III;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,89,286.35**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **120 days.**

**(10) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/405 (1st Call)**
Name of the Work : **Washing and painting of Guard Railing including Kerb at Maniktala Main Road from Kakurgachi More to Maniktala underpass under Br.-III;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,78,537.80**; Earnest Money: **Rs. 5,600.00**; Period of Completion: **60 days.**

**(11) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/364 (1st Call)**
Name of the Work : **Repairing of damaged Road at Dipen Ghosh Sarani (in Patches) and surrounding areas in Ward No. 2 under Br.-I;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,82,208.40**; Earnest Money: **Rs. 3,700.00**; Period of Completion: **30 days.**

**(12) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/337 (1st Call)**
Name of the Work : **Repairing of damaged Road at Kashinath Dutta Road (in Patches) in Ward No. 1 under Br.-I;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,93,459.65**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 days.** The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 (12 noon) [For Sl. No. 9 to 12].**

**(13) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/259 (1st Call)**
Name of the Work : **Repairing of potholes at Jn. of M. G. Road and Amherst Street, 2 Zakaria Street, 6A Kiran Shankar Roy Road and surrounding area under Br.- V;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,91,843.16**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **120 days.**

**(14) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/351 (1st Call)**
Name of the Work : **Washing and painting of Guard Railing including Kerb at B.B.D. Bag (North and South), Lyons Range and surrounding Writers Building under Br.- V;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,98,016.86**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **120 days.**

**(15) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/354 (1st Call)**
Name of the Work : **Washing and painting of Guard Railing including Kerb at Strand Road under Br.-V;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,89,128.36**; Earnest Money: **Rs. 5,800.00**; Period of Completion: **120 days.**

**(16) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/352 (1st Call)**
Name of the Work : **Washing and painting of Guard Railing including Kerb at Hemanta Bose Sarani from B. B. D. Bag (North) to Govt. Place East under Br.-V;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,80,203.29**; Earnest Money: **Rs. 9,700.00**; Period of Completion: **120 days.**

**(17) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/353 (1st Call)**
Name of the Work : **Washing and painting of Guard Railing including Kerb at Brabourne Road from Raja Woodmount Street to Tea Board under Br.-V;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,85,468.62**; Earnest Money: **Rs. 9,800.00**; Period of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid(s)**: 09.10.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1 to 17].**

**(18) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/398 (1st Call)**
Name of the Work : **Repairing of Road by laying interlocking concrete block at 14, B. K. Paul Avenue (in Patches) and surrounding area under Br.-II;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,90,984.05**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **30 days.**

**(19) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/360 (1st Call)**
Name of the Work : **Repairing of Potholes and damaged Road at Vivekananda Road and surrounding area under Br.-IV;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,91,129.39**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid(s): **12.10.2026 - 12 noon [For Sl. No. 18 & 19].** The bid forms and other details are available on and from **30.09.2026 (12 noon) [For Sl. No. 13 to 19].** From the **website : https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 19].**

538/26-27

## উপগ্রহ ইনস্যাট-৩ডিএস-এর পাঠানো ছবি

# এক দেশে দুই আকাশ! ইসরোর উপগ্রহচিত্রে পূর্ব-দক্ষিণে ঘন মেঘ, পশ্চিমে পরিষ্কার আকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বর্ষার মরশুম শেষের পথে। দেশের একাধিক অংশ থেকে ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু। কিন্তু একই সময়ে ভারতের আকাশে দেখা যাচ্ছে একেবারে ভিন্ন দুই ছবি। কোথাও ঘন কালো মেঘে ঢেকে রয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা, আবার দেশের অন্য প্রান্তে আকাশ অনেকটাই পরিষ্কার। ইসরোর উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়া এই বৈপরীত্য আবহবিদদের নজর কেড়েছে। সম্প্রতি ইসরোর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ ইনস্যাট-৩ডিএস-এর পাঠানো ছবিতে দেশের আকাশের এই চিত্র উঠে এসেছে। উপগ্রহচিত্রে দেখা যাচ্ছে, বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ ঘন মেঘে ঢাকা। দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী এলাকাতেও রয়েছে মেঘের ঘন স্তর। অন্যদিকে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বড় অংশে আকাশ তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার। আবহাওয়াবিদদের মতে, এই বৈপরীত্যের পিছনে রয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের পৃথক পরিস্থিতি। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের উপর এখনও পর্যাপ্ত জলীয় বাষ্প রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ বা সংশ্লিষ্ট বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে এই অঞ্চলে মেঘের সঞ্চার হচ্ছে। তার জেরেই বর্ষা বিদায়ের সময় পেরিয়ে গেলেও বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। ইনস্যাট-৩ডিএস মূলত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত একটি ভারতীয় উপগ্রহ। মেঘের গতিবিধি, বায়ুমণ্ডলের পরিস্থিতি এবং

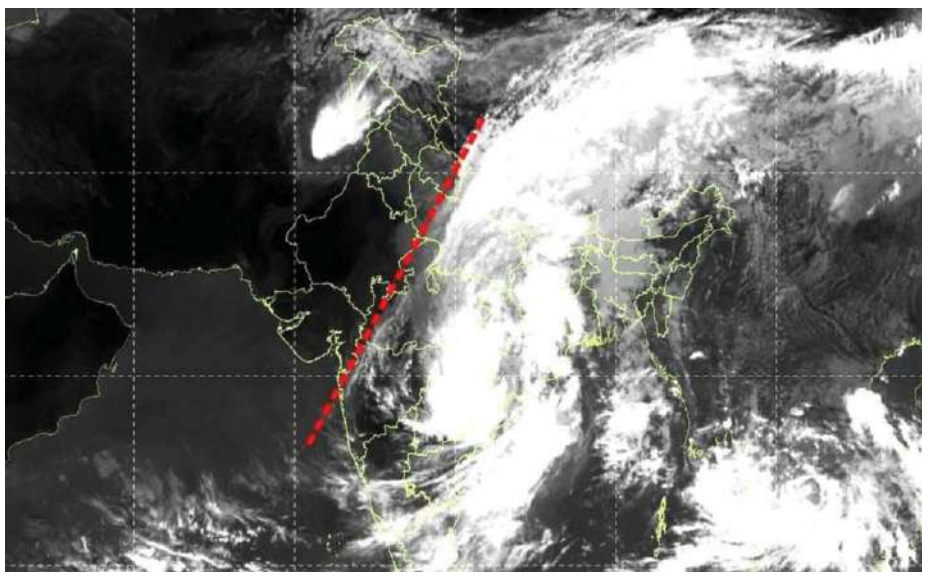

আবহাওয়ার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণে এর তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে ইনফ্রারেড পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দিন-রাত উভয় সময়েই মেঘ ও আবহাওয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব। আবহাওয়ার পূর্বাভাস তৈরিতে এই ধরনের উপগ্রহ-তথ্য নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। উপগ্রহচিত্রে বঙ্গোপসাগরের উপর মেঘের ঘনত্ব বিশেষভাবে চোখে পড়েছে। সেই মেঘের বিস্তার পূর্ব ভারত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। দক্ষিণের সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চলেও রয়েছে আরও একটি মেঘস্তর। আবহাওয়াবিদদের ব্যাখ্যা, সমুদ্র থেকে আসা আর্দ্র বাতাস এবং স্থানীয় বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে নিম্নচাপের মতো পরিস্থিতি যুক্ত হলে এমন মেঘ তৈরি হতে পারে। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও কিছুটা আলাদা। দেশের দক্ষিণাংশে বর্ষার প্রভাব বছরের বিভিন্ন সময়ে একাধিক মৌসুমি বায়ুর মাধ্যমে দেখা যায়। উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবও এই অঞ্চলে আবহাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বর্ষার প্রচলিত সময় পেরিয়ে গেলেও দক্ষিণের কিছু অংশে মেঘ ও বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের আকাশ তুলনামূলক পরিষ্কার থাকার পিছনে রয়েছে সেখানে অনুকূল বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতি। এই অঞ্চলে বর্তমানে বড় ধরনের নিম্নচাপ বা ব্যাপক জলীয় বাষ্পের সঞ্চার না থাকায় ঘন মেঘ তৈরির সম্ভাবনাও কম। ফলে আকাশ পরিষ্কার থাকছে এবং বর্ষার প্রভাবও ধীরে ধীরে কমছে।

একই সময়ে দেশের দুই প্রান্তে এমন বিপরীত আবহাওয়ার ছবি অবশ্য সম্পূর্ণ নজিরবিহীন নয়। ভারতের বিশাল ভৌগোলিক বিস্তার এবং বিভিন্ন অঞ্চলের পৃথক বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতির কারণে একই সময়ে দেশের এক অংশে ভারী মেঘ-বৃষ্টি এবং অন্য অংশে পরিষ্কার আকাশ দেখা যেতে পারে। তবে উপগ্রহচিত্রে এই বৈপরীত্য একসঙ্গে ধরা পড়ায় বিষয়টি বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তন আগামী দিনেও বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলতে পারে। কোথাও বর্ষার অবশিষ্ট প্রভাব বজায় থাকতে পারে, আবার কোথাও পরিষ্কার আকাশের সঙ্গে ধীরে ধীরে শুষ্ক আবহাওয়া তৈরি হতে পারে। ফলে বর্ষা বিদায়ের পর্বেও দেশের আবহাওয়ার দিকে নজর রাখছে আবহাওয়া দফতর ও বিজ্ঞানীরা। ইসরোর উপগ্রহচিত্র তাই ফের মনে করিয়ে দিল-ক্যালেন্ডারে বর্ষার বিদায়ের সময় এগিয়ে এলেও গোটা দেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন একই ছন্দে ঘটে না। ভারতের আকাশে একই সময়ে মেঘে ঢাকা এক অংশ এবং পরিষ্কার অন্য অংশ সেই বৈচিত্র্যেরই ছবি তুলে ধরেছে।

# আগামী ৬ মাসে সুপার এল নিনো কাড়বে সাড়ে ৪ লক্ষ প্রাণ! রিপোর্ট ঘিরে আতঙ্ক

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ নাম তার এল নিনো। বহুদিন ধরেই যে আবহাওয়ার নানারকম খামখেয়ালিপনার নেপথ্যে। এবার ভয়াল চেহারা নিয়ে সে হয়ে উঠবে সুপার এল নিনো! আর আগামী ৬ মাসে সাড়ে চার লক্ষ মানুষকে ঠেলে দেবে মৃত্যুগহ্বরে! এমনই চমকপ্রদ দাবি ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট ল্যাবের। বলে রাখা ভালো, 'ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট ল্যাব' হল একটি যৌথ গবেষণা উদ্যোগ, যা জলবায়ু বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং তথ্য বিশ্লেষণকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বজু।ে মানুষ, অর্থনীতি ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপরে জলবায়ু পরিবর্তন ও চরম আবহাওয়ার প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে। এই সংস্থার তরফেই একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া মৃত্যুকে এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না। বরং সেপ্টেম্বর থেকে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়কালেই ওই পরিমাণে প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, ভারত থেকে নাইজিরিয়া হয়ে আমেরিকা পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী এল নিনোর প্রভাবে সৃষ্টি হবে খরা, দাবানল ও বন্যা। এর ফলপ্রসূ চার লক্ষ ৫১ হাজার মানুষের মৃত্যু। হিসেব বলছে, আফ্রিকার নাইজেরিয়ায় ৩১,৪০০, সুদানে ১৭,৫০০, নাইজারে ১০,০০০ এবং চাদে ৮,০০০ জনের মৃত্যু হতে পারে। পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ১৯,৪০০ জনের মৃত্যু হতে পারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ায়। অন্যদিকে কেবল ইন্দোনেশিয়াতেই এই সংখ্যা ১৯,৩০০ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ব্রাজিলে মৃত্যু হতে পারে ১৩ হাজার ৩০০ জনের। ভারতের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হতে পারে ১৫ হাজার ৮০০! এই রিপোর্ট ইতিমধ্যে নথিভুক্ত মৃত্যুর কোনও পূর্বাভাস নয়। বরং ১৯৯৬-২০২৫ সময়কালকে ভিত্তি ধরে গবেষকরা একটি সাধারণ বছরে যে পরিমাণ মৃত্যুর প্রত্যাশা করতেন, তার তুলনায় অতিরিক্ত কতজন মানুষ তাপজনিত কারণে প্রাণ হারিয়েছেন, এটি মূলত সেটার কথাই বলছে। ঠিক কী এই এল নিনো? প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পেরুর পাশে ভূপৃষ্ঠের উত্তপ্ত হওয়াকেই এল নিনো বলে। এল নিনোর ধাক্কায় সমুদ্রের তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসও বেড়ে যেতে পারে। মোটামুটি ২ থেকে ৭ বছর অন্তর এল নিনোর প্রভাবে সারা বিশ্বের আবহাওয়াই প্রভাবিত হয়। এবার 'ক্লাইমেট ইকনোমিক ফোরাম'-এর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি জানিয়েছে, এল নিনো কেবলই একটা আবহাওয়ার পরিবর্তনের সূচক মাত্র হয়ে থাকছে না। বরং তা এবার দেশের কৃষি, শক্তিক্ষেত্র, পরিবহণ, খাদ্য সংকটে প্রবল প্রভাব ফেলতে চলেছে। বলা হচ্ছে, এল নিনো এখনও তার সর্বোচ্চ আকার ধারণ করেনি। আশঙ্কা, নভেম্বর-ডিসেম্বরে তা সবচেয়ে ভয়াল আকার নিতে পারে।

# 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো

**১- পাতার পর-** বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে ফের তার রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাগত তাৎপর্য তুলে ধরা হল। একইসঙ্গে গত এক দশকের বিভিন্ন সামরিক অভিযানের উল্লেখ করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের বর্তমান নীতির ধারাবাহিকতার কথাও তুলে ধরেন তিনি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরেও কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা বারবার জানিয়েছে। সেপ্টেম্বরে কেংদ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 'শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্ক'-কে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের আওতায় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এই পদক্ষেপকে প্রধানমন্ত্রীর 'জিরো টলারেন্স' নীতির সঙ্গে যুক্ত করেছে। ফলে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দশম বর্ষপূর্তির আগে মোদির বক্তব্যে একদিকে উঠে এল ২০১৬ সালের অভিযানের স্মৃতি, অন্যদিকে গত এক দশকে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী নীতির পরিবর্তনের ব্যাখ্যা। তাঁর বার্তা, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান কঠোর এবং সেই নীতিই ভবিষ্যতেও বহাল থাকবে।

# শুভেন্দুকে নিশানা হুমায়ুনের, ইন্দিরা-রাজীবের প্রসঙ্গ টেনে বিতর্ক

**১- পাতার পর-** নিজে উপনির্বাচনের মাঠপর্যায়ের প্রচার থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, দলীয় কর্মীদের পুলিশি হয়রানি ও গ্রেফতারের আশঙ্কার কারণেই তিনি প্রচার থেকে সরে যাচ্ছেন। এর মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে হুমায়ুনের সাম্প্রতিক মন্তব্য রাজনৈতিক বিতর্ককে আরও তীব্র করেছে। বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও একই পরিণতির ইঙ্গিত দেওয়ায় তাঁর বক্তব্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপির রেজিনগর প্রার্থী শঙ্করাভ সরকারও হুমায়ুনের মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংঘাতের আবহে তাঁর বক্তব্য, এ ধরনের মন্তব্য নির্বাচনী পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করতে পারে। অন্যদিকে হুমায়ুনের দাবি, তাঁর বক্তব্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিযোগ ও ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। রেজিনগর

# ইথানল চালিত গাড়ি নিয়ে গড়করির

**১- পাতার পর-** জ্বালানি নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। বিভিন্ন মহলে গাড়ির ইঞ্জিনের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা, জ্বালানির দাম, কৃষিজমির ব্যবহার এবং উৎপাদন পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে গড়করির সাম্প্রতিক বক্তব্যে স্পষ্ট, কেন্দ্র আগামী দিনে পেট্রলনির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে চাইছে। ১০০ শতাংশ ইথানলে চলতে সক্ষম গাড়ির বাজারে প্রবেশ সেই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে।

# পুলিশকে লক্ষ্য করে পালটা গুলি, জেল ভেঙে পালানো কুখ্যাত গ্যাংস্টার এনকাউন্টারে নিহত পাঞ্জাবে

কান্দোয়ালিয়া , ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়া এক কুখ্যাত গ্যাংস্টারের সঙ্গে পুলিশের গুলির লড়াইয়ে উত্তেজনা ছড়াল পাঞ্জাবে। শনিবার কান্দোয়ালিয়া এলাকায় পুলিশের অভিযানের সময় সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে করণবীর সিং নামে ওই অভিযুক্তের। পুলিশ সূত্রে দাবি, আত্মসমর্পণের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে করণবীর প্রথমে গুলি চালায়। এরপর পালটা গুলি চালায় পুলিশ। সংঘর্ষে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশের দাবি, করণবীরের বিরুদ্ধে এক পুলিশ আধিকারিককে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ছিল। গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে অমৃতসর কমিশনারেটের পুলিশ লাইন্সে কর্মরত এএসআই যশবন্ত সিং মোটরবাইকে করে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দুই যুবক একটি বাইকে করে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি যশবন্ত সিংয়ের মাথার দিকে ছোড়া হলেও তাঁর পাগড়ি ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ঘটনায় তিনি সামান্য আহত হন। হামলার পর তদন্তে নামে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে করণবীর সিংকে শনাক্ত করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। এরপর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালত অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠায়। হামলায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশ তাঁকে নিয়ে একটি জায়গায় গেলে সেখান থেকেই সুযোগ

# প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অসহায় পরিবারের পাশে রেজবী ফাউন্ডেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ অসহায় একটি পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এগিয়ে এল রেজবী ফাউন্ডেশন। পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রবিবার ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধি দল ওই পরিবারের বাড়িতে পৌঁছে তাঁর কুল খতমের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাঁদের হাতে তুলে দেয়।এই মানবিক উদ্যোগে বিশেষভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শরিফ ভাই। চার কুল খতমের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সমস্ত খরচ তিনি নিজ উদ্যোগে বহন করেন। তাঁর এই সহযোগিতায় কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়।রেজবী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা আবু তাহের রেজবীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের সর্বভারতীয় সভাপতি ডক্টর শফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজসেবী শরিফ ভাই, মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মাওলানা হাফিজুল ইসলাম-সহ ফাউন্ডেশনের একাধিক নেতৃত্ব ও সদস্য। ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা যায়, পরিবারের কঠিন পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাঁদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতায় এদিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। মাওলানা আবু তাহের রেজবী বলেন, মানুষের প্রয়োজনের সময় পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত মানবিকতা। আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি যথাসম্ভব বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি। শরিফ ভাই যেভাবে এই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ব্যয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় মানবিক উদ্যোগ। রেজবী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অসহায় ও প্রয়োজনগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের এই কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

# পূর্ব রেলের পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতা কর্মসূচি

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত পালিত স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬ কর্মসূচির অংশ হিসেবে, পূর্ব রেলের মহাপরিচালক শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনায় স্বচ্ছতা মে সহভাগঃ স্বচ্ছ ভারত, বিকশিত ভারত ভাবনাকে সামনে রেখে পূর্ব রেলের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।২৭ সেপ্টেম্বর পর্যটন দিবস হিসেবে পালিত হওয়ায় পর্যটন ও ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিকে পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় রাখার গুরুত্ব আরও একবার তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়।


**NAME CHANGE**

I, Sanayun Sk (Old Name) S/O–Aanichhur Sekh resident of Vill & Po-Patikabari, Ps-Nakashipara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Sanayun Sk to Samayun Sekh and henceforth I shall be known as Samayun Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Behampore court dated on 25/09/2026. My name Samayun Sekh & Sanayun Sk both are same and one identical person

**NAME CHANGE**

I, Mohammad Bainoddin Sekh (Old Name) S/O–Abdul Maid resident of Vill –Chingnipara Velian , Po- Kalithi, Ps-Nalhati, Dist-Birbhun , West Bengal, Pin-731220 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Bainoddin Sekh to Md Bainoddin Sekh and henceforth I shall be known as Md Bainoddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/09/2026. My name Md Bainoddin Sekh & Mohammad Bainoddin Sekh both are same and one identical person

**NAME CHANGE**

I, Saiful Hoque Biswas (Old Name) S/O–Fajlul Haque Biswas resident of Raypur Dakshinpara, Raypur, Mirpur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Saiful Hoque Biswas to Saiful Haque Biswas and henceforth I shall be known as Saiful Haque Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/09/2026. My name Saiful Haque Biswas & Saiful Hoque Biswas both are same and one identical person

**NAME CHANGE**

I, Abdus Sattar Mondal (Old Name) S/O–Sakubari Mandal resident of Srirampur Paschimpara, Baranbaria, Dist-Ranaghat , West Bengal, Pin-741504 do hereby declared that I have changed my name from Abdus Sattar Mondal to Abdus Sattar Mandal and henceforth I shall be known as Abdus Sattar Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/09/2026. My name Abdus Sattar Mandal & Abdus Sattar Mondal both are same and one identical person

**NAME CHANGE**

I, Matiur Rahaman Mandal (Old Name) S/O–Majibur Rahaman Mandal resident of Gopinathpur, Paschimpara, Palashipara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Matiur Rahaman Mandal to Matiur Rahaman Mondal and henceforth I shall be known as Matiur Rahaman Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Behampore court dated on 25/09/2026. My name Matiur Rahaman Mondal & Matiur Rahaman Mandal both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Moti (Old Name) S/O–Kofijuddin resident of Sultanpur, Sultanpur, Bhagwangola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Moti to Moti Sk and henceforth I shall be known as Moti Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Behampore court dated on 25/09/2026. My name Moti Sk & Moti both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Motiur Mia (Old Name) S/O–Badiuddin residing at Madhababati, Bamangola , Dist-Malda, West Bengal 733124 do hereby declared that I have changed my name from Motiur Mia to Matiur Mia and henceforth I shall be known as Matiur Mia (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/09/2026 . My name Matiur Mia & Motiur Mia both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Ektar Ali (Old Name) S/O–Sadruddin Sk residing at Vill-Kantabari , PO-Kazipara , PS-Sagarpara , Dist-Murshidabad, West Bengal 742306 do hereby declared that I have changed my name from Ektar Ali to Eaktar Ali and henceforth I shall be known as Eaktar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 25/09/2026 . My name Eaktar Ali & Ektar Ali both are same and one identical person.


# পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনে রাতারাতি সম্পন্ন হলো প্রধান পরিকাঠামোগত আধুনিকীকরণের কাজ

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের রাতে, ট্র্যাকের সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং ট্রেন চলাচল উন্নত করতে পূর্ব রেল সফলভাবে দুটি প্রধান ট্রাফিক এবং ওভারহেড ইকুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ ব্লক পরিচালনা করে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনায়, সাধারণ যাত্রী পরিষেবা বিঘ্নিত না করার উদ্দেশ্যে রক্ষণাবেক্ষণকারী দলগুলি মধ্যরাতে গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাকশন এবং ট্র্যাক পুনর্নবীকরণের কাজ শেষ করে। রাত ০০২৫ টা থেকে ভোর ০৫০০ টা পর্যন্ত বালিগঞ্জ-সোনামুখী এবং সোনারপুর-ফিডিং পোস্টের মধ্যবর্তী ডাউন লাইনে ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন টিম কাজ সম্পন্ন করে। এই ব্লকের সময় ১,৫০০ মিটার (একটি পূর্ণ টেনশন দৈর্ঘ্য) জীর্ণ কন্টাক্ট ওয়্যার পরিবর্তন করা হয়, আন-ইনসুলেটেড ওভারল্যাপের চারটি 'জি' জাম্পার নতুন তারে স্থানান্তরিত করা হয়, চারটি ইনসুলেটর সহ দুটি মরচে পরা কঃ টাক্ট লাইন পরিবর্তন করা হয়, ২৪টি কন্টাক্ট লাইন লোড স্থানান্তরিত করা হয় এবং সম্পূর্ণ টেনশন দৈর্ঘ্য জুড়ে ২৪টি নতুন স্যাডল প্লেট স্থাপন করা হয়। একই সাথে, শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, শিয়ালদহ (দক্ষিণ)-এ তাৎপর্যপূর্ণ ট্র্যাক আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। পয়েঃট নম্বর ৩৬এ এবং ৩৩-কে ৫২ কেজি থেকে প্রয়োজনীয় ফিটিংস সহ আধুনিক ৬০ কেজি থিক ওয়েব সুইচে রূপান্তরিত করা হয়। শ্যাডো ব্লকের সময় একসাথে কাজ করে প্রকৌশলীরা ১৮৮.৩৬৫ মিটার দীর্ঘ ৬০ কেজি রেলের পুনর্নবীকরণ করেন, চিরাচরিত ধরণ থেকে দুটি পয়েন্ট মেশিনকে TWS-এ পরিবর্তিত করেন যার মধ্যে রযেছে আপডেট করা গ্রাউন্ড ফিটিংস, ক্রস-প্রোটেকশন ওয়্যারিং এবং ফুল করেসপন্ডেন্স টেস্টিং। অতিরিক্ত সুরক্ষা আপগ্রেডের মধ্যে রয়েছে ৬টি গ্লুড ইনসুলেটেড জয়েন্ট এবং ৮টি ট্র্যাক জাম্পার পরিবর্তন করা। রাতের এই অর্জনের কথা উল্লেখ করে পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন পরিকল্পিত এই নৈশকালীন আধুনিকীকরণগুলি রেলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ট্রেনের গতি বৃদ্ধি এবং প্রতিটি যাত্রীর নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ যাত্রা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের অবিচল অঙ্গীকারকেই তুলে ধরে।

# স্বচ্ছতা হি সেবা ও স্বচ্ছতা পক্ষ - ২০২৬

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত 'স্বচ্ছতা হি সেবা' ২০২৬ কর্মসূচি পালন করছে। একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং যাত্রী-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রেলওয়ে স্টেশন ও স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় (সার্কুলেটিং এরিয়া) পরিচ্ছন্নতা অভিযান জোরদার করা হয়েছে। খড়গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর এবং রাঁচি-এই চারটি ডিভিশন জুড়ে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। স্টেশন চত্বর, প্ল্যাটফর্ম, স্টেশন সংলগ্ন এলাকা, ওয়েটিং হল, ফুট ওভার ব্রিজ, শৌচাগার, পানীয় জলের স্থান এবং যাত্রীদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জায়গাগুলিতে নিবিড় ভাবে পরিচ্ছন্নতার কাজ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে তাদের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও পরিচ্ছন্নতা প্রচার চালাচ্ছে এবং যাত্রীদের স্টেশন ও রেল চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার অনুরোধ জানাচ্ছে। নিয়মিত আবর্জনা অপসারণ, বর্জ্যের সঠিক পৃথকীকরণ, যাত্রীদের ব্যবহারের স্থানগুলো পরিষ্কার রাখা এবং সময়মতো বর্জ্য নিষ্কাশনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত ডাস্টবিনের ব্যবস্থা এবং কঠিন বর্জ্যের সঠিক অপসারণও নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের আওতায় যাত্রীদের ও রেল পরিষেবা ব্যবহারকারীদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এবং যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে উসাহিত করার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। যাত্রীদের নির্দিষ্ট ডাস্টবিন ব্যবহার করার এবং রেল চত্বর পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে সকল যাত্রীর জন্য পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক রেলওয়ে স্টেশন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রেল প্রশাসন যাত্রী ও সাধারণ মানুষকে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার এবং রেলওয়ে স্টেশন ও চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে যৌথভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে।

# উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা আসন্ন উৎসবের মরসুমে অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেনের পরিচালন

মালিগাঁও, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্নপূজা,দীপাবলি ও ছট উৎসবের মরসুমে উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে বিদ্যমান বিশেষ ট্রেন পরিষেবাগুলি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইপ রিষেবা গুলো উৎসবের সময় ভ্রমণের সুবিধাজনক বিকল্প প্রদান করবে, যাত্রীদের চলাচল সুগম করতে সহায়তা করবে এবং সংযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। বিশেষ পরিষেবাগুলোর মধ্যে সেকেন্দ্রাবাদ-নাহরলগুন, নিউজলপাইগুড়ী সংযোগকারী ট্রেন রয়েছে। এই পরিষেবা গুলি উত্তর-পূর্বাঞ্চল, হাওড়া-লামডিং এবং কলকাতা-পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, সাঁতরাগাছি-নাহরলগুন,ওড়িশা এবং তেলেঙ্গানা অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থান গুলিকে সংযুক্ত করবে, যার ফলে উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের জন্যউন্নত ভ্রমণ বিকল্প এবং উন্নততর সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করবে। ট্রেন নং. (সেকেন্দ্রাবাদ ০৭০৪৬ নাহরলগুন) স্পেশাল ট্রেনটি ২০২৬-এর ২ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্তপ্রতিশুক্রবার ০৮.৩০ ঘন্টায় সেকেন্দ্রাবাদ থেকে যাত্রা শুরু করে রবিবার ১৬.০০ঘন্টায় নাহরলগুন পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং.০৭০৪৭ (নাহরলগুন সেকেন্দ্রাবাদ) স্পেশাল ট্রেনটি ২০২৬-এর ৫ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি সোমবার ১৩.০০ করে বুধবার ২১.৫০ ঘন্টায় সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছাবে। বিদ্যমান চলাচলের ঘন্টায় নাহরলগুন থেকে যাত্রা দিন, শুরু সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী এইপরিষেবাটি উভয় দিকে অতিরিক্ত ৫টি করে ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ০৮০৪৭ (সাঁতরাগাছি নাহরলগুন) স্পেশাল ট্রেনটি ২০২৬-এরট্রেননং.ঘন্টায় সাঁতরাগাছি থেকে যাত্রা শুরু করে শনিবার ২০.৫০ ২ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত.প্রতি.শুক্রবার ১৮.০০ ঘন্টায় নাহরণগুন পৌঁছাবে।


**NAME CHANGE**

I, Pradip Bhattacharya (Old Name) S/o Madan Mohan Bhattacharya Residing at 199B, Flat No. 4A, 4th floor, Bagmari Road, P.o - Kankurgachi, District - Kolkata, Pin - 700054, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Pradip Bhattacharya (Old Name) to Prodeep Kumar Bhattacharjee (New Name) and henceforth I shall be known as Prodeep Kumar Bhattacharjee (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 25-09-2026. Prodeep Kumar Bhattacharjee (New Name) and Pradip Bhattacharya (Old Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Laxman, Laxman Ghosh (Old Name) S/o Dalim Ghosh Residing at Vill+P.o - Belpukur, Krishnanagar - II, P.s - Dhubulia, District - Nadia, Pin - 741125, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Laxman, Laxman Ghosh (Old Name) to Laxmanchandra Ghosh (New Name) and henceforth I shall be known as Laxmanchandra Ghosh (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 25-09-2026. Laxmanchandra Ghosh (New Name) and Laxman, Laxman Ghosh (Old Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Mita (Old Name) D/o Gandhiram Ghosh Residing at Vill+P.o - Belpukur, Krishnanagar - II, P.s - Dhubulia, District - Nadia, Pin - 741125, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Mita (Old Name) to Mita Ghosh (New Name) and henceforth I shall be known as Mita Ghosh (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 25-09-2026. Mita Ghosh (New Name) and Mita (Old Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Mordia Prafull Vinod Kumar (Old Name) S/o Vinod Manoharlal Mordia Residing at 306, Darpan Apartments, 50A, Purna Das Road, Golpark, Sarat Bose Road, District - Kolkata, Pin - 700029, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Mordia Prafull Vinod Kumar (Old Name) to Prafull Vinod Mordia (New Name) and henceforth I shall be known as Prafull Vinod Mordia (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 25-09-2026. Prafull Vinod Mordia (New Name) and Mordia Prafull Vinod Kumar (Old Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Sk Nur Alam Ali (Old Name) S/o Sekh Harun Rashid Residing at Dhandali Sayedpur Gutinagori, Sayedpur, District - Howrah, Pin - 711315, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sk Nur Alam Ali (Old Name) to Sekh Noor Alam (New Name) and henceforth I shall be known as Sekh Noor Alam (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 25-09-2026. Sekh Noor Alam (New Name) and Sk Nur Alam Ali (Old Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Sk Aktar Ali (Old Name) S/o Sk Samad Ali Residing at Kharia, P.o - Khariamoynapur, District - Howrah, Pin - 711316, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sk Aktar Ali (Old Name) to Sk Akhtar Rahaman (New Name) and henceforth I shall be known as Sk Akhtar Rahaman (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 25-09-2026. Sk Akhtar Rahaman (New Name) and Sk Aktar Ali (Old Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Moumita Das Adhikari (Old Name) W/o Shyamal Das Adhikari Residing at Shibpur, P.o - Debnibas, District - South 24 Parganas, Pin - 743357, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Moumita Das Adhikari (Old Name) to Moumita Pramanik Das Adhikari (New Name) and henceforth I shall be known as Moumita Pramanik Das Adhikari (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 24-09-2026. Moumita Pramanik Das Adhikari (New Name) and Moumita Das Adhikari (Old Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Harjeet Kaur (Old Name) W/o Rajinder Singh Residing at 36, Bangur Avenue, Block - B, Flat - 4A, District - North 24 Parganas, Pin - 700055, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Harjeet Kaur (Old Name) to Harjit Kaur (New Name) and henceforth I shall be known as Harjit Kaur (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 25-09-2026. Harjit Kaur (New Name) and Harjeet Kaur (Old Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Idrish Halsona (old name) S/o- Kheder Halasana residing at Balarampur, Karuigachi, Tehatt, Dist-Nadia, Pin-741163 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from IDRISH HALSONA to IDRISH HALSANA and henceforth I shall be known as IDRISH HALSANA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 26/09/2026. IDRISH HALSONA (old name) and IDRISH HALSANA (new name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Manju Bibi (old name) W/o- Asik Ikbal residing at Ramnagar Etbarnagar, Basantapur, Domkal, Dist-Murshidabad, Pin-742406 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MANJU BIBI to MANJU KHATUN and henceforth I shall be known as MANJU KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Domkal, Murshidabad dated 23/09/2026. MANJU BIBI (old name) and MANJU KHATUN (new name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Selim Halsonan (old name) S/o- Idrish Halsana residing at Balarampur, Karuigachi, Tehatt, Dist-Nadia, Pin-741163 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SELIM HALSONAN to SELIM HALSANA and henceforth I shall be known as SELIM HALSANA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 26/09/2026. SELIM HALSONAN (old name) and SELIM HALSANA (new name) both are same and one identical person.

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল অর্পন দাস, পিতা - অজয় কুমার দাস, ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩১৪৪নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ২৬৩/১৪নং (A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া) আমমোক্তার (গোপীনাথ দাস) দলিল দ্বারা মৌজা- ধারসা (৩৬), হাল- ৩০১নং, খতিয়ানে, সাবেক ও হাল - ১২৬নং দাগে ০৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্তী
অ্যাডভোকেট

**NAME CHANGE**

I, Antara Kanjilal Chatterjee (Old Name) W/O–Sumanta Chatterjee resident at 896, West Banamalipur, P.O. & P.S. Barasat, Dist. North 24 Pgs, Kolkata 700 124 West Bengal, do hereby declared that I have changed my name from Antara Kanjilal Chatterjee to Antara Chatterjee and henceforth I shall be known as Antara Chatterjee (New Name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat on 03/08/26. Antara Kanjilal Chatterjee and Antara Chatterjee both are same and one identical person..

**AFFIDAVIT**

I, RONI KUMAR GHOSH S/o- Late Samir Ghosh & Sima Ghosh residing at Vill- Gazna, P.O-East Bishnupur, P.S.-Gaighata, Dist.-North 24 Parganas, PIN-743273 do hereby solemnly affirm and declare my actual place of birth is "Vill-Gazna, PO-East Bishnupur, PS-Gaighata, Dist-North 24 Parganas, PIN No.- 743273" instead of "Gaighata, North 24 Parganas, Ichapur-II, Ganti, West Bengal, 743287" vide an affidavit No. 14814 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas, Dated 15.09.2026.

# বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে সাদীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃ পূজা

**সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে পূর্ব বর্ধমানের সাদীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালিত হল মাতৃ সচেতনতা দিবস। এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের মায়েদের নিয়ে বিশেষ মাতৃ পূজার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নাচ, গান, আবৃত্তি-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও মাতৃভক্তি নিয়ে আলোচনা ও পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল মাতৃ পূজা। প্রত্যেক মাকে পৃথকভাবে চেয়ারে বসিয়ে তাঁদের সন্তানেরা পা ধুয়ে ও মুছিয়ে দেয়। এরপর ফুল দিয়ে পুজো, চন্দনের ফোঁটা এবং প্রদীপের আরতি করে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করে। মায়েরাও ধান ও দূর্বা দিয়ে সন্তানদের আশীর্বাদ করেন। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়। অভিভাবকদের জন্য ছিল মিষ্টিমুখের আয়োজন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজকুমার লাহা বলেন, ''ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি সর্বজনবিদিত। বর্তমান প্রজন্মের শিশুদের মধ্যে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির বোধ ছোট থেকেই গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ। শৈশব থেকেই মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানের বীজ বপন করা গেলে ভবিষ্যতে পারিবারিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং সমাজও সুন্দর হয়ে উঠবে।'' জানা গেছে, এদিন বিদ্যালয়ের প্রায় ১০৫ জন ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের মায়েরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন অভিভাবক ও স্থানীয়রা।

# কোলাঘাট বৃহন্নলা সংগঠনের প্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, পাঁশকুড়া, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** শনিবার রাতে দুস্কৃতীদের হামলার সম্মুখীন হয়েছিলেন কোলাঘাট বৃহন্নলা সংগঠনের প্রধান শোভা হালদার। ঘটনার পিছনে কি কোনও চক্রান্ত রয়েছে? তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় রবিবার বিকেল পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। প্রতিটি জেলায় বৃহন্নলাদের এলাকা ভিত্তিক সংগঠন রয়েছে। পাঁশকুড়া এলাকাটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সীমানায় অবস্থিত। বেশ কয়েক বছর ধরে এলাকা দখল নিয়ে 'বড়মা' অর্থাৎ শোভা হালদারের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরের সংগঠনে ঝামেলা চলছিল। সেই ঝামেলার কারণেই কি দুষ্কৃতীদের হালকা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও চক্রান্ত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে দেখছে। উল্লেখ্য, গত শনিবার মেছোগ্রাম মোড়ের কাছে একটি বাইকে করে এসে দুষ্কৃতীরা শোভা হালদারের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। দু'রাউন্ড গুলি চালিয়ে দুষ্কৃতীরা খড়্গপুরের দিকে পালিয়ে যায়। আহত হন শোভা। প্রথমে পাঁশকুড়ায় পরে কলকাতায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়।

# পূর্ব বর্ধমানে পার্টি অফিস খুলল বিজয় থালাপতির টিভিকে, কী পরিকল্পনা জানেন?

**নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** বাংলায় এ বার বিজয়ের পার্টি। পূর্ব বর্ধমানের ফাগুপুরে দলীয় কার্যালয় খুলল তামিল সুপারস্টার সি জোসেফ বিজয়ের তামিলাগা ভেত্রি কাজাঘম। দলীয় নেতৃত্বের

দাবি, আপাতত রাজনৈতিক কর্মসূচির বদলে সামাজিক কাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনো তাঁদের মূল লক্ষ্য। সংগঠনের পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করতে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে জোর দেওয়া হবে বলে জানান তাঁরা। টিভিকে নেতৃত্বের বক্তব্য, তামিলনাড়ু থেকে নির্দেশ এসেছে, যে সব রাজ্যে দলের সংগঠন তৈরি হচ্ছে, সেখানে সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই পশ্চিমবঙ্গেও সংগঠন বিস্তারের প্রাথমিক পর্বে সামাজিক কাজকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফাগুপুরে দলীয় কার্যালয় উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে জেলায় টিভিকে-এর সাংগঠনিক কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো বলে দাবি দলীয় নেতৃত্বের। টিভিকে-র রাজ্যের কো-অর্ডিনেটর চৈতালি রায় বলেন, ''প্রথমে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতেই প্রচারমূলক কাজকর্ম চালাব। পরবর্তীকালে মানুষের কাছে যখন বেশি করে পৌঁছব, তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা, সমস্যা সবই শুনব। শিক্ষা আর চাকরি, এই দুটো আমাদের প্রায়োরিটি লিস্টে থাকবে। আমরা চাই টিভিকে এখানে ভোটে অংশ নিক। তবে সবটাই নির্ভর করবে মানুষের উপরে। মানুষ কী চাইছেন, তার উপরে। আর কোন ভোটে আমরা লড়ব, সেটা আমাদের শীর্ষ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত নেবে।'' এ দিকে বাংলায় টিভিকে-এর পথচলা শুরু হতেই প্রশ্ন, এ বার কি তবে বাংলায় আসছেন দলের সুপ্রিমো বিজয় থালাপতি? চৈতালির কথায়, ''আমরা যদি বাংলায় টিভিকে-কে সফল ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, নিশ্চয়ই তিনি আসবেন।'' তামিলনাড়ুতে সরকার চালাচ্ছে বিজয়ের দল তামিলাগা ভেত্রি কাজাঘম। প্রথমবার বিধানসভা ভোটে লড়েই তামিলনাড়ুর রাজপাট দখল করেছে বিজয়ের দল। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও রাজ্যের একক বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তারা। পরে কংগ্রেস-সহ একাধিক দলের সঙ্গে জোট গড়ে সরকার গঠন করেছে তারা। তাঁর রাজপাট নিয়ে গোটা দেশেই বেশ চর্চা চলছে। এ দিকে বাংলার রাজনীতিতেও এখন বদলের চিত্র। এই আবহে পশ্চিমবঙ্গে এ বার বিজয়ের দলের পথচলা শুরু।

# ২০০৭-র মামলায় ফের গ্রেফতারি পরোয়ানা নেতাদের বাড়ি বাড়ি পুলিশ-বাহিনী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** ২০০৭ সালের জমি আন্দোলনের পুরনো একটি মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে রবিবার দিনভর সরগরম হয়ে উঠল পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ তিনটি গাড়িতে চড়ে নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের তারাচাঁদ বাড় এলাকায় যৌথ অভিযানে পৌঁছয় নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সেখানেই বাড়ি নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি তথা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট শেখ সুফিয়ানের। ২০০৭ সালের একাধিক ধারার মামলায় তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালানো হলেও বাড়িতে

তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি। সুফিয়ানের জামাই হাবিবুর রহমান জানান, পুরনো ওই মামলায় অনেকেই প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবে পুলিশ তাঁদের কাজ করেছে এবং তাঁরা আইনি পথেই এগোবেন। এরপর ১ নম্বর ব্লকেরই হাজরাকাটা এলাকায় জমি আন্দোলনের আর এক তৃণমূল নেতা শেখ সাহাবুদ্দিনের বাড়িতে হানা দেয় বাহিনী। পুলিশ বাড়িতে ঢুকতে গেলে প্রথমে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে মহিলা ও পুরুষ পুলিশ কর্মীরা ভেতরে ঢুকে তল্লাশি চালালেও খালি হাতেই ফিরতে হয় তাঁদের। সাহাবুদ্দিনের পরিবার কোনও মন্তব্য না করলেও ঠিক কোন মামলায় ও কী কী ধারায় এই অভিযান চালানো হয়েছে-তা দুই পরিবারের সদস্যদের কাছে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাক্তন বিধায়ক ও মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা অখিল গিরি বলেন, ''২০০৭ সালের যে মামলায় মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই মামলাতেই দেখলাম ২ জনের বাড়ি আজ পুলিশ গিয়েছিল। কয়েকদিন বাদে নির্বাচন। এর মধ্যে কমিশন এটা না করতেই পারত।'' এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে অবশ্য বিজেপির কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

# রেজিনগর উপনির্বাচনের প্রচারে হাতে হাত এনসিপিআই ও গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের, তীব্র কটাক্ষ বিরোধীদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, রেজিনগর, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য রবিবাসরীয় প্রচারে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শেখ সফিউজ্জামান ওরফে হাবিব মাস্টারকে নিয়ে প্রচারে ঝড় তুললেন ঋতব্রত তৃণমূল পন্থী একাধিক বিধায়ক এবং তৃণমূল ত্যাগী মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের এনসিপিআই সাংসদ আবু তাহের খান। আজ রেজিনগরে সফিউজ্জামানের নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেন ঋতব্রত তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক মদন মিত্র, রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান সহ একাধিক বিধায়ক। হুড খোলা গাড়িতে তাঁদেরকে রেজিনগরের বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলতে দেখা যায়। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে আজ গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর প্রচারে ঋতব্রত পন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সফিউজ্জামানের হয়ে প্রচার করতে দেখা যায় এনসিপিআই সাংসদ আবু তাহের খানকে। সফিউজ্জামানের প্রচারে এনসিপিআই এবং গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের হাতে হাত মিলিয়ে প্রচারকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। সফিউজ্জামানের প্রচারে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মদন মিত্র বলেন, ''রেজিনগর উপনির্বাচনে আমরা জেতার জন্য লড়াই করছি। আবু তাহের, ডেভিড (কান্দি বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক অপূর্ব সরকার), আখরুজ্জামানরা যে পলিসি নিয়ে চলছে তাতে আমাদের জয় নিশ্চিত।'' মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের নামকরণকে কটাক্ষ করে মদন মিত্র বলেন, ''আমাদের দল কোনও ব্যক্তির নামে চলেনা। এই দল গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস। এখানে তাহের, ডেভিড এবং আমরা সকলে একসঙ্গে লড়াই করছি। আমরা প্রমাণ করব বিজেপির বিরুদ্ধে শেষ লড়াই আমরাই লড়বো। আমরা সেটিং করব না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটিং করে বিজেপিকে বাংলায় ঢুকিয়েছেন আর তার প্রায়শ্চিত্ত আমরা করছি।'' মদন মিত্র আরও বলেন, ''আমরা রেজিনগরের লড়াইতে আছি, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত থাকবো। প্রমাণ হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গ ধর্ম নিয়ে বিভাজনের রাজনীতি করার কেন্দ্র নয়।'' রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে তীব্র কটাক্ষ করে মদন মিত্র বলেন, ''এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের 'ইগো' ছাড়তে পারেননি। এখন আবার তৃণমূল কংগ্রেসের নামের আগে নিজের নাম লিখেছেন কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রাখার সাহস করতে পারেননি। তিনি জানেন এটা করলে কেস কেঁচে গণ্ডুষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা আমাদের দলের প্রচারে মানুষের ছবি, কর্মীদের ছবি রাখবো।'' অন্যদিকে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর প্রচারে এনসিপিআই সাংসদের হাতে হাত মিলিয়ে প্রচারকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী গোলাম নবী আজাদ। তিনি বলেন, ''সকলেই তো জানে এনসিপিআই দল দিল্লিতে এনডিএ-র শরিক। যারা কেন্দ্রে বিজেপিকে সমর্থন করছে সেই দলের সাংসদ কীভাবে রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলবে? এই সমস্ত নেতারা সমাজের জন্য এত ভাবেন এদেরকে দেখে মাঝে মধ্যে সাধারণ মানুষ চিন্তায় পড়ে যাচ্ছেন!'' মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, ''একটা পদ্মফুলের পাঁচটা পাপড়ির একটা পাপড়ি এনসিপিআই আর ওপর একটা পাপড়ি গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস। এদের না জাতের ঠিক আছে, না বর্ণের ঠিক আছে। সাধারণ মানুষ সব বোঝে।'' তবে এনসিপিআই-কে যে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারের দরকার নেই তা সাফ জানিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান। তিনি বলেন, ''এনসিপিআই-কে আমাদের দরকার নেই। তবে কেউ যদি সাম্প্রদায়িক দলকে রুখতে আমাদের সঙ্গে আসেন তাঁকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।''

# নেপালের বিপর্যয়ে ছন্দপতন, পুজোর আনন্দ নেই ওঁদের জীবনে

**বর্ধমান, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** ঠিক একমাস আগে নেপালে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাঁদের জীবনের ছন্দ রাতারাতি স্থবির করে দিয়েছে। চারপাশে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে আগমনির সুর। শুরু হয়ে গিয়েছে কেনাকাটা। কিন্তু সেই ছোট্ট ছেলে এখনও রোজ টেলিভিশনের পর্দার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হয়তো খবর আসতে পারে, তার বাবা বেঁচে রয়েছেন! কেউ হয়তো ফোন করে খবর দিতে পারেন, বাবার খবর মিলেছে! রুশাইয়ে জলের প্রবল তোড়ে সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ বর্ধমানের দেওয়ানদিঘি থানার সিমডাল গ্রামের মাঝেরপাড়ার বাসিন্দা সন্দীপ গড়াই। তাঁর একমাত্র ছেলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রুদ্র গড়াই বলে চলে, ''মামা আর মায়ের সঙ্গে নবান্নে গিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে। বাবা কবে আসবে, কেউ তা বলতেই পারছেন না!'' রুদ্র বলে চলে, ''বাবার কথা সে দিন তো মুখ্যমন্ত্রীও বলতে

পারলেন না। বাবা ছাড়া আমরা পুজো কী ভাবে দেখব!'' ছেলের কথায় কান্নায় ভেঙে পড়েন নিখোঁজ সন্দীপের স্ত্রী তিথি গড়াই। প্রতিবেশীরা আসেন, দেখা করে যান। কিন্তু সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা তাঁরাও হারিয়ে ফেলেছেন এই এক মাসে। তিথি বললেন, ''আজ এক মাস মানুষটার খোঁজ নেই। কেউ অন্তত ওর খোঁজটা আমাদের দিন! উনি বেঁচে আছেন অথবা নেই, সেই খবরটাও তো জানা দরকার। এ ভাবে যন্ত্রণা চেপে আর থাকতে পারছি না। ছেলেটাও কেমন যেন হয়ে গিয়েছে।'' এ বার বিধানসভা ভোটের পরে কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছিলেন সন্দীপ। দুর্ঘটনার দিন সকালেও ফোন করে ছেলে ও স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রতিবেশী সৌমদীপ সাঁই বলছেন, ''২০১৫ থেকে সন্দীপদা থাকতেন নেপালে। ওখানেই কাজ করতেন। খুব ভালো, মিশুকে মানুষ ছিলেন। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতি আমাদের বুকেও যেন চেপে বসেছে।'' যোগ করলেন, ''শুনেছি, রাজ সরকারও চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনও খোঁজ তো মিলছে না। ওই পরিবারের দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না।''

# রাতের অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে বাড়ি, চাষের জমিটাও ভাঙছে এবার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** হু হু করে বাড়ছে ভাগীরথীর জল। ধীরে ধীরে বিপদসীমা অতিক্রম করছে নদীর জলস্তর। ইতিমধ্যেই শান্তিপুরের গঙ্গা তীরবর্তী একাধিক রাস্তা চলে গিয়েছে জলের তলায়। পাশাপাশি শুরু হয়েছে নদী ভাঙন। চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন শান্তিপুরের গঙ্গা তীরের বাসিন্দারা। রাতের অন্ধকারে একের পর এক বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে এবার চাষের জমিও যেতে বসেছে চাষের জমিও। শান্তিপুর থানা এলাকার একাধিক গ্রাম ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। প্রতি বছরই বর্ষার এই সময়টায় জল বাড়ার পাশাপাশি ভাঙনের কবলে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা। জলের তলায় চলে যায় চাষের জমি, নষ্ট হয় বিভিন্ন ফসল। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে নদীর জল ঢুকে পড়ে গ্রামে, জলমগ্ন হয়ে পড়ে বাড়িঘর। প্রাণ বাঁচাতে উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিতে হয় বহু পরিবারকে। কিছুদিন আগেই শান্তিপুর গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্রীরামপুর এলাকায় রাতের অন্ধকারে প্রায় ১০টি বাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। এবার ফের জল বাড়ার সঙ্গে ভাঙনের তীব্রতাও বেড়েছে। শান্তিপুরের হালদারপাড়া চৌধুরী পাড়ার যাতায়াতের রাস্তা বর্তমানে জলের তলায়। জল ঢুকতে শুরু করেছে চাষের জমিতেও। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের একাধিকবার জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, ''এভাবে চলতে থাকলে গোটা গ্রাম শেষ হয়ে যাবে।'' যে রাস্তা দিয়ে বাসস্ট্যান্ডে যাওয়া যায়, সেই রাস্তার প্রায় পুরোটাই জলের তলায় চলে গিয়েছে।

# জলের লেনে গতি আর সময়ের লড়াই, বালুরঘাটে উত্তরবঙ্গের সাঁতারুরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট ২৭ সেপ্টেম্বঃ** বাঁশির শব্দ। একসঙ্গে জলে ঝাঁপ। লেন ধরে গতি আর সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলা সাঁতারুরা। রবিবার সকালে এমনই টানটান ল।াইয়ের সাক্ষী থাকল বালুরঘাটের সুরেশ রঞ্জন পার্কের সুইমিং পুল। জাতীয় পতাকা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হল উত্তরবঙ্গ স্তরের সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০২৬। দক্ষিণ দিনাজপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৮০ জন পুরুষ ও মহিলা সাঁতারু অংশ নেন। ৪৩টি ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাঁরা। সকাল থেকেই পুল চত্বরে ছিল প্রতিযোগী অভিভাবক এবং ক্রীড়াপ্রেমীদের ভিড়। বিভিন্ন বিভাগের ইভেন্টে নিজেদের দক্ষতা মেলে ধরেন উদীয়মান সাঁতারুরা। দিব্যাঙ্গ বা বিশেষভাবে সক্ষম সাঁতারু সৌমাথ্য দে-র সাঁতারের মাধ্যমে এ দিনের প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। জেলার সাঁতারুদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিভাবান সাঁতারুদের একই মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ করে দিতেই এই আয়োজন বলে জানান উদ্যোক্তারা। দক্ষিণ দিনাজপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুমনা কর্মকার দত্ত এবং সম্পাদক মৃন্ময় কুমার সাহা জানান জেলার সাঁতারুদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের উদীয়মান সাঁতারুদের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে নিজেদের দক্ষতা মেলে ধরার সুযোগ করে দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বালুরঘাট শাখার অধ্যক্ষ স্বামী বিষ্ণুরূপানন্দজী মহারাজ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সৌম্য হালদার ভারত সরকারের আধিকারিক সৌম্যদীপ সরকার ডিএসপি ট্রাফিক বিল্বমঙ্গল সাহা বিশিষ্ট সমাজসেবী সমীর প্রসাদ দত্ত ও বাপি সরকার-সহ জেলার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

## প্রেমের টানে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে আসতে গিয়ে বিপত্তি

# প্রেমিক-প্রেমিকার চার হাত এক হলো না, নিয়ে গেল পুলিশ

**মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বরঃ** প্রকৃত ভালোবাসা কোনও কাঁটাতারের বেড়া, ভৌগোলিক দূরত্ব বা সামাজিক বাধা মানে না। সেই ঘটনায় এবার সত্যি হলো মুর্শিদাবাদে। মনের মানুষকে বিয়ে করতে চেয়ে সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে ঢোকার অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত মহিলার নাম মঞ্জিরা বিবি। রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বাহুড়া ঘাট এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে বিএসএফ। পরে বিএসএফ তাঁকে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মঞ্জিরা বিবির আদি বাড়ি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের নাড়ুখাকি চর এলাকায়। যদিও খুব কম বয়সেই বাংলাদেশের এক যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর সে বাংলাদেশে পাড়ি দেয় এবং সেখানেই সংসার শুরু করে। বাংলাদেশে বর্তমান তাঁর স্বামী ইউসুফ শেখের সংসারে তিন মেয়ে এবং ছয় বছরের একটি ছেলে রয়েছে। সূত্রের খবর, বাংলাদেশে বিয়ের পর মঞ্জিরা সেই দেশের নাগরিকত্বও নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন বাংলাদেশে সংসার করার পর সম্প্রতি মঞ্জিরার সঙ্গে সমাজ মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের নাম ডালিম। সমাজ মাধ্যমে আলাপের পর গত দেড় মাস ধরে ফোনে দু'জনের নিয়মিত কথাবার্তা চলত। সেই প্রেমের টানেই বাংলাদেশের স্বামী- তিন কন্যা সন্তানকে ফেলে ভারতে এসে নতুন করে সংসার পাতার পরিকল্পনা করে মঞ্জিরা। রাতের অন্ধকারে একমাত্র নাবালক সন্তানকে নিয়ে সীমান্তের

কাঁটাতার পার করে ভারতে প্রবেশ করতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। দু'জনেই বিএসএফ-এর নজরে পড়ে যায়। ধৃত মঞ্জিরা বিবি নিজেই জানিয়েছেন, ''আমার বর্তমান স্বামীর নাম ইউসুফ, তিনি বাংলাদেশি। আমার নিজের বাড়ি রঘুনাথগঞ্জের নাড়ুখাকি চর এলাকায়। খুব ছোট বয়সে ইউসুফের সঙ্গে বিয়ে করে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিলাম। সম্প্রতি জঙ্গিপুরের ডালিম নামে এক যুবকের সঙ্গে আমার সমাজ মাধ্যমে পরিচয় হয়। গত দেড় মাস ধরে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। আমরা দু'জন বিয়ে করতে চাই। এই বিয়ের জন্য ডালিম আমাকে ভারতে চলে আসতে বলেছিল। তাঁর কথা শুনেই আমি ভারতে চলে এসেছি।'' মঞ্জিরার এই পরিকল্পনা অবশ্য সফল হয়নি। অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করার সময়ই বাহুড়া ঘাট এলাকায় বিএসএফ জওয়ানদের নজরে পড়ে যায় সে এবং তাঁর নাবালক সন্তান। বৈধ কোনও কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর বিএসএফ রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় তাঁকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত মহিলার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। কীভাবে সে সীমান্ত পার হল, এর পিছনেকোনও দালাল চক্র কাজ করছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি যে যুবকের টানে সে ভারতে এসেছে, সেই ডালিমের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃত মঞ্জিরার পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে রবিবার তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।


**মাভেনস্ বায়োটেক লিমিটেড**
সিআইএনঃ এল১৭২৯৭ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২২৬
রেজিস্টার্ড অফিসঃ রুম নং. ৪০৭, ৫ম তল, প্রিমাইসেস নং. ৪, ক্লাইভ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, টেলিফোনঃ +৯১-৩৩-২২৬২৩০৫৬
ইমেলঃ investors@mavensbiotech.com, ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com

**ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ-এর হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা**

এসইবিআই-র ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 ''বিনিয়োগের সহজীকরণ-ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা'' অনুযায়ী, যে সকল শেয়ারহোল্ডারের কাছে ফিজিক্যাল বা কাগজের আকারে শেয়ার রয়েছে, তাঁদের জানানো যাচ্ছে যে এসইবিআই ১ (এক) বছরের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেছে। এই সময়সীমা **৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭** পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ১ এপ্রিল ২০১৯-এর আগে কেনা-বেচা হওয়া ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন ('ডিম্যাট')-এর জন্য আবেদন করতে, অথবা এমন কোনো হস্তান্তর অনুরোধ যা আগে প্রত্যাখ্যান বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল (নথিপত্র বা প্রক্রিয়ায় ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে সম্পন্ন করা যায়নি), তার জন্য শেয়ারহোল্ডাররা মূল শেয়ার সার্টিফিকেটসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-মেসার্স অ্যাডরয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। ঠিকানাঃ ১৯-২০, জাফরভাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০ ০৫৯ ফোনঃ (০২২) ৪২২৭০৪০০ ইমেলঃ info@adroitcorporate.com ওয়েবসাইটঃ www.adroitcorporate.com। নথিপত্র জমা দেওয়ার আগে শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখে নেওয়ার জন্য। শেয়ারহোল্ডাররা investors@mavensbiotech.com-এ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

মাভেনস্ বায়োটেক লিমিটেড-এর পক্ষে
জয় প্রকাশ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
ডিআইএনঃ ০২৫২৫৪১৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৬.০৯.২০২৬



**PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE**

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites on line Tender for the works :

#1 Restoration of damaged GT Road (N) at 391 G.T Road near Pilkhana More cutting by KMDA/HMC for repair underground drain,Howrah during thr year 26-27, Estimated Amount Put to Tender: Rs.13,35,142/-

#2 Repairing and restoration of black top portion on GT Road (N) cutting by CESC from Hindal Co to Dewangachi Masjid during thr year 26-27, Estimated Amount Put to Tender: Rs.12,12,483/-

#3 Emergent repairing and restoration damaged Benaras Road from ch 10.10 to 10.18 km & 10.91 to 163 10.98 km (right Lane of divider) during the year 26-27. Estimated Amount Put to Tender: Rs.21,80,828/-

**N.I.e.T. NO. : WBPWD/EE/HD/NIeT_59/2026_2027. , Tender ID: 2026_WBPWD__5075826_1/2/3.**

Bid Submission start date (online) 28.09.2026 up to 10:00 A.M

Bid Submission end date (online) 12.10.2026 up to 13.30 P.M

Corrigendum if any will be published in website only.

Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app

Sd/-
**Executive Engineer**
**Howrah Division, PWD**



**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

**(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/10 (1st Call)** Name of work : **Restoration of sewer trench by providing CC Pavement from A.G. School to 172/3, Mission Anchal at Mission Anchal in Ward No. 142, Br.-XVI;** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **3,52,218.06**; Earnest Money : ₹ **7,500.00**;

**(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/11 (1st Call)** Name of work : **Restoration of sewer trench by providing CC Pavement from 103/1, Krishnanagar to 100, Krishnanagar in Ward No. 142, Br.-XVI;** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,96,094.21**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**;

**(3) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/13 (1st Call)** Name of work : **Restoration of sewer trench by providing CC Pavement from 87, Krishnanagar to 87/1, Krishnanagar in Ward No. 142, Br.-XVI;** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **3,87,573.58**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**;

**(4) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/15 (1st Call)** Name of work : **Restoration of sewer trench by providing CC Pavement from 87/12, Krishnanagar to 48/25, Krishnanagar in Ward No. 142, Br.-XVI;** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **3,73,274.29**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**;

**(5) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/29 (1st Call)** Name of work : **Restoration of 3 Nos. sewer trench by providing CC Pavement from A-157 to A-144, Dineshpally and A-141 to A-149, Dineshpally and A-147 to A-148 Dineshpally in Ward No. 114, Br.-XI;** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,96,224.71**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **30 days (for Sl. No. 1 to 5);**

**(6) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/14 (1st Call)** Name of work : **Restoration of sewer trench by providing CC Pavement from 87/1, Krishnanagar to 88/9, Krishnanagar in Ward No. 142, Br.-XVI;** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,97,384.30**; Earnest Money Deposit : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **21 days;** Bid submission start date (online) : **28.09.2026 at 1 pm (for Sl. No. 1 to 6)**; Last date and time of submission of Bid (online) : **06.10.2026 at 1 pm (for Sl. No. 1 to 6)**; Date of opening of Technical Bid : **08.10.2026 at 1 pm (for Sl. No. 1 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **28.09.2026 at 1 pm (for Sl. No. 1 to 6).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 to 6).**

The **Executive Engineer (Civil/HQ), KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for following works :

**(1) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/037/2026-27 Dated: 26.09.2026 (2nd Call)**
Name of the work : **Renovation of Room No. 206 and Installation of New Furniture allotted for Chamber of Jt. Municipal Commissioner, 2nd Floor of C.M.O. Buildings;** Estimated Cost : ₹ **2,99,668.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **15 Days**.

**(2) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/038/2026-27 Dated: 26.09.2026 (2nd Call)**
Name of the work : **Annual Civil Maintenance Work of Town Hall Campus, Excluding Outside Work at Town Hall Main Building for the financial year of 2026-27;** Estimated Cost : ₹ **2,99,250.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **365 Days**. Last date and time of submission of Bid : **09.10.2026 - (11 am) (For Sl. No. 1 & 2)**; The Bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 (11 am) (For Sl. No. 1 & 2)**. The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC** invites open / e-tender for online item / percentage rate for two bid system of the following works :

**(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/46**
Name of work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of Electrical Installation at 07 Nos. Community Hall under Br.-VII;** Estimate Amount : ₹ **3,61,440.00**; Earnest Money : ₹ **7,300.00**; Period of Completion : **365 Days**. Last date and time of submission of Bid : **07.10.2026 (2.00 pm)**; Bid opening date for technical proposal on : **07.10.2026 (2.30 pm)**; The bid forms and other details are available on and from **25.09.2026 (6 pm).**

**(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/29R**
Name of work : **Supply of services of Electrical System for operation and routine upkeepnig of Street Lighting System at Dhapa Road and its surrounding Villages in Ward No. 58, under Br.-VII;** Estimate Amount : ₹ **4,84,720.00**; Earnest Money : ₹ **9,700.00**; Period of Completion : **365 Days**. Last date and time of submission of Bid : **08.10.2026 at 3.00 pm** and Bid opening date for technical proposal (online) : **08.10.2026 at 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **25.09.2026 (6 pm).**

**(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/57**
Name of work : **Supply of service of Electrical System for operation and routine upkeepnig of Street Lighting System at Metropolitan, Tapurighata, Makaltala & others in Ward No. 57, under Br.-VII;** Estimate Amount : ₹ **1,73,217.00**; Earnest Money : ₹ **3,500.00**; Period of Completion : **181 Days**.

**(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VII/26-27/58**
Name of work : **Supply of service of Electrical System for operation and routine upkeepnig of Street Lighting System at Canal South Road, D.C. Dey Road and surroundings in Ward No. 57, under Br.-VII;** Estimate Amount : ₹ **2,18,700.00**; Earnest Money : ₹ **4,400.00**; Period of Completion : **180 Days**. Last date and time of submission of Bid : **08.10.2026 at 12.00 Noon (for Sl. No. 3 & 4)** and Bid opening date for technical proposal (online) : **08.10.2026 at 5 pm (for Sl. No. 3 & 4)**; The bid forms and other details are available on and from **25.09.2026 (5 pm) (for Sl. No. 3 & 4).** The website **https://etender.wb. nic.in (for Sl. No. 1 to 4)**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Zone-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

**(1) NIT No. : B13/WCXVI/26-27/SLM (1st Call)**
Name of work : **Operation and maintenance work of Street Lighting installation and other allied Electrical Works in Ward No. 116;** Estimated Amount : ₹ **4,97,042.21**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**;

**(2) NIT No. : B13/CXVII/26-27/SLM (1st Call)**
Name of work : **Operation and maintenance work of Street Lighting installation and other allied Electrical Works in Ward No. 117;** Estimated Amount : ₹ **4,98,557.21**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**;

**(3) NIT No. : B13/WCXIX/26-27/SLM (1st Call)**
Name of work : **Operation and maintenance work of Street Lighting installation and other allied Electrical Works in Ward No. 119;** Estimated Amount : ₹ **4,97,536.10**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**;

**(4) NIT No. : B13/WCXX/26-27/SLM (1st Call)**
Name of work : **Operation and maintenance work of Street Lighting installation and other allied Electrical Works in Ward No. 120;** Estimated Amount : ₹ **4,97,647.20**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**;Period of Completion : **365 Days (for Sl. 1 to 4)**; Last date & time for submission of Bid : **08.10.2026 (4.00 pm) (for Sl. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **26.09.2026 (4.00 pm) (for Sl. 1 to 4)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. 1 to 4).**

540/26-27

# ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ইতিহাস গড়ার হাতছানি বিরাট কোহলির

তিরুঅনন্তপুরম, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রবিবারের ম্যাচে শুধু প্রত্যাবর্তন নয়, ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে বিরাট কোহলি। নিজের পয়া মাঠ তিরুঅনন্তপুরমে জাতীয় দলের জার্সিতে নামতে চলেছেন ভারতের তারকা ব্যাটার। আর এই ম্যাচেই তাঁর সামনে রয়েছে শচীন তেন্ডুলকরের চারটি বড় রেকর্ড স্পর্শ বা পেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ। এক দিন আগেই বিরাট জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপই হতে চলেছে তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। ফলে ভারতীয় দলের হয়ে যতদিন খেলবেন, প্রতিটি ম্যাচই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রবিবারের ম্যাচেও সেই লক্ষ্যেই নামবেন তিনি। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে একাধিক ব্যক্তিগত মাইলফলকের হাতছানি। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে বিরাটের রেকর্ড বরাবরই নজরকাড়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৪১টি ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ ২,২৬১ রান। রয়েছে ৯টি শতরান এবং ১১টি অর্ধশতরান। অন্যদিকে তিরুঅনন্তপুরমেও তাঁর ব্যাট কথা বলেছে। এই মাঠে এখনও পর্যন্ত দুটি ওয়ানডে খেলেছেন কোহলি এবং কোনও ম্যাচেই আউট হননি। তাঁর সংগ্রহ ১১৯ রান, যার মধ্যে রয়েছে একটি শতরান। প্রথম বড় মাইলফলক অপেক্ষা করছে তাঁর ১৫ হাজার ওয়ানডে রানের। বর্তমানে বিরাটের ঝুলিতে রয়েছে ১৪,৯৪১ রান। অর্থা রবিবার আরও ৫৯ রান করলে তিনি ওয়ানডে ক্রিকেটে ১৫ হাজার রানের ক্লাবে ঢুকে পড়বেন তিনি। এই কীর্তি গড়া দ্বিতীয় ব্যাটার হবেন কোহলি। এখনও পর্যন্ত এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন একমাত্র শচীন তেন্ডুলকর। এর পাশাপাশি রয়েছে শতরানের নজির। ওয়ানডেতে বিরাটের শতরানের সংখ্যা বর্তমানে ৫৪। সব ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মিলিয়ে তাঁর শতরান ৮৫টি। তবে লিস্ট এ ক্রিকেটে তাঁর সেঞ্চুরির সংখ্যা ৫৯। আরও একটি শতরান করলেই এই তালিকায় শচীনের ৬০টি সেঞ্চুরির রেকর্ড স্পর্শ করবেন বিরাট। শুধু তাই নয়, ঘরের মাঠে শতরানের ক্ষেত্রেও শচীনের খুব কাছাকাছি রয়েছেন কোহলি। দেশের মাটিতে তাঁর ওয়ানডে শতরানের সংখ্যা ৪১। শচীন ঘরের মাঠে করেছেন ৪২টি শতরান। ফলে রবিবার শতরান এলে আরও একটি ক্ষেত্রে কিংবদন্তি শচীনের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াবেন বিরাট। চতুর্থ মাইলফলকটি আরও বড়। দেশের মাটিতে ওয়ানডেতে শচীনের মোট রান ৬,৯৭৬। বিরাটের সংগ্রহ ৬,৮৮৭। অর্থা শচীনের রেকর্ড ভাঙতে কোহলির প্রয়োজন আরও ৯০ রান। যদিও ১১০ রান করলে তিনি সেই নজির স্পষ্ট ব্যবধানে পেরিয়ে যেতে পারবেন। বিরাটের বর্তমান ফর্মও তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ছয়টি ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৩৮৮ রান। রয়েছে একটি শতরান। তার উপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং তিরুঅনন্তপুরম-দুই ক্ষেত্রেই তাঁর অতীত রেকর্ড আশাব্যঞ্জক। তাই রবিবারের ম্যাচটি বিরাটের কাছে শুধুমাত্র জাতীয় দলের হয়ে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচ নয়। একসঙ্গে চারটি ঐতিহাসিক মাইলফলকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। ব্যাট হাতে কতটা সফল হন কোহলি, তার উপরই নির্ভর করবে শচীনের কোন কোন রেকর্ডের পাশে কিংবা ওপরে রবিবার নিজের নাম লিখতে পারেন তিনি।

# নেশন্স লিগ, ইংল্যান্ডকে হারিয়ে স্পেনের শুভসূচনা

লন্ডন, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ জয় দিয়ে নেশন্স লিগ অভিযান শুরু করল স্পেন। বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে শনিবার রাতে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ৩-২ গোলে জিতেছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। ইয়ামালের গোলে পিছিয়ে পড়া ইংল্যান্ডকে সমতায় ফেরান অ্যান্থনি গর্ডন। একটু পর স্বাগতিকদের এগিয়ে নেন কেইন। ইংল্যান্ডের রেকর্ড গোলস্কোরার কেইনের গোল হলো ৮৬টি, ১২৩ ম্যাচে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তার ওই পেনাল্টি মিসের হতাশা। একসঙ্গে বদলি নেমে স্পেনের পরের দুটি গোল করেন অ্যালেক্স বায়েনা ও মিকেল ওইয়ারসাবাল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে টানা ৩৯টি ম্যাচ অপরাজিত থাকল স্পেন। সবশেষ হারের স্বাদ তারা পেয়েছিল ২০২৪ সালের মার্চে, কলম্বিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে তাদের সবশেষ হার ছিল ২০২৩ সালের মার্চে, ইউরো বাছাইয়ে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। ‘নেশন্স লিগের তিন নম্বর গ্রুপের ম্যাচটিতে বল দখল ও আক্রমণে দুই দলই ছিল প্রায় সমান-সমান। গোলের জন্য স্পেনের ১৫ শটের পাঁচটি ছিল লক্ষ্যে, আর ইংল্যান্ডের ১৩ শটের পাঁচটি লক্ষ্য ছিল। এই গ্রুপের অন্য একটি ম্যাচে চেকিয়ার মাঠে ২-১ গোলে জিতেছে ক্রোয়েশিয়া। সবকটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৪৭ মিনিটে চমকার এক গোলে দলকে এগিয়ে নেন ক্রোয়াট অধিনায়ক লুকা মদ্রিচ। ৫৪ মিনিটে কারাবেকের গোলে ম্যাচে ফেরে স্বাগতিকরা। ৭৭ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন মারিও পাসালিচ।

## সাসেক্সের জয়ে সাত উইকেট শিকার করলেন জয়দেব উনাদকাট

লন্ডন, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ শনিবার কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের সর্বশেষ ম্যাচে হ্যাম্পশায়ারের বিপক্ষে সাসেক্সের ১৯৭ রানের জয়ে জয়দেব উনাদকাট একাই সাতটি উইকেট নিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে পাঁচটি উইকেট নেওয়ার পর উনাদকাট দ্বিতীয় ইনিংসে আরও দুটি উইকেট তুলে নেন এবং তৃতীয় দিনেই সাসেক্স জয় নিশ্চিত করে। তিনি ছাড়াও তৃতীয় দিনে মানব সুথার, মহিপাল লামরোর, আর সাই কিশোর এবং যুজবেন্দ্র চাহালও মাঠে নেমেছিলেন। সারের হয়ে ব্যাটিং করলেও রাহুল চাহার বল হাতে আসেননি। তৃতীয় দিনে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয়রা- জয়দেব উনাদকাট (সাসেক্স) - ১ অপরাজিত ও ১৭ অপরাজিত ৫৩২ ও ২২৯ মানব সুথার (ওয়ারউইকশায়ার) - ০৬ ও ১২৬ ১৯ মহিপাল লোমরর (সারে) - ৪১ / ৯৬ সাই কিশোর (গ্লস্টারশায়ার) - ০ ও ১১ ২৫১ ও ১২৭ যুজবেন্দ্র চাহাল (নর্থহ্যাম্পটনশায়ার) - ০ ও ৪ অপরাজিত ২২৩ ও ০৩৪।

## পুরুষদের বক্সিং ৮০ কেজি সেমিফাইনালে উঠলেন অঙ্কুশ

নাগোয়া (জাপান), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ রবিবার এশিয়ান গেমসে পুরুষদের ৮০ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে তাজিকিস্তানের নেকরুজ সালিমভকে পরাজিত করে অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল বক্সিংয়ে ভারতের অন্তত একটি ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছেন। হরিয়ানার ২০ বছর বয়সী এই তরুণ সর্বসম্মতভাবে ৫-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেছেন। যদিও শেষ রাউন্ডটি অঙ্কুশের বিপক্ষে যায় এবং বিচারকরা ৪-১ ব্যবধানে সেলিমভের পক্ষে রায় দেন, তবুও এই ভারতীয় বক্সার আগের দুটি রাউন্ডে ম্যাচটি জেতার জন্য যথেষ্ট ভালো খেলেছিলেন। সেমিফাইনালে অঙ্কুশ এরপর উজবেকিস্তানের ফজলউদ্দিন এরকিনবোয়েভের মুখোমুখি হবেন, যা আজ মঙ্গলবার ভারতীয় সময় সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে।

# গ্রিভসের দুরন্ত সেঞ্চুরি, কুলদীপের ঘূর্ণিতে ২৯৫-এ থামল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

## রো-কো-র সামনে বড় রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ

তিরুঅনন্তপুরম, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ শুরুটা দেখে মনে হচ্ছিল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর অনায়াসেই ৩৫০ পেরিয়ে যাবে। মাত্র ১৯ ওভারেই ১৩০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল ক্যারিবিয়ানরা। ভারতীয় পেসারদের বিরুদ্ধে দাপট দেখাচ্ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটাররা। কিন্তু ঠিক সেই সময় ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন কুলদীপ যাদব। তাঁর ঘূর্ণির জাদুতেই বড় রানের পথে ছুটতে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭ উইকেটে ২৯৫ রানে থামিয়ে দিল ভারত। তবে জাস্টিন গ্রিভসের দুরন্ত শতরান এবং আমির জাঙ্গোর ঝোড়ো ইনিংসের সৌজন্যে ভারতের সামনে রইল কঠিন রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘ অপেক্ষার পর জাতীয় দলের ওয়ানডে একাদশে ফেরার সুযোগ পেয়েছিলেন কুলদীপ। সাম্প্রতিক সময়ে বারবার স্কোয়াডে থেকেও প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি তাঁর। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দলে থাকলেও দুটি ম্যাচের কোনওটিতেই মাঠে নামেননি। এশিয়া কাপ এবং এশিয়ান গেমসের দলেও জায়গা হয়নি। আফগানিস্তান সিরিজ থেকেও বাদ পড়েছিলেন এই ‘ স্পিনার। অবশেষে সুযোগ মিলতেই নিজের জাত চিনিয়ে দিলেন কুলদীপ। ১০ ওভার বল করে মাত্র ৪০ রান দিয়ে তুলে নিলেন চারটি উইকেট। তাঁর স্পিনের সামনে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটারকে হারিয়ে ফেলল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একটা সময় যে দল ৩৫০ রানের স্বপ্ন দেখাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত তাদের ইনিংস থামল ২৯৫-এ। তিরুঅনন্তপুরমে ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনাও ছিল তুঙ্গে। দীর্ঘ আড়াই বছর পর এই মাঠে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরেছে। মাঠের বাইরে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই বড় তারকা রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিকে ঘিরেও ছিল উন্মাদনা। রোহিতের ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে মাঠের বাইরে দেখা যায় হিটম্যানের বিশাল ৫০ ফুটের কাটআউট। বিরাটকে ঘিরেও সমর্থকদের উসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এমন আবহেই টস জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক শুভমান গিল। তিরুঅনন্তপুরমের পিচে ফ্লাডলাইট জ্বলার পর ব্যাটিং তুলনামূলক সহজ হতে পারে-এই হিসাবেই প্রথমে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাট করতে পাঠান তিনি। কিন্তু শুরুতে সেই সিদ্ধান্তের সুফল পাওয়া যাচ্ছিল না। ভারতীয় পেসারদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ব্যাটিং শুরু করে ক্যারিবিয়ান দল। গুর্নুর ব্রার ১০ ওভার বল করে ৬০ রান দেন, কোনও উইকেট পাননি। নীতীশ কুমার রেড্ডির বোলিংয়েও সেই ধার দেখা যায়নি। হার্দিক পাণ্ডিয়ার বিকল্প হিসেবে তাঁকে দলে ভাবা হচ্ছে, ফলে তাঁর পারফরম্যান্সের দিকে বাড়তি নজর ছিল। কিন্তু এদিন বল হাতে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি তিনি। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ অবশ্য কিছুটা স্বস্তি দেন ভারতকে। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দুটি উইকেট তুলে নেন তিনি। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান তোলার গতি তাতেও কমেনি। ওপেনিং জুটিতে জন ক্যাম্পবেল এবং জাস্টিন গ্রিভস ভারতীয় বোলিংকে চাপে ফেলে দেন। একের পর এক বাউন্ডারিতে দ্রুত রান তুলতে থাকেন তাঁরা। একটা সময় ক্যারিবিয়ানদের স্কোর ১৯ ওভারে ১৩০ পেরিয়ে যায়। তখন মনে হচ্ছিল, বিশাল রানের লক্ষ্য অপেক্ষা করছে ভারতের সামনে। ঠিক সেই সময় কুলদীপের হাতে বল তুলে দিয়ে ম্যাচের চিত্র বদলে দেন ভারতীয় শিবির। ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা ক্যাম্পবেলকে ফিরিয়ে প্রথম ধাক্কা দেন তিনি। ৬টি চার এবং ৩টি ছক্কার সাহায্যে ৬০ বলে ৬২ রান করেছিলেন ক্যাম্পবেল। এরপর কেসি কার্টিও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ৩১ বলে মাত্র ১৩ রান করে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের বলে শুভমান গিলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। অধিনায়ক শাই হোপও বড় রান করতে পারেননি। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১১ রান। অন্যদিকে এক প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন গ্রিভস। ধৈর্য এবং আক্রমণের দারুণ মিশেলে নিজের শতরান পূর্ণ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত কুলদীপের বলেই তাঁর ইনিংসের সমাপ্তি। ১০১ রানে সাজঘরে ফেরেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটার। মাঝের সারিতে আমির জাঙ্গো পরিস্থিতি সামলে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে লড়াই করার মতো জায়গায় নিয়ে যান। ৪৩ বলে ৫৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর ব্যাটে ভর করেই নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেটে ২৯৫ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একদিকে গ্রিভসের দুরন্ত সেঞ্চুরি, অন্যদিকে কুলদীপের চার উইকেট-তিরুঅনন্তপুরমের প্রথম ইনিংসে দুই ভিন্ন মেরুর পারফরম্যান্স দেখা গেল। ভারতীয় পেসাররা যেখানে শুরুতে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি, সেখানে কুলদীপ একাই ম্যাচে ফেরালেন দলকে।

# সিন্ধু-মনুর হতাশার দিনে তিরন্দাজিতে আশার আলো, তিন রিকার্ভ দলই সেমিফাইনালে

নাগোয়া,৭৯সপ্টেম্বর এশিয়ান গেমসে ভারতের অভিযান যেন একদিকে হতাশা, অন্যদিকে আশার দোলাচলে এগোচ্ছে। রবিবার সকালে দেশের দুই তারকা মহিলা ক্রীড়াবিদ পিভি সিন্ধু এবং মনু ভাকের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলেন না। সিন্ধুর বিদায়ে ব্যাডমিন্টন থেকে ভারত শূন্য হাতে ফিরল। অন্যদিকে নিজের পছন্দের ইভেন্টে পদক হাতছাড়া করার পর মনুর ট্র্যাপ কোয়ালিফিকেশনেও শুরুটা হল হতাশাজনক। তবে এই দুই তারকার ব্যর্থতার মধ্যেই ভারতের পদকের আশা জিইয়ে রেখেছে তিরন্দাজি এবং বক্সিং।এশিয়ান গেমসে ভারতের অন্যতম বড় পদক-প্রত্যাশা ছিলেন পিভি সিন্ধু। কিন্তু রবিবার মহিলাদের সিঙ্গলস কোয়ার্টার ফাইনালেই থেমে গেল তাঁর অভিযান। প্রতিপক্ষ ছিলেন চিনের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চেন ইউফেই। প্রথম গেমে দুর্দান্ত শুরু করেছিলেন সিন্ধু। ২১-১১ ব্যবধানে গেম জিতে ম্যাচে এগিয়ে যান তিনি।দ্বিতীয় গেমেও লড়াই ছিল যথেষ্ট হাড্ডাহাড্ডি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন চেন ইউফেই। ২১-১৮ ব্যবধানে দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান তিনি। এরপর তৃতীয় গেমে আর লড়াইয়ে ফিরতে পারেননি ভারতীয় শাটলার। ২১-১১ ব্যবধানে শেষ গেম জিতে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সিন্ধুকে ছিটকে দেন চিনা তারকা। সিন্ধুর বিদায়ের সঙ্গে এশিয়ান গেমসে ভারতের ব্যাডমিন্টন অভিযানও শেষ হল পদকহীনভাবে। ফলে দেশের অন্যতম শক্তিশালী পদক-ভরসা থেকে এবার কোনও পদক এল না। অন্যদিকে শুটিংয়ে মনু ভাকেরও প্রত্যাশা অনুযায়ী শুরু করতে পারেননি। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল, তাঁর অন্যতম পছন্দের ইভেন্টে পদক জিততে ব্যর্থ হওয়ার পর রবিবার ট্র্যাপ কোয়ালিফিকেশনেও প্রথম রাউন্ডে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে পারেননি তিনি। প্রথম রাউন্ড শেষে মনু আপাতত ১৬ নম্বরে রয়েছেন। তাঁর উপরে রয়েছেন ভারতেরই ঈশা সিং এবং রাহি সারনোবত। দলগত বিভাগে ভারতীয় দল বর্তমানে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। সোমবার হবে কোয়ালিফিকেশনের দ্বিতীয় রাউন্ড। সেখানে অবস্থার উন্নতি করতে না পারলে মনুর ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা কঠিন হয়ে যাবে। তবে সিন্ধু ও মনুর হতাশার দিনেই ভারতের জন্য বড় স্বস্তি এনে দিয়েছে তির ঃদাজি। রিকার্ভ বিভাগে পুরুষ, মহিলা এবং মিক্সড-তিনটি ভারতীয় দলই সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। ফলে তিন বিভাগেই পদকের লড়াইয়ে রয়েছে ভারত। তির ঃদাজির এই সাফল্য ভারতের পদক তালিকায় নতুন আশার সঞ্চার করেছে। বিশেষ করে দলগত বিভাগে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স বজায় রাখতে পারলে একাধিক পদক আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। শুধু তির ঃদাজিই নয়, বক্সিংয়েও ভারতের সামনে একাধিক পদকের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ফলে রবিবারের সকালটা সিন্ধু-মনুর জন্য হতাশার হলেও ভারতীয় শিবির পুরোপুরি হতাশ নয়। একাধিক ইভেঃেট এখনও পদকের লড়াইয়ে রয়েছে ভারতীয় ক্রী।।বিদরা। এশিয়ান গেমসের শুরুতে প্রত্যাশার তুলনায় ধীর গতিতে এগোলেও তির ঃদাজি ও বক্সিংয়ের পারফরম্যান্স ভারতের অভিযানকে ফের গতি দিতে পারে। এখন নজর সেমিফাইনাল এবং পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ইভেঃটগুলির দিকে-যেখানেই নির্ধারিত হবে ভারতের পদক-ভাগ্যের পরবর্তী অধ্যায়।

এশিয়ান গেমসে

# তিন বছরের আক্ষেপ মুছে এশিয়াডে রুপো তিলোত্তমার

নাগোয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ অপেক্ষার অবশেষে অবসান। যে এশিয়ান গেমসের মঞ্চ থেকে তিন বছর আগে নীতিগত কারণে বাদ পড়েছিলেন, সেই এশিয়াডেই এবার পদক জিতে পুরনো আক্ষেপ মুছে ফেললেন বাঙালি শুটার তিলোত্তমা সেন। ৫০ মিটার থ্রি পজিশনের দলগত ইভেঃেট রুপো জিতে কেরিয়ারে নতুন মাইলফলক গড়লেন বেঙ্গালুরুর এই প্রতিভাবান শুটার। এটি তাঁর প্রথম এশিয়ান গেমস পদক। একই সঙ্গে তিনি এশিয়াডের শুটিংয়ে পদকজয়ী কনিষ্ঠতম ভারতীয়দের অন্যতম হয়ে উঠলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক শুটিংয়ে নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছিলেন তিলোত্তমা। বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছিলেন জোড়া পদক। তার পরের বছর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের পাশাপাশি বিশ্বকাপেও রুপো জেতেন তিনি। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় প্যারিস অলিম্পিকের কোটা অর্জন করেছিলেন। ফলে ২০২৩ সালের হাংঝৌ এশিয়ান গেমসের ভারতীয় দলে তাঁর জায়গা প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। জাতীয় শুটিং ফেডারেশনের নির্বাচনী নীতির কারণে হাংঝৌয়ের বিমানে ওঠা হয়নি তিলোত্তমার। জাতীয় ট্রায়ালে তৃতীয় হয়েও দলে জায়গা না পাওয়ার সেই ঘটনা তাঁর মনে দীর্ঘদিনের আক্ষেপ হয়ে ছিল। তিন বছর পর সেই আক্ষেপেরই যেন জবাব দিলেন তিনি। নাগোয়া থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে তিলোত্তমা বলেন, আগের এশিয়ান গেমসের জন্য হওয়া জাতীয় ট্রায়ালে তিনি তৃতীয় হয়েছিলেন। কিন্তু একজন শুটারকে দুটি ইভেঃেট সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে তিনি দলে জায়গা পাননি। সেই আক্ষেপই এবার পদক জয়ের পর অনেকটাই মুছে গিয়েছে বলে জানান তিনি। ৫০ মিটার থ্রি পজিশনের দলগত ইভেঃট তিলোত্তমার সঙ্গে ছিলেন অসি চৌকসি এবং ভিদার্ষা কোচালুমকাল। তিনজনের সম্মিলিত স্কোর ১৭৬৩ পয়েঃট। সেই পারফরম্যান্সই ভারতকে এনে দেয় রুপোর পদক। তবে দলগত ইভেঃেট সাফল্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিভাগে সামান্য আক্ষেপও রয়ে গেল তিলোত্তমার। প্রতিযোগিতার একটা সময় পর্যন্ত তিনি পদকের দৌড়ে এগিয়েই ছিলেন। কিন্তু স্ট্যান্ডিংয়ের তৃতীয় সিরিজে ৯.৭ এবং পঞ্চম সিরিজে ৯.৪ স্কোর করার পর পিছিয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত মাত্র ০.৮ পয়েন্টের ব্যবধানে ব্রোঞ্জ হাতছাড়া হয়। নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে তিলোত্তমার উপলব্ধি, হয়তো কিছুটা তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিলেন তিনি। তবে এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের জন্য তাঁকে আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করবে বলেই মনে করছেন এই তরুণী। ফলে প্রথম এশিয়ান গেমস থেকে তিলোত্তমার প্রাপ্তি নিছক একটি রুপোর পদক নয়। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান, ব্যক্তিগত হতাশাকে সাফল্যে বদলে দেওয়ার আত্মবিশ্বাস এবং ভবিষ্যতের আরও বড় স্বপ্ন-সব মিলিয়েই জাপান থেকে ফিরছেন তিনি।

আর সেই ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক। প্যারিসের জন্য কোটা জিতেও শেষ পর্যন্ত অলিম্পিকে যেতে পারেননি। এবার তাই নিজেকে সেই মঞ্চের জন্য প্রস্তুত করতে চান তিনি। জন্ম ও বেড়ে ওঠা বেঙ্গালুরুতে হলেও তিলোত্তমার শিকড় বাংলায়। তাঁর পৈতৃক বাড়ি নদিয়ার চাকদহে। বাবা সুজিত সেন এখনও নিয়মিত পরিবার নিয়ে সেখানে যান। তাই তিলোত্তমার এই সাফল্যে শুধু বেঙ্গালুরু নয়, আনঃেদর অংশীদার তাঁর বাংলার শিকড়ও। তিন বছরের অপেক্ষা শেষে এশিয়াডের পদক যেন সেই সম্পর্ককেও আরও উজ্জ্বল করে দিল।

# লেভার কাপ - ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে ফ্রিটজকে হারালেন আলকারাজ, টিম ইউরোপ শীর্ষস্থান নিশ্চিত করল

লন্ডন, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ শনিবার লেভার কাপে টেইলর ফ্রিটজের বিপক্ষে এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ৬-৩, ৪-৬, ১৩-১১ ব্যবধানে প্রতিশোধমূলক জয় তুলে নেওয়ার পথে কার্লোস আলকারাজ দুটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচান, যার ফলে টিম ইউরোপ ৭-৫ ব্যবধানে এগিয়ে যায় । আলকারাজের বিপক্ষে ফ্রিটজের কেরিয়ারের একমাত্র জয়টি এসেছিল গত বছরের টুর্নামেন্টে , এবং শনিবার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তিনি হয়তো সেই কীর্তির পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। তবে, ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে বেন শেলটনের কাছে ম্যারাথন পরাজয়ের পর নিজের প্রথম একক ম্যাচে আলকারাজ স্নায়ুচাপ ধরে রাখেন এবং এমন একটি ড্রপ শটের মাধ্যমে ম্যাচের ফলাফল নিশ্চিত করেন যা ফ্রিটজ ফেরত পাঠাতে পারেননি। ড্রপ শট আমার খেলারই একটি অংশ, আলকারাজ বলেন। তাই ওইসব মুহূর্তে, খুবই কাছাকাছি ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, আমি এটি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি, কারণ এই ম্যাচে এটি আমার জন্য একটি দারুণ অস্ত্র ছিল এবং স্পষ্টতই আমি ছোটবেলা থেকেই ড্রপ শটের অনুশীলন করে আসছি। খেলার শুরুতে ৩-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকার পর টিম ওয়ার্ল্ড দিনের বেশিরভাগ সময় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অ্যালেক্স ডি মিনর আলেকজান্ডার জভেরেভের বিরুদ্ধে ২-৬, ৭-৬(৫),১১-৯ ব্যবধানে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় লাভ করেন এবং লার্নার টিয়েন ফ্লাভিও কোবোলিকে৬-৩,২-৬,১০-৭ ব্যবধানে পরাজিত করেন। দিনের শেষ ম্যাচে, জভেরেভ ক্যাসপার রুডের সাথে জুটি বেঁধে ডাবলসে আলেকজান্ডার বুবলিক এবং ব্র্যান্ডন নাকাসিমাকে ৬-৪,৭-৬(৭)ব্যবধানে পরাজিত করেন। শুক্রবারে জয়ের জন্য এক পয়েন্ট , শনিবারে দুই পয়েন্ট এবং রবিবারে তিন পয়েন্ট দেওয়া হয়। যে দল প্রথমে ১৩ পয়েন্টে পৌঁছাবে, তারাই বিজয়ী হবে।

# ‘পানামার ফল দিয়ে ব্রাজিলকে বিচার করা যাবে না’, সতর্ক আনোয়ার

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ঃ পানামার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ড্রয়ের আত্মবিশ্বাস সঙ্গে নিয়েই এবার ব্রাজিলের সামনে ভারত। আগামী ৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফিফা ফ্রেন্ডলিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনহাদের মতো বিশ্বমানের তারকাদের আটকানোর কঠিন পরীক্ষায় ভারতের রক্ষণভাগের অন্যতম বড় ভরসা আনোয়ার আলি। ২৬ বছরের এই ডিফেন্ডারই নেতৃত্ব দেবেন ভারতের রক্ষণে। বিজয় ভার্গিস, অভিষেক টেকচাম কিংবা আকাশ মিশ্রের তুলনায় আন্তর্জাতিক ফুটবলে বেশি অভিজ্ঞ আনোয়ার। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপেও ভারতের রক্ষণ সামলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ফলে ব্রাজিলের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ খেলা পানামার বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে নজর কেড়েছেন আনোয়ার। একের পর এক আক্রমণ প্রতিহত করে ভারতকে গোলহীন ড্র এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাজিল ম্যাচের আগে তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশা বেড়েছে। তবে পানামার বিরুদ্ধে সাফল্যকে ব্রাজিল ম্যাচের সঙ্গে তুলনা করতে নারাজ আনোয়ার। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, পানামার ম্যাচের ফল দিয়ে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারতের সম্ভাবনা বিচার করা ঠিক হবে না। কারণ ব্রাজিলের আক্রমণভাগে রয়েছে একাধিক বৈচিত্র্য এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা কিছু ফুটবলার। আনোয়ার জানিয়েছেন, ব্রাজিলের আক্রমণ সামলানোর জন্য ভারতীয় দল প্রস্তুতি নিচ্ছে। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নৃথক্ম৫থক্ক০শেন ধরে রাখাই হবে মূল চ্যালেঞ্জ। তাঁর মতে, ব্রাজিলের মতো দলের বিরুদ্ধে সামান্য ভুলও বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। তাই প্রত্যেক মুহূর্তে সতর্ক থেকে দলগতভাবে লড়াই করতে চান তিনি। পানামা ম্যাচের পারফরম্যান্স নিয়েও আত্মবিশ্বাসী আনোয়ার। তবে একই সঙ্গে নিজের দলের ভুলত্রুটিগুলিও চিহ্নিত করতে চান তিনি। কোচের সঙ্গে আলোচনায় বসে কোথায় কোথায় ঘাটতি ছিল, তা বিশ্লেষণ করা হবে বলেই জানিয়েছেন ভারতীয় ডিফেন্ডার। সেই ভুলগুলি শুধরে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আরও উন্নত পারফরম্যান্সের লক্ষ্য ভারতের। বর্তমান ভারতীয় স্কোয়াড নিয়েও ব্যক্তিগত কোনও তুলনা বা বিচার করতে চান না আনোয়ার। তাঁর মতে, দল বেছে নেওয়া কোচের দায়িত্ব। দলে কে রয়েছেন বা কে নেই, তা নিয়ে না ভেবে প্রত্যেক সতীর্থের উপর আস্থা রাখাই দলের শক্তি। একে অন্যকে সাহায্য করেই ব্রাজিলের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চাপ সামলাতে হবে বলে মনে করেন তিনি। আনোয়ারের মতে, এই ধরনের ম্যাচে অতিরিক্ত চাপ নেওয়া বিপজ্জনক। বরং নিজের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করাই সাফল্যের চাবিকাঠি। সতীর্থদের উপর আস্থা থাকলে মানসিক চাপও অনেকটাই কমে যায় বলে মনে করছেন তিনি। বিশ্বমানের দলের বিরুদ্ধে এই ধরনের ফ্রেন্ডলি ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় শিক্ষার সুযোগ বলেও মনে করছেন আনোয়ার। তাঁর মতে, ব্রাজিলের মতো দলের বিরুদ্ধে যত বেশি খেলার সুযোগ পাওয়া যাবে, ততই ভারতীয় ফুটবলাররা নিজেদের উন্নত করতে পারবেন। আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আরও বেশি পরিশ্রম এবং ধারাবাহিকতার প্রয়োজন বলেও জানিয়েছেন তিনি। আর কলকাতায় খেলার বিষয়টি আনোয়ারের কাছে আলাদা আবেগের। যুবভারতীর গ্যালারিতে হাজার হাজার সমর্থকের উপস্থিতি ভারতীয় দলের জন্য বাড়তি শক্তি হয়ে উঠবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। কলকাতার দর্শকদের উচ্ছ্বাস ও সমর্থনকে কাজে লাগিয়েই ব্রাজিলের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটা দিতে চান ভারতের এই ডিফেন্ডার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com